৯ঃ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

৫০ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা

রবিবার, ১১ বৈশাখ ১৩৭৮ (৫ বৈশাখ ১৮৯৩ শক) Sunday, April 25, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

• চুল ওঠা বন্ধ করে • মাথা ঠাণ্ডা রাখে
ইলোরা কুঁচ অয়েল
ইলোরা কেমিক্যাল • কলিকাতা-৭

সততার সহিত ১০০ বৎসর পরিচালিত
অক্ষয় কুমার লাহা
১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩
ফোন: ২৩-২৭৬৫
রং

ভারতের মাটিতে গোলা ফেলা বন্ধ কর নতুবা পরিণামের জন্য দায়ী হবে / পাকিস্তানের প্রতি সতর্কবাণী

ভারতীয় সীমান্ত বনগাঁর কাছে শনিবার সকালে পাকিস্তানী গোলা এসে পড়েছে। তাছাড়া এক কোমপানি পাক ফৌজ নিষিদ্ধ সীমার পাঁচ কিলোমিটার ভিতরে এসে, পেটরাপোলে রেল লাইনের কাছে অবস্থান নিয়ে, শনিবার বিকাল চারটে থেকে এক ঘণ্টা ধরে ভারতীয় গ্রামগুলির উপর গুলি চালায়। পরে তারা বেনাপোলে হটে যায়। নয়াদিল্লি থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। দাবি করা হয়েছে যে, পাকিস্তানকে কথা দিতে হবে যে, এ ধরনের ব্যাপার আর ঘটবে না, আর না হলে সম্ভাব্য পরিণাম যা ঘটবে তার জন্য পাকিস্তান দায়ী হবে।

সকালে পাক ফৌজ ভারতীয় সীমান্তের (বনগাঁ) ওপারে মুক্তি-ফৌজের শিবির লক্ষ্য করে মরটার চালায়। তারই কয়েকটি গোলা ভারতীয় এলাকায় এসে পড়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও গুরুতর।

বহির্বিষয়ক মন্ত্রক পাক হাই-কমিশনকে ওই ঘটনাগুলির প্রতিবাদে যে নোট পাঠিয়েছেন তা রীতিমত কড়া ধাঁচের। এ ছাড়া অন্য একটি নোটে পাকিস্তানকে জানানো হয়েছে যে, ভারতের সীমান্ত রক্ষিবাহিনীর লোকেরা কখনই পাকিস্তানে প্রবেশ করেন নি। এ বিষয়ে পাকিস্তানের ১৪ এপরিল তারিখের অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। (অর্থাৎ আজ ভারত পাকিস্তানকে দুটি নোট পাঠিয়েছে।

ভারত আরও বলেছে যে, অপহৃত তিনজন সীমান্ত রক্ষীকে ফেরত দিতে হবে এবং অপহরণকারীদের (যারা পাক ফৌজের লোক) উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

ভারত আরও জানিয়েছে যে, ১২ এপরিল রাত এগারোটায় পাকফৌজ সোনামুরার কাছে ত্রিপুরার উপমন্ত্রী শ্রীমনসুর আলির বাড়ির উপর গুলি চালিয়েছিল এবং ১৪।১৫ এপরিল রাত্রে ওই অঞ্চলে কর্তব্যরত নারেক মণিকুমারকে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছিল। ১৭ এপরিল ওই অঞ্চলে আরও কয়েকজন ভারতীয় নাগরিকের আবাসের উপর পাকিস্তানীরা গুলি চালিয়েছিল। ভারত এইসব ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং বলেছে যে, সে পাকিস্তানের কাছে এজন্য ক্ষতি-পূরণ দাবি করতে পারে। এ ধরনের ব্যাপার বন্ধ না হলে যা পরিণাম ঘটবে পাকিস্তান সেজন্য এককভাবে ও সম্পূর্ণভাবে দায়ী হবে।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

'পাক আক্রমণ বরদাস্ত করা হবে না'

শিবপুরী (মধ্যপ্রদেশ), ২৪ এপরিল — প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম আজ এখানে বলেন যে, 'আমাদের এলাকায় পাকিস্তানের কোন সামরিক অ্যাডভেনচার বরদাস্ত করা হবে না।'

পশ্চিমবঙ্গে বনগাঁর কাছে ভারতীয় সীমান্তে পাকিস্তানী গোলাবর্ষণের সংবাদ আসায় শ্রীরাম এইরূপ মন্তব্য করেন।

শ্রীরাম বলেন, ভারতকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং আমাদের এলাকায় যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভারত-তিব্বত সীমান্ত বাহিনী শিক্ষার্থীদের কাছে ভাষণ দিচ্ছিলেন। —পি টি আই

চট্টগ্রাম থেকে শ্রীহট্ট খান-সেনা সর্বত্র নিবারিত

সামনে বর্ষা। ভীত খান-সেনারা তাই দক্ষিণে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে উত্তরে শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পূর্ব খণ্ডে তাদের শক্ত ঘাঁটিগুলিকে একসূত্রে বাঁধার জন্য মরিয়া। শুক্রবার শেষ রাত থেকেই তারা বিভিন্ন দিকে গুটি গুটি এগিয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু হায়, তারা থমকে যায়। কেননা সর্বত্র সেই দুর্নিবার মুক্তিফৌজের বাধা। কোথা থেকে তারা হাজির হয়, কে জানে! নিপুণ হাতে চালায় যুদ্ধ। প্রচুর হানাদার হতাহত হয়।

একদল অনুসন্ধানকারী হানাদার শ্রীহট্টের খাদিমনগর ঘাঁটি থেকে চলেছিল হরিপুরের পেট্রল উৎপাদন কেন্দ্রগুলির দিকে। মুক্তিফৌজ গেরিলারা কামান দেগে তাদের পত্রপাঠ ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। হরিপুর শ্রীহট্ট থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে। আর একটি দল ছাতকের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে মুক্তিফৌজের তাড়া খায়। শেষে শালুটিকর—খাদিমনগরের মাঝামাঝি উঁচুনিচু টিলায় আবার ফিরে এসে তাদের মূল্যবান প্রাণগুলি বাঁচাতে হয়।

সীমান্তের ওপার থেকে খবর, মুক্তিফৌজ গতকাল রাত্রে আখাউড়া—ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপখণ্ডে পাক সেনার উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের হতচকিত করে। মুক্তিফৌজ ওখানে চালায় মরটার আর মেশিনগান।

বহু পাক সৈন্য মরেছে বা জখম হয়েছে। ভোরে দেখা গিয়েছে যে তারা আহত সৈন্যদের চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে।

ফরিদপুর দখলের কোন্ড‌ও পাক-সেনাদের সামলাতে হয়েছে। তারা চালিয়েছিল ত্রিমুখী অভিযান। কিন্তু সে অভিলাষ মুক্তিফৌজের হাতে অঙ্কুরেই বিনাশিত হয়।

একদল হানাদার চট্টগ্রাম থেকে উত্তরে অগ্রসর হতে চায়। আর একদল কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম। কিন্তু দুটি দল নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

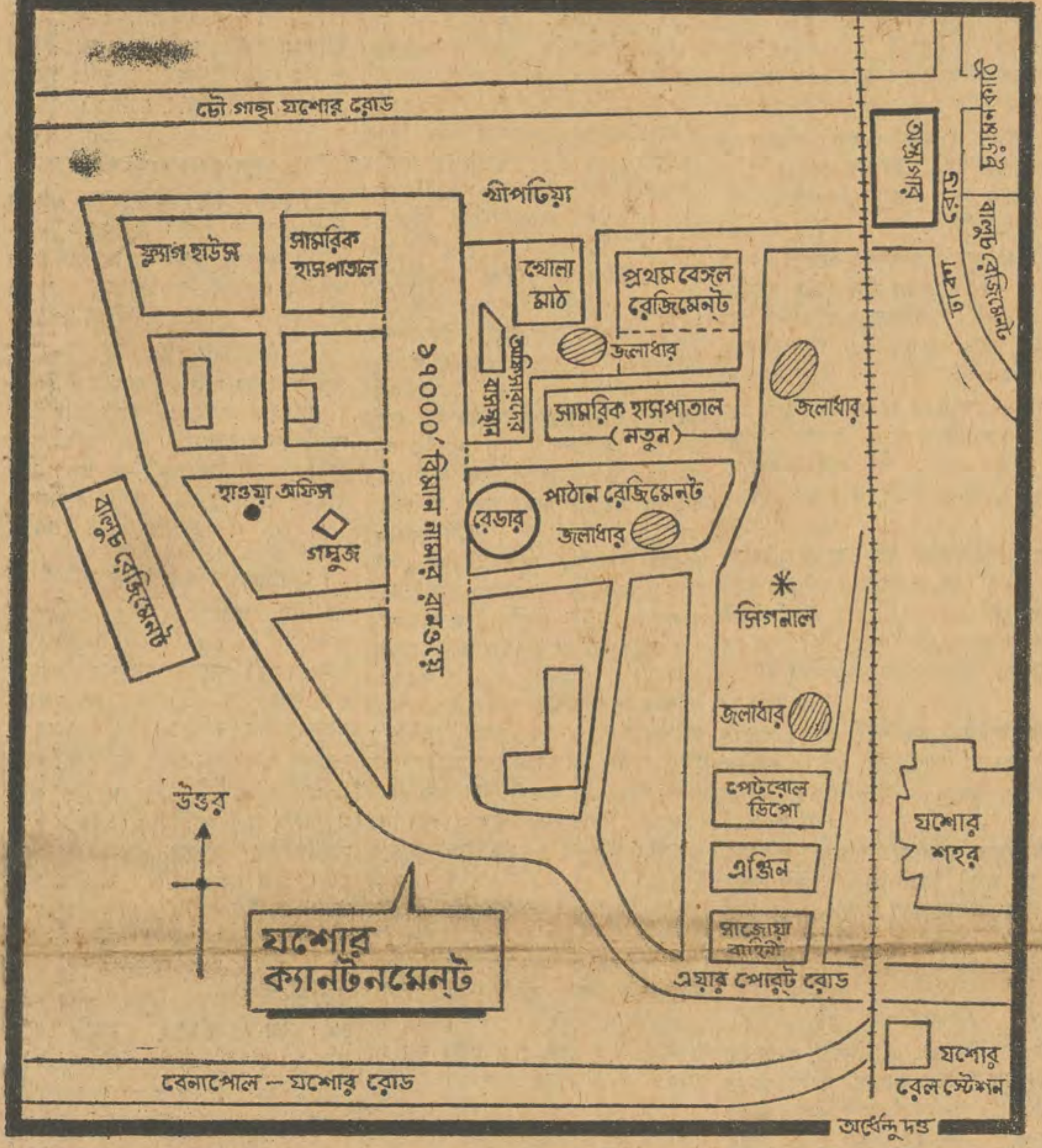

কলকাতা ও ঢাকায় ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৪ এপরিল—পাকিস্তান এবং ভারত আগামী সোমবারের মধ্যে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ করে দিচ্ছেন। গতকাল ইসলামাবাদে ভারতের অস্থায়ী হাইকমিশনারের কাছে এবং আজ পাকিস্তানী হাইকমিশনার কর্তৃক পররাষ্ট্র দফতরের সচিব শ্রী এস কে ব্যানারজির কাছে প্রদত্ত নোটে পাকিস্তান কলকাতায় ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

এই নোটে ভারতকেও ঢাকায় তার ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ করতে বলা হয়। ভারত তাতে রাজি, তবে পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তে দুঃখিত। পাকিস্তানী নোট অনুসারে সোমবারের মধ্যেই এই দুই অফিস বন্ধ হয়ে যাবে এবং উভয় অফিসের কর্মী এবং তাঁদের পরিবারবর্গ স্থান ত্যাগ করবেন।

ভারত পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তকে কূটনৈতিক মারপ্যাঁচ বলে উল্লেখ করেছে। ভারতের বৈদেশিক দফতরের একজন মুখপাত্র আজ এখানে বলেন, কলকাতায় পাক ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রীমেহেদী মাসুদকে সম্ভাব্য সব রকম সুবিধাই আমরা দিয়েছিলাম। বাংলা দেশের নাগরিকদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের ফলে জনসাধারণের মধ্যে চরম বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তা রক্ষী এবং পুলিশ অফিসাররা শ্রীমাসুদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষায় প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

একটি নিরাপদ জায়গায় ডেপুটি হাইকমিশনারকে যথাযোগ্য স্থান করে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন। এই সুবিধার সুযোগ উপেক্ষা করে কলকাতায় অফিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং ঢাকায় আমাদের ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ করতে বলে পাকিস্তান যা করল তা দুঃখাবহ। পাকিস্তানের পক্ষে এই পূর্ব পরিকল্পিত এবং ইচ্ছাকৃত কূটনৈতিক চাল নিন্দনীয়।

পাকিস্তানী নোটে কর্মী এবং তাঁদের পরিবারবর্গের স্বদেশযাত্রার ব্যাপারে যে পদ্ধতির কথা বলা হয় ভারত তাতে সম্মতি জানিয়েছে :

ক। পাকিস্তান ইনটার ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ ভারতীয় ...কর্মী এবং

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

দুর্গ রহস্য

কৃষ্ণ দেবনাথ

বাংলা দেশের ভিতর থেকে, ২৪ এপরিল—যশোর দুর্গকে মূল ঘাঁটি বানিয়ে হানাদার বাহিনী বাংলা দেশে মরণ কামড় দেওয়ার এক মতলব এঁটেছে। বিমানবহর ও সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাবার জন্য পাকিস্তানী ফৌজ এই দুর্গের অন্দরে চালাচ্ছে বিরাট প্রস্তুতি।

দুর্গকে দুর্ভেদ্য করার জন্য চারদিকে পিল বকস বসানো হয়েছে। মাটির নিচে হয়েছে অস্ত্রাগার ও গোপন ঘাঁটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ এই কেল্লা তৈরি করে। পরে পাকিস্তান মারকিন, চীনা ও রুশ সাহায্যে তাকে করেছে আরও আধুনিক। এখানে এখন সাকুল্যে প্রায় ষোল হাজার সেনা আছে। তার মধ্যে নিয়মিত বাহিনী, গোলন্দাজ, সাঁজোয়া বিমান ও সাহায্যকারী সেনাও আছে।

কেল্লার এলাকা লম্বায় সাড়ে তিন মাইল। চওড়ায় তিন মাইল। এর মধ্যেই বিমান ঘাঁটি। রেডার আছে মাঝে। বাইনোকোলার দিয়ে দূরের জিনিস দেখার জন্য রয়েছে উঁচু গমবুজ। বিমান অবতরণের জন্য করা হয়েছে সতের হাজার ফুট রানওয়ে। সামরিক হাসপাতাল আগে একটি ছিল। সম্প্রতি হয়েছে নতুন আরও একটা।

যশোর শহরের পশ্চিম দিকে এই বিরাট কেল্লা এলাকা। ঢাকা রোডের পূব দিকে কেল্লা পাহারায় আছে ২৫ নম্বর বালুচ রেজিমেনটের একটি বাহিনী। তার উত্তরে চূড়ামনকাঠি। শহর ও কেল্লা এলাকার মাঝ দিয়ে গোয়ালন্দ দিকের রেল লাইন চলে

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

ফরিদপুর দখলের পাক চেষ্টা ব্যর্থ

শিবদাস ভট্টাচার্য

মুজিবনগর, ২৪ এপরিল—গত ২২ এবং ২৩ এপরিল শেষ রাত্রে পাকফৌজ বঙ্গবন্ধু মুজিবরের নিজের জেলা ফরিদপুর দখল করার জন্য ত্রিমুখী অভিযান চালায়। মুক্তিফৌজ বীরদের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁদের সেই অভিযান ব্যর্থ করে দিয়েছে।

আড়িচাঘাট থেকে পদ্মা পার হয়ে পাকফৌজের একটি দল ২২ এপরিল শেষ রাতে গোয়ালন্দ ঘাটে এসে নামে। ওই সময় পদ্মাবক্ষে মুক্তিফৌজের সঙ্গে জোর লড়াইয়ে প্রায় ২০০ পাকসেনা নিহত হয়। পাকফৌজ আর অগ্রসর হতে পারেনি। এদিকে মুক্তি-ফৌজ রণকৌশলের কথা বিবেচনা করে এক মাইল সরে গিয়ে পাকফৌজকে এমনভাবে ঘিরে ফেলে যে, তারা রাজবাড়ির দিকে অগ্রসর হতে পারে না।

দক্ষিণে মাগুরা-ফরিদপুর রোড ধরে অপর একটি পাকফৌজ দল ফরিদপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তাদেরও মুক্তিফৌজ কুমারখালিতে এমনভাবে বাধা দেয় যে, শেষ পর্যন্ত পাকফৌজ কুমারখালি নদী পার হতে পারেনি।

তৃতীয়ত, পশ্চিমে কুষ্ঠিয়ার দিক থেকে আরও একদল পাকফৌজ রাজবাড়িমুখো হবার চেষ্টা করে। তাদেরও মুক্তিফৌজ গড়াই নদীর পূব পারে তুমুল বিক্রমে বাধা দেয়। এখানেও গড়াই নদী পার হতে পারেনি। তাদের রাজবাড়ি-ফরিদপুর অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। গড়াই

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

রুশ নেতাদের কাছে ভাসানির তারবার্তা

স্টাফ রিপোরটার—

অসহায় মানুষের উপর ইয়াহিয়া খানের ফৌজের বর্বরোচিত অত্যাচার বন্ধ করার জন্য জাতীয় আওয়ামী দলের সভাপতি মৌলনা আবদুল হামিদ খান ভাসানি সোভিয়েট রাশিয়াকে আরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

রুশ প্রেসিডেনট পদগোর্নি বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে কথা বলেছেন মৌলনা ভাসানি তাকে স্বাগত জানিয়ে শনিবার একটি বিবৃতিতে বলেন শুধু ওই কথাতেই সব হল না, অবিলম্বে রাশিয়ার একটা কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

সোভিয়েট প্রেসিডেনট শ্রীপদগোর্নি, প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এবং সেক্রেটারি জেনারেল শ্রীব্রেজনেভকে তারবার্তা পাঠিয়ে মৌলনা ভাসানি অভিযোগ করেছেন যে পাকিস্তানী ফৌজ বাংলাদেশে চীন ও রাশিয়ার দেওয়া অস্ত্র দিয়েই মানুষকে হত্যা ও ধ্বংসের কাজ করে চলেছে। শ্রীভাসানি

পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে দ্রষ্টব্য

মাসুদ সোমবারের আগে কলকাতা ছাড়ছেন না

স্টাফ রিপোরটার

রাইটার্সে জনৈক সেকরেটারির ঘর থেকে নয়াদিল্লির পাক দূতাবাসে নিভৃতে একটি টেলিফোন করা ছাড়া শনিবার মাসুদ সাহেবের প্রকাশ্য কোন কার্যক্রম ছিল না। তবে প্রাক্তন পাক ডেপুটি হাইকমিশনের দুচারজন পশ্চিমী কর্মচারীর সঙ্গে যথাপূর্ব সলাপরামর্শ তাঁর হয়েছে।

জনাব মেহেদি মাসুদের বর্তমান ঠিকানা কাল রাতের মতই দমদম বিমান ঘাঁটির দোতলা। সেখানেই যাত্রি বাস, আহার নিদ্রা। একফাঁকে মহাকরণে এসে মুখ্যসচিবের সঙ্গে তিনি দেখাও করে গিয়েছেন। আর কোনক্রমে এক টাইপ রাইটার জোগাড় করে দমদমের ঘরে কিছু চিঠিপত্রও লিখেছেন।

দমদমে এবং মহাকরণের সামনে 'মাসুদ ফিরে যাও' ধ্বনিও শোনা যায়। তবে পাকা খবর, বিক্ষোভকারীরা যতই বলুন না কেন মাসুদ সাহেব সোমবারের আগে কলকাতা ছাড়ছেন না।

"পাকিস্তান সরকার কলকাতায় পাক ডেপুটি হাইকমিশন বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন, আপনি কবে কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন? এই দিন মহাকরণে সাংবাদিকরা জনাব মেহেদী মাসুদকে এই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন 'আই ডু নট নো। দি প্রোগ্রাম ইজ ইয়েট আনসারটেন'।

বলেই তিনি সেই কালো অ্যাম্বাসাডারে উঠলেন। গাড়িটি বেরিয়ে গেল। ঘড়িতে তখন ২টা বেজে পাঁচ।

এর আগে শ্রীমাসুদ প্রায় আড়াই ঘণ্টা মহাকরণে মুখ্যসচিব শ্রীনির্মল-চন্দ্র সেনগুপ্তের ঘরে ছিলেন। দিল্লির সঙ্গে এদিন ট্রাংক টেলিফোনে তাঁর কী কথা হয়েছে, তা কেউ জানেন না। মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে শ্রীমাসুদ শুধু বলেন, তাঁর সরকার কলকাতায় ডেপুটি হাই-কমিশন বন্ধ করে দিচ্ছেন বলে তিনি শুনেছেন। তা যদি হয়, তাহলে তো তাঁকে এখানকার পাট গোটাতেই হবে।

যাহোক এদিন শ্রীমাসুদ নতুন কোন বাড়ি খুঁজে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে কোন অনুরোধ জানাননি। তবে ৮৩ নম্বর থিয়েটার রোডের আশা শ্রীমাসুদ এখনও ছেড়ে দেননি বলে জানা যায়।

দমদম বিমান ঘাঁটির লাউনজে শ্রীমাসুদ একবার বেরিয়ে আসেন। খবর রটে যায় এক বিদেশী বিমানে

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

'পরিদর্শক শিক্ষক'

স্টাফ রিপোরটার

'বাংলাদেশের' বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কলেজের যে-সব অধ্যাপক পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনডিকেট তাঁদের অন্তত ছ' মাসের জন্য 'পরিদর্শক শিক্ষক' হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে যে অর্থের প্রয়োজন হবে তারজন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও ও সরকারী পুনর্বাসন দফতরের কাছে আবেদন জানানো হবে। উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনের প্রস্তাবমত সিনডিকেট এই সিদ্ধান্ত নেন।

ইতিমধ্যেই কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপক এপারে চলে এসেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও নাকি দু' একদিনের মধ্যে আসছেন।

চট্টগ্রাম থেকে আরও তিনটি জাহাজ কলকাতায়

স্টাফ রিপোরটার

চট্টগ্রাম থেকে আরও তিনটি মালবাহী জাহাজ কলকাতায় এসেছে। ওই তিনটি—থালাটা, ট্রোয়ারা ও মারলিন। ওরা কেউ চট্টগ্রামে মাল খালাস করতে পারেনি এবং সকলেরই রসদ ফুরিয়ে যায়। গ্রীক জাহাজ থালাটা মারকিন গম নিয়ে দুমাসেরও বেশি চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে মাল খালাসের জন্য অপেক্ষা করে এখানে এসেছে।

আইভরি নেপচুন আর চট্টগ্রামে ফিরছে না

লেবাননের জাহাজ 'আইভরি নেপচুন' আর চট্টগ্রামে ফিরছে না। সোম বা মঙ্গলবার সে সিংগাপুরের পথে রেঙ্গুন রওনা হবে।

২৬ জন বাঙালী নাবিক ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়ায় ওই জাহাজ চালনায় যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল আজ রবিবার তার অবসান হতে পারে। আজ ফিলিপিনস থেকে বেশ কিছু নাবিক আসছেন 'আইভরি নেপচুন'কে পরিত্রাণের জন্য।

পুলিশ কমিশনার বদলের সরকারী হুকুম জারি

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার শ্রীরঞ্জিত গুপ্তকে বদলির এবং শ্রী আর এন চ্যাটারজিকে কলকাতা পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করে সরকারী অরডার জারি হয়। জানা গিয়েছে যে, শ্রীচ্যাটারজি নতুন কার্যভার গ্রহণ করলে শ্রীগুপ্ত ছুটিতে যাবেন।

ওদিকে নয়াদিল্লি থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা জানান, শ্রীগুপ্ত

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম যোজনা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ এপরিল—ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের নিয়োগের কথা আজ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। তাঁর হাতে থাকবে যোজনা দফতর।

যোজনামন্ত্রী ছাড়াও শ্রীসুব্রহ্মণ্যম ৯ মের মধ্যে যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদও অলংকৃত করবেন। বর্তমান ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ গ্যাডগিলের পদত্যাগপত্র ২ মে থেকে কার্যকরী হবে।

রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যমকে শপথবার্তা পাঠ করান। এই অনুষ্ঠানে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর মন্ত্রি-সভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

বন্দুক সাবধানে রাখার অনুরোধ

স্টাফ রিপোরটার

হাওড়া শহরে যাঁদের বন্দুক আছে বন্দুকগুলি সাবধানে রাখার জন্য হাওড়ার জেলা শাসক তাঁদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

কেউ বন্দুক অসাবধানে রেখেছেন বলে প্রমাণিত হলে তাঁদের লাইসেনস বাতিল করা হতে পারে বলে তিনি সাবধান করে দেন।

যদি কারো বন্দুক সাবধানে রাখার অসুবিধা থাকে তো তাঁরা তা স্থানীয় থানায় জমা দিতে পারেন।

বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু বলতে শ্রীমতী গান্ধী নারাজ

চণ্ডীগড়, ২৪ এপরিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে বাংলা দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কিছু বলতে নারাজ হন। সিমলা থেকে নয়াদিল্লি ফেরার পথে তিনি এখানে কিছুক্ষণের জন্য ছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি কিছু বলতে চাই না (বাংলা দেশ সম্পর্কে)। আগে আমি দিল্লি ফিরে যাই।

এক সপ্তাহ সিমলায় বিশ্রামান্তে আজ সকালে শ্রীমতী গান্ধী নয়াদিল্লিতে ফিরেছেন। —পি টি আই

স্বায়ত্তশাসন না পেলে বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য — করুণানিধি

কোয়েম্বাটোর, ২৪ এপরিল—রাজ্যগুলিকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার জন্য তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণা-নিধি আজ সংবিধান বদলানোর দাবী করেন। সংবিধান না পালটালে এক সময় পরিণামে গিয়ে বিচ্ছিন্নতাই অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।

ডি এম কে দলের সাধারণ পরিষদে শ্রীকরুণানিধি ওই মন্তব্য করে বলেন, সংবিধানে পরিবর্তন হলে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে একটি সমতাবোধ সৃষ্টি হবে। রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে রাজমন্নার কমিটির রিপোর্ট ১০ দিনের মধ্যে পাওয়া যাবে। তখন তিনি এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে 'খোলাখুলি' আলোচনার আশা রাখেন।

শ্রী এম করুণানিধি বলেন, যদি রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের দাবি দীর্ঘকাল ধরে অবজ্ঞাত হতে থাকে তা হলে বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য।

শ্রী করুণানিধি বলেন, যদি পরিস্থিতি সেইরূপ হয়েই দাঁড়ায় তা হলে কেন্দ্রই তার জন্য দায়ী হবেন।

—পি টি আই, ইউ এন আই

মাথাধরার কত কারণ দেখুন—
কিন্তু একটিমাত্র সারিডনেই আরাম

একটি সারিডনেই চটপট ব্যথা-বেদনার শান্তি। সারিডন এমন সব উপাদানে তৈরী যে মাথাধরা, গায়ে ব্যথা কিংবা দাঁতের যন্ত্রণা যেমন কমায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বচ্ছন্দ ঝরঝরে ভাব আনে, অবস্তির লেশমাত্র থাকে না। সারিডন-এর এটাই বাহাদুরি—আপনার ঝরঝরে লাগবে, মনমেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

সারিডন 'রোশ'

একটি 'রোশ' উৎপাদন

আনন্দবাজার পত্রিকা

[illegible], আসামে(?), মণিপুরে, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরায় ও উড়িষ্যায়(?) — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি . . ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone: 23-2283 (Seven Lines)
23-8341 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:-

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজে ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
[illegible]	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের বাহিরে [illegible]	২৫১.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ পয়সা	xxxx
ভারতের বাহিরে জাহাজে ডাকে	২১.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	xxxx

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

হোমিও রিপ্রেজেন্টেটিভ
বড় ল্যাবরেটরীর জন্য আবশ্যক। অভিজ্ঞতা উল্লেখে লিখুন। বক্স নং ৬৫৩৫ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ২০৪১)

শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ,
১০, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৫
কলেজের কাজে অভিজ্ঞ এবং ইউ জি সি সম্পর্কিত বিষয় হ্যাণ্ডেল করিতে সক্ষম একজন গ্রাজুয়েট অ্যাকাউন্টেন্ট আবশ্যক। ১০ মে, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে প্রিন্সিপ্যালের নিকট দরখাস্ত করুন। (৬৫২১)

দি দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)-এর আবশ্যক
সিস্টার নার্স
৩৫০-২৫-৫২৫, টাকা বেতনক্রমে দুর্গাপুর-স্থিত উহার হাসপাতালের জন্য
যোগ্যতা: বি এস-সি (নার্সিং)।
অভিজ্ঞতা: কোন বৃহৎ হাসপাতালে সিস্টার-ইন-চার্জ হিসাবে অন্তত এক বৎসরের অভিজ্ঞতা। বয়স: ১-৪-৭১ তারিখে ৪০ বৎসরের নীচে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য বিবরণ: (১) বেতনক্রমের সঙ্গে আছে মূল বেতন অনুসারে দুর্মূল্য ভাতা হিসাবে ন্যূনপক্ষে ১৪৬৲ টাকা এবং সর্বোচ্চে ১৬৪৲ টাকা। (২) এই পদে বিনাভাড়ায় কোয়ার্টার্স, অ্যামিনিটি ভাতা, ইউনিফর্ম ও ধোবি-ভাতা, কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি-এর মত সুবিধাদি এবং ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদেয় ও মঞ্জুরীকৃত অন্যান্য সুবিধা আছে। (৩) অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ প্রার্থীর ক্ষেত্রে বেতনক্রমে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। (৪) সরকারী/প্রায়-সরকারী/সরকারী সংস্থার কর্মিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব নিয়োগকর্তার মাধ্যমে তাঁহাদের দরখাস্ত পাঠাইবেন।
পার্সোনেল অফিসার, দি দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিঃ, দুর্গাপুর-১, জেলা বর্ধমান-এর নিকট হইতে স্বয়ং গিয়া অথবা নিজ নামঠিকানা-লেখা ডাকটিকিট-যুক্ত খাম পাঠাইয়া প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত দি দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিঃ-এর অ্যাকাউন্টস অফিসারের অনুকূলে কাটা ১ টাকার রেখিত পোস্টাল অর্ডার সহ উপরোক্ত অফিসারের নিকট ১-৫-৭১ তারিখের মধ্যে পৌঁছা চাই। (৬৫৯৭)

অবসর প্রাপ্ত ইংরাজি করসপনডেন্ট টাইপিস্ট চাই। বেতন ৯০৲। বক্স নং ৬৪৯০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০০১)

স্থায়ীর প্রবীণ অভিজ্ঞ পার্ট-টাইম (বেলা ১২-৪টা): মোটর ড্রাইভার আবশ্যক। আবেদন করুন:—বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, ৯সি নবীন কুণ্ডু লেন, কলি-৯। (সি ২১৮৪)

বি-কম (পার্ট ২)-এর ছাত্রকে পড়াইবার জন্য শিক্ষক আবশ্যক। বক্স নং ৬৪০৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৮২)

বাংলা হিসাব রক্ষণাবেক্ষণে অভিজ্ঞ হিসাব রক্ষক চাই। বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে মাসিক বেতন সর্ব সমেত ২২৫৲ টাকা দেওয়া যাইতে পারে। জামিন চাই। বক্স নং ৬৬৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪৪১)

কলিকাতার বাহিরে ঔষধ(?) বিক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি আবশ্যক। অভিজ্ঞতা উল্লেখে লিখুন। বক্স নং ৬৭৯৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৩৫)

দুধের অর্ডার সংগ্রহের জন্য মহিলা এজেন্ট আবশ্যক। সুভাষ মিল্ক সাপ্লাই, ১০।২ জয়নুদ্দি মিস্ত্রী লেন, কলি-২৭। (সি ২৩৭৮)

ডাক্তার আবশ্যক
মেদিনীপুরে অজয়া মাধবচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রধান ডাক্তারের জন্য অভিজ্ঞ ভেষজ ও শল্য বিশারদ এম বি বি এস ডাক্তার আবশ্যক। বেতন ৩০০৲-১০৲-৪০০৲ ও মাগ্গী ভাতা ১৫০৲। প্রাইভেট প্র্যাকটিস চলিবে ও বাসস্থান ফ্রি। ছেলেমেয়েদের সকল বিষয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। ৫।৫।৭১ তাং মধ্যে দরখাস্ত করুন। সম্পাদক C/o. শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ বেরা, সাং আঠিলাগড়ি, কাঁথি, মেদিনীপুর। (সি ২১০৩)

কর্মখালি

সুদক্ষ লাইন এচার চাই। সাক্ষাৎ বেলা ১১টা—৭টা। ঈগল প্রসেস, ১২, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। (৭০২২ এ)

ইনভিজিলেটর আবশ্যক। চন্দননগর কলেজ সেন্টারে ১৯৭১ সালের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে ইনভিজিলেটর হিসাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক দায়িত্বশীল ব্যক্তি/অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরেগণ ২৯ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ মধ্যে কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নিকট (পোঃ অঃ চন্দননগর, হুগলি) দরখাস্ত করিতে পারেন। দরখাস্তের সঙ্গে কোন গেজেটেড অফিসার/মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ততার সার্টিফিকেট থাকা চাই।
১৯৫৬(২) আই পি আর/এ/৭১ (৭১৪৬)

অভিজ্ঞ পার্ট টাইম হোমিও ডাঃ ও সর্বক্ষণের ভৃত্য চাই। ম্যানেজার, বিশ্বনাথ ট্রাস্ট, ভূদেব ভবন, বড়বাজার, চুঁচুড়া। (সি/এম ৬৫৩৮)

এনালিটিক্যাল কেমিস্ট (পার্ট টাইম) হোমিও ল্যাবরেটরীর জন্য দরকার। বক্স নং ৬৫৩৪ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ২০৪০)

ট্রানসিস্টর রেডিও ওয়ারিংএর কাজে অন্তত পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মহিলা প্রয়োজন। বেলা ২টা হইতে ৫টার মধ্যে তিনদিনের ভিতর নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিতে হইবে। রাজস্থান রেডিও কর্পোরেশন, ৬এ, সাকলাৎ প্লেস, কলিকাতা-১৩ (ম্যাডান স্ট্রীট)। (সি ২৫৭৪)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

সাইন্স ও আর্টস পড়াইবার জন্য স্কুলের শিক্ষক প্রয়োজন। নবম ও দশম শ্রেণী। বক্স নং ৬৪১০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৪৭)

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীকে বাংলা পড়াইবার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞা শিক্ষিকা প্রয়োজন। বিস্তারিত লিখুন। বক্স নং ৬৭৫৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৯৪)

প্রধান শিক্ষক ও সহ শিক্ষক/শিক্ষিকা চাই। অবিলম্বে আবেদন করুন। শ্রীনিমাইচন্দ্র নন্দী, সম্পাদক, চন্দ্রবান হাই স্কুল (সহশিক্ষা) পোঃ নারায়ণপুর, ভায়া—খানাকুল, জেলা—হুগলী। (বিও ৩৪২)

(ক) মল্লারপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পোঃ মল্লারপুর, জেঃ বীরভূম-এর জন্য অন্যূন ৪ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইতিহাস অথবা ইংরেজীতে এম-এ, বি-টি প্রধান শিক্ষিকা প্রয়োজন। (খ) ডেপুটেশান ভেকেন্সীতে একজন বিজ্ঞান স্নাতক শিক্ষিকা এবং একজন সংস্কৃতে সাম্মানিক স্নাতক শিক্ষিকা আবশ্যক। ৫-৫-৭১ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র সেক্রেটারীর নিকট পৌঁছান দরকার। (৬৮০১)

কর্মপ্রার্থী

শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ অনার্সসহ অঙ্কে এম এস-সি এম এস-সি পর্যন্ত পড়াই। নারায়ণ সাহা, ৬৪/১৬৫, বেলগাছিয়া রোড, কলি-৩৭। (সি ২৪৬৬)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক অনার্স পর্যন্ত (নোট-সহ) দায়িত্ব নিয়ে পড়াবেন। সুশীল মাইতি, ২৭/১ বি, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-১২। (বি ও ৩৪৬)

এম এস সি বায়োলজি/বোটানি স্কুল শিক্ষক। রবিবার মাসিক ২০, বায়োলজি/বোটানি পড়াব। মিঃ কোটাল, ১এ, স্বর্ণময়ী রোড, কলি-৯। (বি ও ৩৪৩)

প্রবীণ শিক্ষাব্রতী সম্পূর্ণ দায়িত্বে প্রি-ইউ অবধি ছাত্র-ছাত্রী পড়ান। বি চট্টোপাধ্যায়, ৯৭।১ কে, টালিগঞ্জ রোড, কলি-২৬। (বি ও ৪৪৪৮)

বহু-অভিজ্ঞ অঙ্কে বি এস সি (পোঃ জেঃ) ৯ম থেকে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী সপ্তাঃ ৩।৪ দিঃ (মঃ/দঃ কলিঃ) পড়াবেন। চ্যাটার্জী, ১৫৮বি, বকুলবাগান রোড, (ভবাঃ)। ফোঃ ৪৭-২০৪৭। (বি ও ৪৪৪২)

অভিজ্ঞ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হাঃ সেঃ বি এস সি (পাশ/অনার্স) ব্রিলিয়েন্ট রেজাল্টের দায়িত্বে মডারেট টার্মে পড়ান। প্রঃ এস চক্রবর্তী, ৭৫ কেশব সেন স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ২০৯৫)

অভিজ্ঞ বি-এ/বি-টি এবং বি এস-সি শিক্ষয়িত্রীদ্বয় ষষ্ঠশ্রেণী হইতে ১১শ পর্যন্ত কলা/বিজ্ঞান দঃ কঃ যত্ন সহকারে পড়াইতে চায়। বক্স নং ৬৫১৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০২৩)

অভিজ্ঞ শিক্ষক একাদশ বিজ্ঞান পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী পড়াইতে ইচ্ছুক। শ্রীমিথিলেশ গাঙ্গুলী, ৮০ ডাঃ দাউদার রহমান রোড, কলিকাতা-৩৩। (সি ২০৪৬)

স্কুঃ-ফাঃ, হা-সে, প্রি-ইউ, বি-কম, স্বল্প সময়ে প্রস্তুতির দায়িত্ব। পাশের পর পারিশ্রমিক। দাস, ৬০/১৪, গৌরীবাড়ী লেন। (সি ২৪৭৩)

ইংলিশের অধ্যাপক মডারেট চার্জে হাঃ সেঃ, ডিগ্রি, অনার্স, এম এ পড়াতে চান। রায়, ১৪/৩ জামির লেন, দঃ কলি-১৯। (বি ও ৪২৬৭)

প্রবীণ অভিজ্ঞ একাউন্ট্যান্ট ইং/বাংলা হিসাব, ইন/সেঃ ট্যাক্স মামলা পরিচালনা দায়িত্বসহ করিব। এ কুণ্ডু, ৩০সি হরমোহন ঘোষ লেন, কলি-১০। (বিও ৪৬৪৬)

কেমিস্ট্রী অনার্স, এম-এস্সি পড়ি; টিউশনী চাই। বিভূতিভূষণ নন্দী, ৪নং হাতুবাবু লেন, ইণ্টালী, কলিকাতা-১৪। (সি ২২৫৩)

ইংরাজি, বাংলা, অঙ্কে অভিজ্ঞ। ৪র্থ—১১শ শ্রেণী পড়াবো। কে এল দাস, বি-এ (অনঃ), ৫/১, ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ২৪৮২)

বি এস-সি, স্কুল শিক্ষক উত্তর/দক্ষিণ/মধ্য কলিকাতায় বায়োলজি (জীব বিজ্ঞান) দায়িত্বে পড়াইবেন। সপ্তাহে ২ দিন। মাসিক ৪০৲। বক্স নং ৬৭৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫১২)

পাত্র চাই

পঃ বঃ মুখার্জি বি-এ গৌরবর্ণা সুন্দরী (২২) পাত্রীর ব্যাঙ্ক/সরকারী পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪৭৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৪৪)

তিলি পাত্র (২৮) চাই। পাত্রী বি এস-সি বি-টি স্কুল শিক্ষিকা (৩০০৲) ফর্সা। বক্স নং ৬৪৭৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৩৯)

পূর্ববঙ্গ সরকার কায়স্থ বি-এ পাঠরতা সুশ্রী উঃ শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী (১৯) স্মার্ট গৃহকর্মে ও সূচীশিল্পে সুদক্ষা পাত্রীর ১·৫৫ মিঃ (৫'-১") জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪৪৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২২৯)

গৌরবর্ণা ১·৫২ মিঃ সুশ্রী সুগঠনা সংগীতজ্ঞা কনভেন্টে পড়া হাঃ সেঃ পরীক্ষার্থিনীর (১৭) সুপ্রতিষ্ঠিত উদার ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। মিঃ গোস্বামী, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, কলিকাতা-১। (সি ২২২৮)

শিক্ষিত সুশ্রী বঙ্গজ কায়স্থ পাত্রীর চাকুরিয়া বয়স্ক (৩৮/৪০) পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪৩৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২১৮)

বি-এ পাশ ও বি এড পাঠরতা, সুশ্রী, উঃ শ্যামবর্ণা, বারেন্দ্র, শাণ্ডিল্য পাত্রীর (২৫) জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২১৬)

পঃ বঃ কাঃ (দত্ত) বি-এ পাশ (২১) (৫'-৪" উঃ) ১·৬৩ মিঃ সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্যবান সুউপায়ী সুশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪৩২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২১৫)

পাত্রী (২৬) পূঃ বঃ (ঢাকা) কায়স্থ দাস কাশ্যপ, সুদর্শনা স্বাস্থ্যবতী, ফর্সা ১·৫৭ মিঃ (৫'-২") বি এস-সি বি-এড শিক্ষিকা। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪৩১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২১৪)

পাত্রী ব্রাহ্মণ সুন্দরী (৩০) কেঃ সঃ স্থায়ী চাকুরীরতা উদার দাবিহীন সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪৩৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২১৭)

পাত্রী (১৭) চ্যাটার্জী সুন্দরী ফর্সা স্লিম বি-এ। ডাঃ/ইঞ্জিঃ গেজেঃ অঃ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪০৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৮৬)

পাত্রী (২৮) পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ মিত্র ফর্সা সুশ্রী (৫'-১") ১·৫২ মিঃ এম-এ পরীক্ষার্থিনী। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪০৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৮১)

পঃ বঃ ব্রাহ্মণ রাঢ়ী বাৎস্য নির্ঝঞ্ঝাট পরিবারের স্বাস্থ্যবতী গৌরবর্ণা সুন্দরী সুরুচিসম্পন্না গ্রাজুয়েট পাত্রীর (২৭) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৩৭৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৬৫)

খুবই সুন্দরী ফর্সা দু-বোন, পঃ বঃ কায়স্থ মৌদ্গল্য, বাবা উচ্চপদ থেকে রিটাঃ মধ্যবিত্ত (১) সুগায়িকা সেতার জানে ২০ বি-এ পাশ অনার্স পাঠরতা ৫ ফুট ১½ ইঃ (১·৫৫ মিঃ) অন্ততঃ ৬০০৲ টাকা মাঃ আয়ের গ্রাজুয়েট ২৮ অনূর্ধ্ব পাত্র চাই। (২) হাসিখুশী ১৮ স্কুল ফাইনাল মান ৫ ফুঃ ২ ইঃ (১·৫৭ মিঃ) শিক্ষিত অবস্থাপন্ন ছেলেমানুষ পাত্র চাই। এন ডি দত্ত, এ্যাঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, টিসকো ফ্ল্যাট নং ৭, পোঃ নোয়ামুণ্ডি, সিংভুম, বিহার। (৬৩৯৭)

বঃ রাঃ ঘোষ সুশ্রী উঃ শ্যামবর্ণা এস এফ পরীক্ষার্থিনী রবীন্দ্রসঙ্গীত জানা পাত্রীর (২৪) জন্য (৩০/৩১) মধ্যে উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৩৯৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৭৯)

সাবর্ণ ব্রাহ্মণ সুশ্রী মধ্যমবর্ণা সুগায়িকা বি-এ অনুত্তীর্ণা অধ্যাপক-কন্যার (২৪, ১·৫৭ মিঃ) ৩৪ উর্ধ্বে সুপাত্র চাই। বক্স নং ৬৫৯০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৯৯)

পাত্রী (৩১) ব্যানার্জী এস-এফ, রাঢ়ী/বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৬৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

উচ্চশিক্ষিত ঘরের বসু পাত্রী (২০) ১·৬০ মিঃ (৫'-৩") সুন্দরী বি এস-সি (পার্ট-টু) দিয়াছে। উচ্চ শিক্ষিত অফিসার, প্রফেসর/সি-এ উপযুক্ত পাত্র চাই। বি সি দে, পাটনা-১। (৬৬৫৯)

পূর্ববঙ্গের কুলীন বসু বি-এ সুশ্রী পাত্রীর ত্রিশোর্ধ্ব উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৬৫০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪৬০)

সম্ভ্রান্ত বংশের সদ্গোপ ফর্সা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, এস-এফ পরীক্ষার্থিনীর (২০) গ্রাজুয়েট সরকারী/বে-সরকারী/ব্যবসায়ী সুপ্রতিষ্ঠিত সুপাত্র চাই। কুমার ৭১/১/১, বিধান সরণি-৬। (২৪৫১)

বিক্রমপুরের নৈকষ্যকুলীন সুদর্শনা লাবণ্যযুক্তা ১·৫৫ মিঃ (৫'-১") বি এস-সি বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪) পাত্রীর পাল্টি ঘরের শিক্ষিত সুউপায়ী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৬৩৯ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ২৪৪৫)

পঃ বঃ রাঢ়ী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারের সুশিক্ষিতা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী। বত্রিশ বছরের মধ্যে সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্যবান পাত্র চাই। বক্স নং ৬২২৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৯৭৮)

পাত্রী (২৯) তিলি বি এস-সি সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা গৃহকর্ম নিপুণা উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৬২৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪২৯)

বৈদ্য মৌদ্গল্য বি-এ সরকারী চাকুরীয়া ফর্সা ১·৬৫ মিঃ সুরূপা, স্বাস্থ্যবতী, ২৪ বৎসর। বক্স নং ৬৬২২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪২৫)

বৈদ্য কলিকাতায় অধ্যাপিকা ২৮ ১·৬০ মিঃ সুদর্শনা মধ্যমবর্ণা সঙ্গীতজ্ঞা উচ্চ-অসবর্ণে সম্মত। বক্স নং ৬৬২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪২৪)

পাত্রী পঃ বঃ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত কায়স্থ (দে) পরিবারের ফর্সা সুশ্রী পার্ট ওয়ান (অনার্স) পরীক্ষার্থিনী (১৯) গীটারশিল্পী। বক্স নং ৬৬১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪২১)

পাত্র চাই

পাত্রী বি-এ কায়স্থ পঃ বঃ (২৬), ১·৬০ মিঃ সুন্দরী, উপার্জনশীল গ্রাজুয়েট সুপাত্র চাই। বি সি সরকার, শ্রীরাম কুটির, ১৫ নূতন সড়ক, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। (সি ২১৬৭)

রাজপুত ক্ষত্রিয় পাত্র চাই
উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (১৮) বি-এ পাঠরতা (৫'—২") ১·৫৭ মিঃ পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। রামচন্দ্র সিংহরায়, ১৭ হাজরা পাড়া লেন, বালী, হাওড়া। (সি ২১৬৮)

বঙ্গজ মৌলিক কায়স্থ ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসারের সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী লাবণ্যময়ী (২১) গ্রাজুয়েট (৫'—২½") ১·৫৮ মিঃ কন্যার জন্য উপার্জনশীল স্বাস্থ্যবান পাত্র চাই। বক্স নং ৬৩৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৭৫)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গ্রাজুয়েট বি-টি হায়ার সেকেণ্ডারী শিক্ষিকা সঙ্গীতজ্ঞা ফর্সা সুশ্রী সুগঠনা ২৬ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত উপার্জনশীল বারেন্দ্র/রাঢ়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৬৩৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৫৬)

টাঙ্গাইলের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ মৌদগল্য সুশ্রী মধ্যম শিক্ষিতা সুরুচি সম্পন্না গৃহকর্মনিপুণা মেয়ের (২৩) শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। জ্যৈষ্ঠেই বিবাহ। বক্স নং ৬৩৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৫৭)

চ্যাটার্জী শিক্ষিতা সুন্দরী গৃহকর্মা সঙ্গীতজ্ঞা (২৬) কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৩৭৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৬৪)

পঃ বঃ সুবর্ণবণিক ২১ সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা স্কুঃ ফাঃ অনুত্তীর্ণা, উপযুক্ত পঃ বঃ চাকুরীয়া পাত্র চাই। প্রবাসী চলিবে। বক্স নং ৬৩৭০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৫৮)

সদ্গোপ পাত্র চাই
শিক্ষিত পরিবারের গৃহকর্মনিপুণা সঙ্গীতজ্ঞা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বি-এ পাঠরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৬০৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৬০)

বৈদ্য পূঃ বঃ মৌদগল্য এম এস-সি পরীক্ষার্থিনী সুশ্রী, ফর্সা, ১·৫৫ মিঃ পাত্রীর (২৪) উপযুক্ত পাত্র চাই। ঠিকুজী সহ লিখুন। বক্স নং ৬৩৪৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১০৮)

চট্টগ্রাম বৈদ্য দুর্গাপুরে কর্মরতা (৩৫০৲) সুশ্রী (২৪) প্রি-ইউ পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। বক্স নং ৬৩৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৫৪)

বারুজীবী পাত্র চাই
পূর্বনিবাস বাগেরহাট খুলনা বি-এ পাঠরতা, শ্যামবর্ণা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ২০। গঙ্গাধর হোমিও হল, পোঃ কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। (সি ২১৫১)

বিক্রমপুরের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের গ্রাজুয়েট সুন্দরী ফর্সা (২২) উচ্চতা ৫' ১·৫২ মিঃ পাত্রীর উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬২৬২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২০৫)

পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ১৮ ফর্সা সুশ্রী অল্পশিক্ষিতা একমাত্র কন্যার যোগ্য অবাংসব পাত্র চাই, চাকুরে বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৬৫০২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০১০)

সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা বি-এ পাশ সম্ভ্রান্তবংশীয় পাত্রীর জন্য (২৪) শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৬৫০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০০৮)

তিলি পাত্র চাই; দুই ভগ্নী বি-টি ও প্রি-ইউ সুশ্রী সুগঠনা ফর্সা, ২৬/২৭ বঃ শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০০৫)

পাত্রী রাঢ়ী শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা বি-এ বি-টি (৩২/৩৩) অধ্যাপক/সঃ চাকুরীয়া উদারচেতা পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪৮৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৯৬)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বাৎস্য, সংস্কৃত এম-এ (২৩), সুন্দরী, (৫'-৪") ১·৬৩ মিঃ পাত্রীর উপযুক্ত যে কোন ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪৮৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৯৭)

মিত্র কায়স্থ, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী, অধ্যাপিকা পাত্রীর (২৬) জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত, শিক্ষানুরাগী পাত্র (৩২—৩৬) চাই। বক্স নং ৬৪৮৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৯৮)

সুশ্রী, গৌরবর্ণা, বি এস-সি ফাইন্যাল পরীক্ষার্থিনী পাত্রীর (২১) শিক্ষিত, উপার্জনশীল উপযুক্ত অশাণ্ডিল্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৫৮৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০১৯)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই
পাত্রী গৌতম (৩১-ডাক্তার) এম-ডি পাঠরতা পূঃ বঙ্গীয়। উপযুক্ত ডাক্তার পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭০২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪৮৯)

ভরদ্বাজ মুখোপাধ্যায় (২৭) বি এস-সি শিক্ষিকা সুশ্রী পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ৩২।৩৪ উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭৪৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৮২)

সচ্চাষী পাত্রী (২১) বি এ অনার্স শিক্ষিকা সুশ্রী, সঙ্গীতজ্ঞা, শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। অসবর্ণও চলিবে। বক্স নং ৬৭৪৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৮৩)

পঃ বঃ রাঢ়ী বন্দ্যোপাধ্যায় সুশ্রী ফর্সা গ্রাজুয়েট পাত্রীর (২৪) ৫' (১·৫২ মিঃ) জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭৪৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৮৬)

সুশ্রী চ্যাটার্জি (২৮) গ্রাজুয়েট সরকারী চাকুরীরতা পঃ বঃ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭৪৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৮৭)

পদস্থ সরকারির অফিসারের সুশ্রী বি এ পরীক্ষার্থিণী কন্যার জন্য ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার অথবা চাকুরীরত উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭০৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৭৬)

পাত্র চাই

মাহিষ্য পাত্র চাই
সুশ্রী (২৪), স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা বি এ বি টি, এম এ পাঠরতা, শিক্ষিকা ১·৫২ মিঃ (৫') পাত্রীর শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭৯২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৩১)

সুবর্ণ বণিক পাত্র চাই
পঃ বঃ গৌতম, সুশ্রী, উঃ শ্যামবর্ণা, হাঃ সেঃ অনুত্তীর্ণা ২২ পাত্রীর জন্য সুউপায়ী চাকুরীরত অথবা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৮৪)

মুখার্জী (২৫), স্কুল ফাইন্যাল অনুত্তীর্ণা, পশ্চিমবঙ্গীয়া, গায়ে (শ্বেতীর দাগ)। শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৬। (বি ও ৩৪০)

সুন্দরী বি-এ পাস পাত্রীর জন্য উপযুক্ত বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৯০, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৩৯২)

বৈদ্য পাত্র চাই—বৈদ্য (মৌদ্গল্য) সম্ভ্রান্ত পরিবারের বি-এ (২৯), পঃ বঙ্গ সরকারের চাকুরিয়া, এম-এ (২৮) রিসার্চ ফেলো পাত্রীদ্বয়ের জন্য দুইটি শিক্ষিত ৫০০/৬০০৲ উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৮৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৩৮৭)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য গোত্র, বি-এসসি অনার্স, সুন্দরী বয়স ১৯ পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ও সুউপার্জনশীল পাত্র চাই। পাত্রীর পিতা উচ্চশিক্ষিত ও প্রখ্যাত ব্যক্তি। বক্স নং ৬৮৮০, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৩৮১)

বিক্রমপুরের শাণ্ডিল্য (২৩), শ্যামবর্ণা (১·৬৫ মিঃ) সুশ্রী, পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থিনী, সংগীত শিক্ষার্থিনীর গ্র্যাজুয়েট ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৯১৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৮৭)

পঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বসু, অবস্থাপন্ন পিতার একমাত্র কন্যা, বি-এ সুশ্রী (২০), (৫'-৩") ১·৬০ মিঃ জন্য ইঞ্জিনিয়ার, সি-এ অথবা উচ্চপদস্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৯১৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৮৫)

ঘোষ বংশ ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী সুদর্শনা বি এ পাত্রীর জন্য উচ্চপদস্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৭৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৪৮৭)

অধ্যাপক, ডাক্তার, সি-এ, ইঞ্জিনিয়ার পদস্থ অফিসার ব্রাঃ পাত্র চাই। পাত্রী (২৪) ১·৫২ মিঃ পঃ বঃ রাঃ মুখার্জী এম এ পরীক্ষার্থিণী সঙ্গীতজ্ঞা মধ্যমবর্ণা, সুশ্রী, সুগঠনা, সম্ভ্রান্ত পরিবার। বি দাস, পো বঃ ১০০১৫, কলি-২৫। (বি ও ৪৪৮৫)

উচ্চসম্ভ্রান্ত বনেদী অতীব সুন্দরী গৌরবর্ণা কায়স্থ (কাশ্যপ) বি এ পাত্রী (২১)। উচ্চপদস্থ অফিসার, ইঞ্জিনীয়ার ২৭ বয়সের মধ্যে পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৪৮০)

সুন্দরী (বি এ) ২৩ পাত্রীর জন্য সুউপায়ী উদার সুবর্ণ বণিক পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৭৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৪৮৪)

পূঃ বঃ কায়স্থ রিটায়ার্ড প্রিন্সিপ্যালের একমাত্র কন্যা, সুশ্রী, মধ্যমবর্ণা, গৃহকর্মনিপুণা বি-এ অনুত্তীর্ণা পঁয়ত্রিশোর্ধ্বে পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৭০ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৪৮০)

গৌরাঙ্গী প্রকৃত সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বি-এ ফাইনাল পরীক্ষার্থিণী পূঃ বঃ একমাত্র কন্যা (২২)। ইঞ্জিনিয়ার গেজেটেড অফিসার সুদর্শন অভরম্বাজ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৫৫১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৫০)

বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী রাঢ়ী কাশ্যপ ফর্সা বি-এ পাত্রীর (২৩) জন্য পাত্র চাই। হরিপদ ভট্টাচার্য, ১ শিবাচল রোড, বিরাটী, কলি-৫১। (সি ২১৯৬)

সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর কন্যা ২৪ বঃ ১·৬০ মিঃ (৫'-১") উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বি-এ পাঠরতা সুন্দরী, সুশ্রী, গৃহকর্মনিপুণা ও নম্রস্বভাবা পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, গেজেটেড অফিসার ব্যাঙ্ক অফিসার বা ঐ পর্যায়ের চাকুরিয়া সচ্ছল বনেদী ঘরের অবাংসব রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। শীঘ্রই বিবাহে প্রস্তুত। লিখুন:— জি পি ও বক্স নং ৯২২, কলি-১। (সি ২০৫৯)

বৈদ্য পাত্র চাই
সুন্দরী গৌরবর্ণা সঙ্গীতজ্ঞা সর্বগুণ সম্পন্না এম-এ পঃ বঃ সম্ভ্রান্তবংশীয়া (৫'—৩") ১·৬০ মিঃ [illegible] পাত্রীর (২৫) জন্য ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার সি-এ, তদ্রূপ উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৫১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০১৯)

বি-এ বি-টি ১·৫৫ মিঃ (৫'-১") ব্রাহ্মণ (কাশ্যপ), উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সম্ভ্রান্ত পশ্চিমবঙ্গীয় পাত্রীর (২৬) জন্য উপার্জনশীল ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৫৯৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪০২)

বাৎস্য রাঢ়ী (বিক্রমপুর) ব্রাহ্মণ সুন্দরী কর্মরতা (৫৫০৲) এস আর এন (ইংল্যাণ্ড) এবং অপারেশন থিয়েটার ট্রেণ্ড (অক্সফোর্ড) পাত্রীর শিক্ষিত উপযুক্ত (৩০ উর্ধে) পাত্র চাই। বক্স নং ৬৫৯২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪০১)

ঢাকার ব্রাহ্মণ ফর্সা সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা ম্যাট্রিক ফেল পাত্রীর (২৭/২৮) জন্য উপার্জনশীল উপযুক্ত পাত্র (৩৫/৩৬) চাই। বক্স নং ৬৫৯১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২০০)

ঢাকা বিক্রমপুরের রাঢ়ী শাণ্ডিল্য (৫'-২") ১·৫৭ মিঃ এস এফ পরীক্ষার্থিনী গৃহকর্মনিপুণা সঙ্গীতজ্ঞা ফর্সা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল ব্রাহ্মণ পাত্র (৩৪-৩৫) চাই। বক্স নং ৬৫৮৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৯৮)

লাবণ্যময়ী দীর্ঘাঙ্গী বি এস-সি (২১) সুবর্ণবণিক পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার অফিসার (১) পাত্র বাঞ্ছনীয়। অসবর্ণে আপত্তি নাই। বক্স নং ৬৫৮৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (২১৯৫)

পাত্র চাই

পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্য পরিবারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অপুত্রক ডাক্তারের একমাত্র কন্যা (২৩) বি-এ পাঠরতা, ফর্সা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ক্লাস ওয়ান অফিসার, আই এ এস বা কৃতী অধ্যাপক পাত্র চাই। কায়স্থ বা উচ্চ অসবর্ণও চলিবে। বক্স নং ৬৭৩০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৬৪)

পশ্চিমবঙ্গীয় বৈদ্য কাশ্যপগোত্র, [illegible] ফর্সা, সুশ্রী, গ্রাজুয়েট পাত্রীর (২৩) জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৫৪৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৯৪)

সুন্দরী ফর্সা স্লিম ৫'-১" ১·৫৫ মিঃ বি-এ (অঃ) মুখোপাধ্যায় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারের পাত্রীর জন্য পঃ বঃ সুশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পাত্র (২৭—৩২) চাই। বক্স নং ৬৫৭২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৬০)

ঢাকার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ (নাগ) সুশ্রী ফর্সা ৫'-২" ১·৫৭ মিঃ বি-এ ইকনমিক্স অনার্স এম-এ পার্ট-টু পরিক্ষার্থিনী শিক্ষিকা বয়স (২৬) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৫৭০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৬৬)

শাণ্ডিল্য বি এস-সি, ফর্সা সুশ্রী ব্রাহ্মণ পাত্রীর (২৪) জন্য ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার অধ্যাপক বা সুশিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৬৫৬৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৫৪)

অভিজাত বংশীয়া পঃ বঃ কংসবণিক এস এফ অনুত্তীর্ণা সুশ্রী গৌরবর্ণা স্বাস্থ্যবতী ১·৬৩ মিঃ (৫'-৪") গান/গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর (২৬) জন্য শিক্ষিত সুউপায়ী (৫০০৲) পাত্র চাই। অসবর্ণ চলিবে। বক্স নং ৬৬০৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪১০)

সুশিক্ষিত পাত্র চাই। পাত্রী কলিকাতায় শিক্ষিকা (২৭) সুশ্রী চারুকলা ডিপ্লোমা যশোরের বৈদ্য। বক্স নং ৬৬০৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪১০)

পূঃ বঃ কুলীন কায়স্থ কাশ্যপ ফর্সা সুশ্রী (২৬) ১·৫৭ মিঃ বি-এ পার্ট-টু পরীক্ষার্থী। শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৬০৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪০৯)

পাত্রী—যশোহরের দঃ রাঢ়ী কায়স্থ মিত্র বঃ ২০ সুশ্রী, দোহারা চেহারা শিক্ষা দশম মান উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৬০২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪০৫)

পাত্রী (২৪) গ্রাজুয়েট, সুশ্রী গানজানা (৫'—১½") পঃ বঃ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পরিবার। শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত অভরম্বাজ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪৮০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৯২)

স্কুল ফাইনাল উত্তীর্ণা (২০) পাত্রীর জন্য পঃ বঃ যাদব পাত্র চাই। বক্স নং ৬৪৮২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৯৪)

সম্বংশজাত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য প্রতিভাশালী উচ্চশিক্ষিতা সংগীতজ্ঞা লাবণ্যবতী মধ্যমবর্ণা কন্যার (২৩) জন্য যোগ্যবর পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮০৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

ক্রিশ্চান পাত্র চাই
এফ আর সি এস, এঞ্জিনিয়ার, গেজেটেড অফিসার, আই এ এস বা বিলাতফেরত পাত্র চাই। পাত্রী বাঙ্গালী ক্রিশ্চান ডবল এম-এ, লেকচারার, ফর্সা, সুন্দরী, মার্জিত, নম্রস্বভাব, গৃহকর্মনিপুণা, বয়স ২৭, মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত পরিবারের কন্যা। পিতা রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট। বক্স নং ৬৫৬৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৪৮)

বৈশ্য সাহা, পাত্রী এম-এ, বি-টি, সুন্দরী (২৪); অপর ১টি এম-এ ইং, প্রকৃত সুন্দরী (২২), খ্যাতনামা পিতার সম্পত্তির ওয়ারিশ। পণ্ডিত সতীশ রায়, বিরাটী, কলি-৫১। (সি ২০৭০)

পাত্রী (২০), বসু (গৌতম), সুশ্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (১·৫ মিঃ), গৃহকর্মে সুনিপুণা, হাঃ সেঃ পরীক্ষার্থিনী; উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮১৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৫৭)

যে কোন বর্ণের (৩২/৩৪) সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, স্থায়ী চাকুরী (অধ্যাপক অগ্রগণ্য)। পাত্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুদর্শনা, স্লিম, সরকারী কলেজের অধ্যাপিকা, বেতার সংগীতশিল্পী। বক্স নং ৬৮৩৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৬৮)

বৈদ্য প্রফেসর পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র (৪৫-৪৮) চাই। উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। বক্স নং ৬৮৬২ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলি-১। (বি ও ৬৬১)

কর্মকার পাত্র চাই
অনার্স গ্র্যাজুয়েট পাত্রীর জন্য উপযুক্ত কর্মকার পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৬৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৬৬২)

সি-এ/ইঞ্জিঃ/কঃ অফিসার পাত্র চাই। পাত্রী (১৯½), সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ৫'-২" (১·৫৭ মিঃ), পূঃ বঃ কায়স্থ (দে, কাশ্যপ), বি-এস সি ফাইনালের ছাত্রী। বক্স নং ৬৭০৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৬৮)

পঃ বঃ দঃ রাঃ, কায়স্থ সুশ্রী শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী, বি-এ শিক্ষিকা; যে কোন বংশের কমপক্ষে গ্রাজুয়েট ৩৬/৪০ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭০৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৭১)

পঃ বঃ রাঢ়ী বি-এ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী (২৬) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭৩১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৬৫)

সুন্দরী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ঢাকার কুলীন বসুঠাকুর বংশীয়া বি-এ পাশ (২১) পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। বক্স নং ৬৭২১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৫৬)

পাত্র চাই—প্রবাসী সচ্ছল ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ পরিবারের বি এ মধ্যম বর্ণা সুশ্রী ২৬ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৫১৯ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১।

পাত্র চাই

মাহিষ্য উপার্জনশীল, সুপাত্র চাই। পাত্রী (২৪), সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, ফর্সা অষ্টমমান। বক্স নং ৬৫২৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০২৬)

বি এ বি টি, শিক্ষয়িত্রী (২৫) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, মাহিষ্য/অসবর্ণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৫২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৮২)

উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সুশ্রী, গ্রাজুয়েট পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, উপার্জনশীল, ২৮-উর্ধ্বে মাহিষ্য/অসবর্ণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৫১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৮১)

পঃ বঃ মিত্র (২৯) শিক্ষিকা (টালিগঞ্জ) বি টি, শ্যামবর্ণা পাতলা পাত্রীর শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৪৮ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ২৫৭৮)

পূঃ বঃ মুখার্জী ফর্সা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী, ২৮, ম্যাট্রিক। সুচাকুরে পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৪৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৭৩)

যশোহরের কায়স্থ, বসু, সচ্ছল পরিবারের নন-ম্যাট্রিক, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর স্বাবলম্বী পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৪১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৭০)

পূঃ বঃ কায়স্থ বি এ পার্ট টু পাঠরতা ১·৬৫ মিঃ সুশ্রী, (২১) পাত্রীর গ্রাজুয়েট ব্যাঙ্ক সরকারী চাকুরীয়া পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৩২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৬১)

পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র ৩২।৩৪ চাই। পাত্রী বি এ, সুশ্রী, গৌরবর্ণা, উচ্চতা ১·৫২ মিঃ (৫ফুঃ), শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবার। বক্স নং ৬৮০৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৬২)

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, একমাত্র কন্যা, বি এ পাঠরতা, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী (২৪) পাত্রীর উপার্জনশীল পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। বক্স নং ৬৮০৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৭৫)

এম এ, শিক্ষিকা, সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বয়স ২৮ বৈদ্য পাত্রীর ডাক্তার, অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৫৪)

সম্ভ্রান্ত পরিবারের মৌদগল্য নম্র সুশ্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ৩০ পাত্রীর জন্য গ্রাজুয়েট উপার্জনশীল বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৪৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৭৯)

মাহিষ্য অসামান্য সুন্দরী ফর্সা (১৭) দশম শ্রেণীতে পাঠরতা অভিজাত কলিকাতাবাসী পাত্রীর সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭৯০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫২৯)

শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। পাত্রী কায়স্থ, ২৮, ১·৫৭ মিঃ (৫'-২"), ফর্সা, সুশ্রী, লাবণ্যময়ী, সুরুচিসম্পন্না বি-এ মান, কেঃ সঃ সংস্থায় চাকরিরতা (৩৮০৲), সম্ভ্রান্ত বংশ, পূঃ বঃ, ত্রিপুরা। বক্স নং ৬৭৮২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫২৩)

পঃ বঃ সঃ পদস্থ অফিসারের একমাত্র কন্যা (২৩) প্রকৃত সুন্দরী, গৌরবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী (১·৬ মিঃ) অনার্স, গ্রাজুয়েট কলিকাতায় নিজ বাটী, উচ্চশিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুদর্শন, ৩০ অনূর্ধ্ব, পঃ বঃ অভরম্বাজ বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৬৯৩৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৬০৫)

৩৪।৩৫ বয়স্ক উচ্চশিক্ষিত উপার্জনশীল তিলি পাত্র চাই। পাত্রী উচ্চশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী ও গৃহকর্মনিপুণা। বক্স নং ৬৯৩২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৬০১)

দাবিহীন অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পাত্রী (২৬) ঢাকার, ১·৬২ মিঃ, ফর্সা, বি এ অনুত্তীর্ণা কোবিদ সেলাইয়ে ডিপ্লোমা। বক্স নং ৬৯৩৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৬০২)

উচ্চপদস্থ অফিসারের (চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট) একমাত্র কন্যা, মুখার্জী, পঃ বঃ, বি এ (অনার্স) এম এ পরীক্ষার্থিণী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। সি এ/ইঞ্জিঃ/গেজেটেড অফিসার বাঞ্ছনীয়। পাত্রী ২১, সুশ্রী, রবীন্দ্র সঙ্গীতজ্ঞা ও মধুর স্বভাবা। বক্স নং ৬৯৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৬২১)

পাত্রীদ্বয় পঃ বঃ বৈদিক বৃতকৌশিক। বি. এ (২৭)/পার্ট-টু পরীক্ষার্থিনী (২৪)। সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী। রাঢ়ীতেও আপত্তি নাই। বক্স নং ৬৫২৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০০২)

সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারের সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী ফর্সা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মরতা প্রি-ইউ পাঠরতা পাত্রীর (২৪) জন্য ব্যাঙ্ক কর্মচারী, অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৫২৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৩০)

ক্ষত্রিয় রাজবংশী পাত্রী (২২), এম-এ, শিক্ষিকা, সুন্দরী, সুগঠনা, পিতার কলিকাতায় নিজ বাটী। অসবর্ণ চলিবে। বক্স নং ৬৫২৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০২৯)

মুখার্জী ব্যানার্জী পাত্র চাই। পাত্রী ২৬ মধ্যমবর্ণা ১·৬ মিঃ এম এস-সি অধ্যাপিকা। বক্স নং ৬৫৪১ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ২০৪০)

মাহিষ্য শ্যামবর্ণা [illegible] (২৫) কর্মনিপুণায় উপযুক্ত পাত্র চাই। নিঃসন্তান বিপত্নীকও চলিবে। বক্স নং ৬৫৪২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৪৪)

ঢাকার [illegible] এম-এ পাশ, সুশ্রী, ফর্সা, পাত্রীর জন্য সি-এ ইঞ্জিনীয়ার পদস্থ সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র (৩৬) চাই। বক্স নং ৬৫৩৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৩৯)

পঃ বঃ ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রকৃত সুন্দরী অতি গৌরবর্ণা, সুরুচিসম্পন্না, শান্তস্বভাবা বি এস-সি (২৩) সচ্চাষী পাত্রীর জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী বা সুপ্রতিষ্ঠিত সচ্ছল অবস্থায় পাত্র চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। বক্স নং ৬৫৫০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৫২)

বিক্রমপুরের কায়স্থ শিক্ষিত পরিবারের সুশ্রী এম এস-সি শিক্ষিকা (২৪), গবেষণারত পাত্রীর ১·৬০ মিঃ (৫'-৩") উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৯১)

পাত্র চাই

বারুজীবী পাত্র চাই। গৌরবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিকা (বি এ) বি টি অধ্যয়নরতা পাত্রীর (২৭) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৯২)

উগ্রক্ষত্রিয় এম এ পাঠরতা ফর্সা সুন্দরী (২১) পাত্রীর ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক, সি এ, শিক্ষিত পদস্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭৫৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৯৬)

পূর্ববঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, ২৮ বৎসর, পার্ট ওয়ান পাশ, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫০৫)

পাত্রী (২৬) বি এ, স্বাস্থ্যবতী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, গৃহকর্মে, সূচীশিল্পেনিপুণা, খুলনার মিত্র। শিক্ষিত, উপযুক্ত, কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭৬৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫০০)

সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত কুলীন কায়স্থ সচ্ছল সি-এ, ডাক্তার বা ইঞ্জিঃ অনূর্ধ্ব ৩৪ পাত্র চাই। পাত্রী সম্ভ্রান্ত (গুহ) গ্রাজুয়েট, সুশ্রী, ফর্সা স্লিম, সঙ্গীতজ্ঞা। বক্স নং ৬৮১৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৫০)

পঃ বঃ সুন্দরী এইচ এস পরীক্ষা দেবে (২১) পাত্রীর অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮০৩ আনন্দবাজার, কলি-১।

পূর্ববঙ্গের সুন্দরী এম এ পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭৮১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫২২)

মূক-বধির পাত্র চাই
ষষ্ঠমান পড়া সুশ্রী মূকবধির তিলি পাত্রীর (২২) উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৬১৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪২০)

সদ্গোপ পাত্র চাই
পাত্রী (১৮), ফর্সা, সুশ্রী, বি এস-সি পার্ট-ওয়ান পাঠরতা। ভ্রাতারা সুপ্রতিষ্ঠিত। শিক্ষিত, উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৬৬১০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪১৪)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই
পূঃ বঃ রাঢ়ী শাণ্ডিল্য গ্রাজুয়েট (২৫) মার্জিতরুচি সর্বগুণসম্পন্না পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। পাত্রী অফিসারের কন্যা, সুশ্রী লাবণ্যময়ী—রং ফর্সা নয়। বক্স নং ৬৫৬৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৫৭)

"সুবর্ণ বণিক পাত্র চাই"
পঃ বঃ সম্ভ্রান্ত বংশীয় গৌরবর্ণা, সুন্দরী (১·৬০ মিঃ) স্বাস্থ্যবতী বি-এ (২২) পাত্রীর সুদর্শন শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৬২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪২৭)

সম্ভ্রান্ত পরিবারের ফর্সা, সুশ্রী, সুকেশী, স্লিম গৃহকর্মনিপুণা ম্যাট্রিক পাশ মুখোপাধ্যায় পাত্রীর (২৪) জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত অন্ততঃ গ্রাজুয়েট পাত্র চাই। বক্স নং ৬৬৮৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪৭২)

পাত্র চাই ময়মনসিংহের কায়স্থ পরিবারের সুশ্রী মধ্যম শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য ৩৪/৩৫ বৎসরের উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৬৬৯২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪৭৫)

বৈশ্য সাহা পাত্র চাই
স্কুল ফাইন্যাল অনুত্তীর্ণা, শ্যামবর্ণা, সুন্দর মুখশ্রী, মাঝারি স্বাস্থ্য পাত্রীর (১৯) ১·৫০ মিঃ (৪'-১১") জন্য সরকারী, আধা-সরকারী কার্যে চাকুরীরত পাত্র চাই। পাত্রী গান ও সেলাই জানে। পিতার কোলকাতায় বাড়ী আছে। বক্স নং ৬৭৯৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৩৩)

বৈদ্য পাত্র চাই
সম্ভ্রান্ত বৈদ্য (মৌদ্গল্য গোত্র), উচ্চপদস্থ অফিসারের একমাত্র কন্যা (২২), সুন্দরী, ফর্সা, সর্বগুণসম্পন্না বি-এ (ইং অনার্স) পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনীয়ার, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, ক্লাশ ওয়ান অফিসার, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। সগোত্রে আপত্তি নাই। বক্স নং ৬৬২৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪০৩)

সদ্গোপ পাত্র চাই
বি-এ ফর্সা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী (২৪) পাত্রীর শিক্ষিত, সুউপায়ী, পাত্র চাই। বক্স নং ৬৬৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪৭০)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই
মুখার্জী, বি এ, ফর্সা, সুশ্রী, ৪'-১০" (১·৪৭ মিঃ) পাত্রীর পাত্র (৩৫-৩৮) চাই। পাত্রের বয়স, উচ্চতার উল্লেখ প্রয়োজন। বক্স নং ৬৮১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৪৪)

উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র চাই। পাত্রী অধ্যাপিকা বসু ২৪½ সুশ্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। বক্স নং ৬৭১৬ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ২২৫১)

পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কেন্দ্রীয় অফিসারের একমাত্র কন্যা (২৪; ৫'-১") ১·৫৫ মিঃ গ্রাজুয়েট সুশ্রী সুগঠনা সাধারণ ফর্সা সেতারবাদিকা সূচিশিল্পে নিপুণা সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭১৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৫০)

সুন্দরী পাত্রী বি-এ ফর্সা স্লিম (৫'-৫") (১·৬৫ মিঃ) (২৪) সাবর্ণ ব্রাহ্মণ। সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৬৭১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪০৭১)

"সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুশ্রী সুরুচিসম্পন্না গ্রাজুয়েট পাত্রীর (উচ্চতা (৫'—৪") ১·৬৩ মিঃ জন্য ব্রাহ্মণ, অশাণ্ডিল্য সুপ্রতিষ্ঠিত (অনূর্ধ্ব ৩৬ বৎসর) পাত্র কাম্য। বক্স নং ৬৭০৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪০৬৬)

বৈশ্য সাহা উপার্জনক্ষম চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট, কষ্টিং একাউন্ট্যান্ট, ইঞ্জিনীয়ার পাত্র চাই। পাত্রী সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, বি-এ পাঠরতা, গীটার বাদ্যে পারদর্শী পিতা বিখ্যাত ব্যবসায়ী, কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী। বক্স নং ৬৭০১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪৮৬)

পাত্র চাই

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ গোত্র, সংগতি-পন্ন খ্যাতনামা অধ্যাপকের বি এস-সি অনার্স পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থিনী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী সুগায়িকা (১৯), উচ্চতা (৫'—৫") ১·৬৫ মিঃ কন্যার জন্য অবস্থাপন্ন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অথবা ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড বা কভেনেন্টেড অফিসার বা সুপ্রতিষ্ঠিত অনুরূপ পাত্র চাই। বক্স নম্বর ৬৯৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৯৯)

পাত্রী (৩১) এম-এ, বি-টি শিক্ষিকা, পূর্ববঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত কুলীন (ঘোষ) সুশ্রী, সুগঠনা ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। সুপ্রতিষ্ঠিত ও শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৬৮৩৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৬৮)

পূঃ বঃ কায়স্থ, সেন বংশ, এম এস-সি লেকচারার (এম-পি গভঃ এইচ-এস স্কুল), সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, শ্যামবর্ণা ১·৫২ মিঃ পাত্রীর (২৫) জন্য সুশিক্ষিত, উপার্জনশীল কায়স্থ পাত্র চাই। শ্রী জে এন সেন, ৩৭২, ওয়েস্ট ঘমাপুর, জব্বলপুর। (সি/এম ৬৫৩৯)

প্রবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তারের বি এস-সি ফাইনাল পরীক্ষার্থিনী কন্যার (১৯) ১·৬০ মিঃ (৫'—৩") জন্য আই এ এস, এঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, ক্লাস ওয়ান অফিসার পাত্র চাই। বক্স নং ৬৯৫৬, আনন্দবাজার, কলি-১।

সম্ভ্রান্ত শ্রীহট্ট রাঢ়ী ব্রাহ্মণ কাশ্যপ, কেন্দ্রীয় অফিসার কন্যা, এম এ অধ্যাপিকা (২৭) সুন্দরী (১·৬০ মিঃ) ফর্সা, শান্ত, কর্মনিপুণা, সেতার শিক্ষারতার জন্য উপযুক্ত সুপাত্র চাই। বক্স নং ৭১১২, আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪২৬৫)

পাত্রী মুখার্জি (২৯) ৫'-০" (১·৫২ মিঃ) প্রিঃ ইউ, সুশ্রী, উঃ শ্যামবর্ণা, নম্রস্বভাবা, গৃহকর্মনিপুণা জন্য শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭০১৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪২৬৬)

পাত্রী—পঃ বঃ সম্ভ্রান্ত গাংগুলী, ২৪, শিক্ষিকার উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭০১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৬৪৫)

অবস্থাপন্ন, সুশ্রী, দোহারা, চ্যাটার্জী ২৫ বৎসর উঃ শ্যামবর্ণা বি এ পড়ে। পূঃ/পঃ বঙ্গীয় চাই। বক্স নং ৭০০৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৬৪৩)

ঢাকার কায়স্থ বি এ পার্ট টু পরীক্ষার্থিনী (২০) সঙ্গীতজ্ঞা, সুশ্রী, স্লিম, শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭০৪২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৭০৭)

পাত্রী ১·৫৭ মিঃ (৫'-২") বি এ পাঠরতা (২৪) সুশ্রী, মাহিষ্য। শিক্ষিত, চাকুরে মাহিষ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৭০৬৪ আনন্দবাজার, কলকাতা-১।

(সি ২৭৩২)

শাণ্ডিল্য গোত্র, সুশ্রী, সকলপ্রকার গৃহকর্মে পারদর্শিনী M A (English) পরীক্ষার্থিনী ২২ পাত্রীর জন্য স্বাস্থ্যবান, উপযুক্ত চাকুরীতে নিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গের বনেদী রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পত্রালাপ—
Dr. B. N. Roy, 4 Alopibagh, Allahabad. (সি/এম ৭০৭২)

কায়স্থ পাত্র চাই

অভিজাত বঙ্গজ কায়স্থ পরিবারের প্রকৃত সুন্দরী, সুগঠনা, সুরুচি সম্পন্ন বি-এ. ফাইনাল পরীক্ষার্থিনী, ২০ বৎসর বয়স্কা (৫'-০") ১·৬০ মিঃ কন্যার জন্য, আই এ এস, আই আর-এস, সি-এ, (ইংলণ্ড), ইঞ্জিনিয়ার, এম টেক, অথবা ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার পাত্র চাই। পাত্রের দক্ষিণ কলিকাতায় বাড়ী থাকা বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৬৮১২ আনন্দবাজার, কলি-১।

(সি ২৫৪৯)

তিলী/অসবর্ণ পাত্র চাই

অভিজাত বংশীয় সুশ্রী সুগঠনা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা মধ্যম শিক্ষিতা পাত্রীর (২৮) প্রতিষ্ঠিত সৎউপায়ী শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় উপযুক্ত পাত্র চাই। ...

অকাশ্যপ উপার্জনশীল শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পাত্রী (২৩) বি এ বি টি গৌরবর্ণা, সুশ্রী, উচ্চতা ৫'-৩" (১·৬০ মিঃ)। বক্স নং ৬৭৪৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৪৮)

পূঃ বঃ বৈদ্য ধন্বন্তরি গোত্রীয়া পাত্রীর জন্য শিক্ষিত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়স ২৬ বৎসর, এম এ পাশ, উচ্চতা ১·৬০ মিঃ (৫'-৩") ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী, সর্বপ্রকার গৃহকর্মে নিপুণা, গীটার জানে। যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৭১০৮ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১।

সম্ভ্রান্ত বঙ্গজ কায়স্থ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষিকা M A B ED সুশ্রী (২৫) পাত্রীর উপযুক্ত দিল্লীবাসী পাত্র চাই। বক্স নং ৭০৯৪, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ২৭৪৮)

An educated/medico groom wanted for a fair complexioned, handsome, accomplished, tall MBBS Kayastha girl (28) of highly respectable family. Box No. 7096, Ananda Bazar, Cal.-1. (C-2752)

পাত্রী চাই

কলিকাতায় নিজ বাটী পিতা অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার, পঃ বঃ বসু (২৬), রেলওয়ে চার্জম্যান পাত্রের শিক্ষিতা, গৌরবর্ণা, সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। কলিকাতাবাসী বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ...

বিদেশী ফার্মে (মাসিক আয় ১০০০) স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন সুবর্ণবণিক (২৭) একমাত্র পুত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৬৮৯৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৩৭১)

পাত্রী চাই—পশ্চিমবঙ্গীয় দক্ষিণ রাঢ়ী, সম্ভ্রান্ত, মৌদগল্য গোত্র, 'দে' সরকার, কায়স্থ বি এস-সি কেন্দ্রীয় সরকারে চাকুরির (২৯) পাত্রের জন্য সম্ভ্রান্তবংশীয়া শিক্ষিতা, সুন্দরী, লাবণ্যময়ী, গৃহকর্মনিপুণা পাত্রী চাই। যোগাযোগ করুন। বংশীধর সরকার, গ্রেস কটেজ, ১নং সতীশ সরকার রোড, ভাগলপুর, বিহার। (সি/এম ৭০৬৮)

আসাম প্রবাসী এম বি বি এস (৩১) এবং সরকারী উদ্যোগে একাউন্টেন্ট (৩৩) এর জন্য সুন্দরী শিক্ষিতা বৈদ্য পাত্রী চাই। বক্স নং ৭০০৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৬৪৪)

চিত্রচয়নিকা ॥ ১৬

কলকাতা '৭১ ॥ শিল্পী : প্রকাশ কর্মকার

পাত্রী চাই

ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই

পঃ বঃ শাণ্ডিল্য বনেদি অবস্থাপন্ন পিতার ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির ম্যানেজিং পার্টনার সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত ১·৮৩ মিঃ (৩১) পাত্রের সম্ভ্রান্ত স্বাস্থ্যবতী, ...

ফর্সা, সুশ্রী, গ্রাজুয়েট পাত্রী (২৯-৩১) চাই। পাত্র সম্ভ্রান্ত কায়স্থ (পূঃ বঃ) গ্রাজুয়েট রিপ্রেজেন্টেটিভ (৫৫০)। দাবী নাই। বক্স নং ৬০০৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১৮৪০)

... চাকুরিয়া ৪০০ বেতন। বোন বিবাহিতা ছোট সংসার কোন ঝামেলা নাই। ছেলে ঘোষ ও মাতুল গৃহ বংশ। পরিমল ঘোষ। বর্ধমান জেলখানা, পোঃ জেলা বর্ধমান। (সি/এম ৭১৩৪)

সুন্দরী, গৌরবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী, পূঃ বঃ কায়স্থ পাত্রী চাই। পাত্র নির্ঝঞ্ঝাট (২৫) ৫'—১১" ১·৮০ মিঃ কেঃ সঃ স্থায়ী চাকুরিয়া (৩০০)। বক্স নং ৭১৩৬, আনন্দবাজার, কলি-১।

Wanted a beautiful bride for a qualified executive (Bengali Brahmin, 33 years), sailing abroad shortly. Box No. 6584, Ananda Bazar, Cal-1. C-2193

পাত্রী চাই

পঃ বঃ ঘোষ কায়স্থ নন-মৌলিক স্বাস্থ্যবান (২৯) সওদাগরী অফিসে কর্মরত (৪০০) বালিগঞ্জে নিজ বাটী। সশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ৬৭৫৬ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ২২৯৫)

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পাত্রী চাই

পাত্রী চাই

পাত্র পঃ বঃ ডাক্তার এফ আর সি এস ব্যানার্জী। সুন্দরী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া এম-এ ২৫ অনূর্ধ্বা অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। বক্স নং ৬৬৫৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪৬৪)

পাত্রী চাই

পাত্র (৩২) আই-এ অনুত্তীর্ণ। টাকা ৪০০, পূঃ বঃ রাঢ়ী সশ্রী কর্মী ধার্মিক অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। কোষ্ঠী চাই। বি ভট্টাচার্য, ২৬৫/৭, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩৬। (সি ২৪৩৬)

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ১১ বৈশাখ, ১৩৭৮

দিনের বাণী

হয়তো আমাদের মধ্যে আজিকার অধিকাংশ কর্মীকে রণক্ষেত্রেই শয়ন করিতে হইবে। স্বাধীনতার বিজয়োৎসবে যোগদান করার সৌভাগ্য হয়তো জীবনে আসিবে না। কিন্তু তথাপি আমরা সেই আশাতেই বাঁচিব এবং মৃত্যুকালেও এই বিশ্বাস লইয়া মরিব যে, দুইখানি বাহু যখন নিস্তব্ধ হইবে, সহস্র বাহু সেই অসমাপ্ত কার্যে পরদিনই প্রসারিত হইবে।

—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

দল ও দেশের স্বার্থে

ন্যাশনাল আওয়ামি লীগের নেতা মৌলানা ভাসানি প্রজাতন্ত্রী চীনের দুই প্রধান মাও সে তুং এবং চু-এন লাইয়ের কাছে ইয়াহিয়া খাঁকে ... আবেগের ধার সে ধারে না। ইয়াহিয়া খাঁকে বিচার-বিবেচনা না করিয়া পিকিং হঠাৎ সমর্থন জানায় নাই। সে কাজ সে করিয়াছে অনেক ভাবিয়া- ... বাধিয়া গেলেই সে খুশী হইবে। সে সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্বে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়তো কেহ হইবে না, কিন্তু দুই দৈত্যই দুর্বল হইয়া পড়িবে। চীনের ...

[illegible]

অভিযান নয়, অভিসার

[illegible]

যৎকিঞ্চিৎ

[illegible]

... প্রথা আছে বনদেবীর পূজারও। কাঠুরিয়া ও মধু-সংগ্রহকারীরা অরণ্যে ঢুকিবার আগে বনদেবীকে পূজা দেয়। তাহাদেরও সেই একই আশা। বনদেবী যদি প্রসন্ন থাকেন, তবে ... জরুরী সংবাদ নহে। তাঁহারা ধরিয়াই লইয়াছেন—আসলে বিনিই বসুন এই নগরীর ভাগ্য সহসা পালটাইবার নহে। নূতন মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের সুযোগ সেখানেই। সত্য, পৌরসভার পুঞ্জীভূত জঞ্জাল শুধু দুই-একজনের ... পৌরসভায় অবশ্যই পাড়িতে পারে, বস্তুত মেয়র-নির্বাচনেও সাম্প্রতিক রাজনীতির ছায়াপাত ঘটিয়াছে। সেটা স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক তখনই, ছায়া যখন কায়ালাভ করে, পৌরসভা পরিণত হয় বিশুদ্ধ রাজনৈতিক আড্ডায়।

কলকাতা-ঢাকা-কলকাতা (২)
বাংলাদেশের ডায়েরি

অরুণ চক্রবর্তী

২৭ মারচ, সকাল

সদরঘাটের দিকে ব্যাপক হত্যার খবর পেলাম। আগুনের ভয়ে যারা পালাচ্ছিল তাদের প্রত্যেককেই নাকি গুলি করা হয়েছে। মগবাজারে নাকি সৈন্যরা বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে হত্যালীলা চালাচ্ছে।

আমি আমার নিরাপত্তার কথা ভাবছি। কেননা, আমি জানি আমি কোন-প্রকারে ধরা পড়লে এই পরিবারটিকে ...

... কেন্দ্রের চারপাশে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। আমি টাঙ্গাইলের পথে ওদের সঙ্গে বেড়ে পারি শুনে লাফিয়ে উঠলাম। ঠিক করলাম, চলে যাবো।

একটা লাল কাগজ কেটে রেডক্রশ বানিয়ে আঠা দিয়ে একটা টুকরো কাপড়ে সেঁটে নিলাম। ব্যাগ আর জামাকাপড় বন্ধুর কাছে রেখেছিলাম। একটা পাঞ্জাবী, একটা চেক লুঙ্গি, গামছা আর বন্ধুর একটা জীর্ণ ছাতা নিয়ে বেবী ট্যাক্সিতে উঠলাম। পকেটে থাকল হাবিব ব্যাঙ্কের একটা ডায়েরী থেকে ছিঁড়ে নেয়া বাংলা দেশের ম্যাপ। ...

... সেনাবাহিনী বিনাযুদ্ধে তাদের অধিকার বিস্তার করতে পারবে না।

কলেজ পাড়া থেকেই একটা বাঁধান রাস্তা পশ্চিম মুখো চলে গেছে। জানলাম, এই রাস্তা প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল দূরে যমুনা তীরের চারাবাড়ী ঘাট পর্যন্ত গেছে।

আমি ম্যাপ খুলে দেখলাম, যমুনা নদীর এই অংশ ঢাকা থেকে পাখী-ওড়া দূরত্বে প্রায় ৫০ মাইল দূরে, ময়মনসিংহ থেকে তেমনি প্রায় ৬০ মাইল দূরে। টাঙ্গাইল এখন বর্ধিষ্ণু জেলা শহর। কয়েক বছর আগে টাঙ্গাইল মহকুমা একটি ...

[illegible]

রাত আটটা

[illegible]

২৮ মারচ, রাত

[illegible]

৩০ মারচ, সকাল

[illegible]

... গোলাগুলির আওয়াজ ... চলেছে।

২৯ মারচ, দুপুরের পরে

বন্ধু এসে বলল তাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক একটি বেবী ট্যাক্সি ভাড়া করে টাঙ্গাইলের দিকে যাচ্ছে। ঢাকা বেতার ... (তাদের নাম এখন কিছুতেই মনে করতে পারছি না) এমন আর একটি অবরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সেখানকার বন্দুকধারী যুবকরা আমাদের বেবী ট্যাক্সিটাকে একটা গর্ত পেরুতে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। এই যুবকদের দৃঢ় প্রত্যয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বিশ্বাস জন্মেছিল, টাঙ্গাইলে ... গঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। যাত্রীদের কেউই ঠিক বলতে পারলেন না সিরাজগঞ্জ কত দূরে। তবে আমি আগে ম্যাপে দেখেছি, প্রায় ৩৫ মাইল। হিসাব করে দেখলাম, রাতের আগে সেখানে পৌঁছানো যাবে না।

(ক্রমশ)

সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য ও মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

বিপ্লব ও দুই বাংলা

আপনার পত্রিকার মাধ্যমে একটা বিষয়ে বাঙালী মুসলমানদের নিকট নিবেদন জানাতে চাই এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করে সেইমত কর্মপন্থা ও ভাবনা তৈরী করতে অনুরোধ জানাই।

বাংলাদেশে বিপ্লব চলছে। সত্যিকারের সশস্ত্র বিপ্লব। বাংলা শিক্ষা, সংস্কৃতির বাঁচার লড়াই। গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম। ঘটনার বা গতি তাতে ...

... নৈতিক সুসম্পর্ক। তুরস্ক, ইরান, চীন লেবাননের সাথে ভাল সম্পর্ক আছে, ওতেই যথেষ্ট। এঁরা অনেকে মুজিবর থেকে ভুট্টোকেই যোগ্য ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নামকরা নেতা বলে মনে করেন। কারণ নাকি—ভুট্টো একবার রাষ্ট্রসংঘে ভারতকে 'কুকুর' বলেছিলেন, যা পৃথিবীর কোন নেতাই বুকের পাটা নিয়ে বলতে সক্ষম হননি। হায়রে বাঙালী মুসলমান! কেন ভারতের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল তোমাদের ...

... মুজিবরের এ ধরনের হঠকারিতার (?) কি প্রয়োজন ছিল? বেশ তো তিনি ভোটে জিতেছিলেন, ভুট্টো-ইয়াহিয়ার সাথে একটা ইসলামিক গাঁটছড়া বেঁধে রাজ্যপাট চালালেই পারতেন! না-ই বা হ'ল বাঙলার সাথে সৌভ্রাতৃত্ব, ভারতের সাথে বাণিজ্যিক ও অর্থ- ...

... হয়ে উদার মানবিক ভূমিতে উত্তীর্ণ হবার সংগ্রাম, শোষণ, অত্যাচার থেকে সহজ, স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সংগ্রাম। একে বুঝুন, ভাবুন, আত্মশুদ্ধি করুন।

আকবর, নজরুল, মুজিবর ও শ্রীকান্তের গহরের মত মুসলমান হ'ন। মুক্তমনা, সত্যিকারের মুসলমান।

—আবদুস শুকুর সরকার, মুর্শিদাবাদ।

॥ ২ ॥

এই মুহূর্তে স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের উপর ডাকাত ইয়াহিয়া লুঠ-দাঙ্গা করে চলেছেন। এই মুহূর্তে আমাদের বিবেককে ঘসে মেজে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিবেকটা জবর-জং হয়ে আছে। ইজরায়েলের আলাস্কা মসজিদে অগ্নিকাণ্ডের পর আমরা ইজরায়েলকে মারকিন সাহায্য বন্ধ করার দাবিতে মারকিন দূতাবাসে গিয়ে বিক্ষোভ জানিয়েছিলাম। ডাকাত ইয়াহিয়া এখন বাংলাদেশের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে। নিজের বাহুবলে নয়,—আমেরিকা, ...

[illegible]

... সর্বজনপ্রিয় কমরেড দুলাল দাস অঞ্চলের নানা শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু শোষকশ্রেণী এইরূপ শ্রেণীসংগ্রামী যুবককে বেশিদিন বরদাস্ত করিতে পারেনি। পুলিশের মাধ্যমে তাই নানারূপ সাজানো মিথ্যা সংবাদ আপনাদের ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে। যেভাবে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পত্রিকাগুলিতে পরিবেশন করা হয়েছে, তা মোটেই সত্য নয়।—প্রণব চৌধুরী, কলকাতা—৪০।

প্রাচীন ভারতে নক্ষত্রচিন্তা

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে এবং তৎপরবর্তী সময়ে মহাকাশ ও তারকামণ্ডল সম্পর্কে চর্চা শুধুমাত্র কৌতূহলের কারণে নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং কাল নির্ণয়ের প্রয়োজনেই সেকালের মানুষ ঊর্ধ্বাকাশকে অবলম্বন করেছিলেন। ...

[illegible]

... সভার শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক দীপককুমার ঘোষ।

ওয়াগনভাঙ্গা দলের উপর গুলী: ৪ জন নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

রামপুরহাট, ২৪ এপ্রিল— রামপুরহাট স্টেশনের অনতিদূরে তারা পীঠ রোডের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালগাড়ি ভেঙে একদল দুর্বৃত্ত মাল লুঠ করতে থাকলে রেলরক্ষীরা গুলি ছোঁড়ে। দুজন সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। অন্যান্যরা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। পরদিন ভোরে নিহত ২ ব্যক্তিকে ধানক্ষেতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতদেহ স্থানীয় মর্গে পাঠান হয়েছে।

গত ৯ এপ্রিল রাত্রে রামপুরহাট থেকে ২২ কিঃ মিঃ দূরে চাতরা স্টেশনের নিকট ওয়াগন ভঙ্গকারী একদল দুর্বৃত্তের উপর রেলপুলিশ গুলি ছুঁড়লে সেখানেও দুজন নিহত হয় এবং চারজন আহত হয়।

[illegible]

বোমবাই-এ বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি

বোমবাই অফিস

বোমবাই, ২৪ এপ্রিল— বোমবাই-এ বাংলাদেশ সহায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হচ্ছেন এই কমিটির সদস্য। কমিটির উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের নির্যাতীত মানুষদের সাহায্য করা।

এই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন শ্রীহরিশ মহীন্দ্র। বেগম মহবুব নসরুল্লা এই সমিতির সম্পাদক এবং শ্রীসলিল ঘোষ হলেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক। ...

[illegible]

প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ২১ মে

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭১ সালের প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ২১ মে শুরু হবে। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কনট্রোলার শ্রীদেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানান।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, অর্থনীতিতে পুরাতন কোরসের এম এ (১৯৭০) পরীক্ষার যে-সব রেগুলার ও একসটারনাল পরীক্ষার্থী অ্যাডমিট কারড পাননি তাঁদের যথাক্রমে অর্থ- ...

[illegible]

উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য উ থানটের কাছে ভারতের অনুরোধ

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৪ এপ্রিল—রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় দূত শ্রীসমর সেন গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল উ থানটের সঙ্গে দেখা করেন। পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে আগত পাঁচ লক্ষ উদ্বাস্তুর জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্যের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে শ্রী সেন সেক্রেটারি জেনারেলকে অনুরোধ জানান।

[illegible]

—এ পি, রয়টার

উদ্বাস্তুতে নদীয়া ডুবুডুবু

শিবদাস ভট্টাচার্য

বেতাই সীমান্ত, ২৪ এপ্রিল— বাঙলাদেশে পাক হানাদার ফৌজের অত্যাচারে দলে দলে সীমান্ত পেরিয়ে উদ্বাস্তু আসতে থাকায় নদীয়া ডুবুডুবু। ইতিমধ্যেই এক লক্ষাধিক উদ্বাস্তু বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে নদীয়ায় ঢুকেছে।

বেতাই শিকারপুর, করিমপুর, চাপড়া, মাজদিয়া প্রভৃতি সীমান্ত ...

[illegible]

হনুমান চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি

চিড়িয়াখানার শিশু উদ্যান থেকে মঙ্গলবার রাত্রে খাঁচা সহ একটি হনুমান চুরি হয়েছে। সঙ্গে কিছু খরগোস ও রাজহাঁসও।

বুধবার সকালে প্রথমেই খাঁচাসহ ওই হনুমানের খোঁজ পড়ে। তারপর দেখা যায়, ৮ জোড়া খরগোস এবং ৩টি রাজহাঁসও নিখোঁজ। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চুরির কোন কিনারা হয়নি।

শিক্ষামন্ত্রীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধি দল

স্টাফ রিপোর্টার

[illegible]

৬ লাখ টন চাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি চাই

—কাশীকান্ত মৈত্র

স্টাফ রিপোর্টার

আজের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদের কাছে এক টেলিপ্রিন্টার বার্তায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টন চাল প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

ওই বার্তায় খাদ্যমন্ত্রী বাংলা দেশ ...

[illegible]

জলোচ্ছ্বাসে একই পরিবারের চারটি শিশুর মৃত্যু

[illegible]

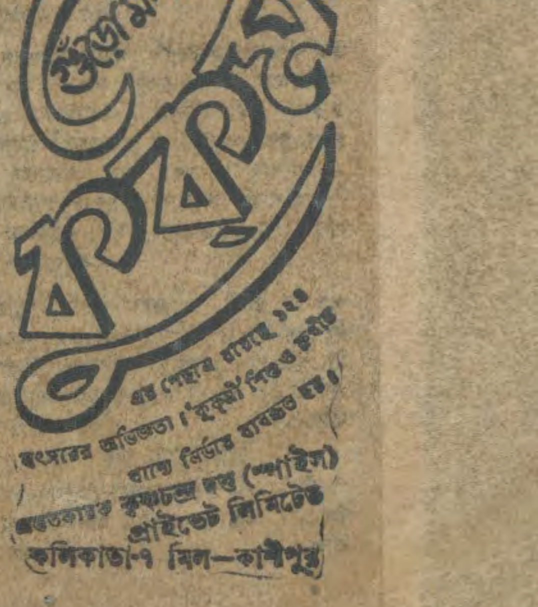

উত্তরাঞ্চলে বাংলাদেশ সরকার পূর্ণ প্রশাসন ভার হাতে নিলেন

জলপাইগুড়ি, ২৪ এপ্রিল—'বাংলা দেশ সরকার' উত্তরাঞ্চলের মুক্তাঞ্চলে পূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আওয়ামি লীগের প্রবীণ নেতা শ্রীআবদুল রউফ জানান : রংপুর জেলায় একটি জায়গা আঞ্চলিক প্রধান কার্যালয়ও খোলা হয়েছে।

শ্রীরউফ আরও জানান : বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে বাঙ্গালী অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁদের প্রধান কার্যালয়ে ডেকে পাঠানো এবং নির্দিষ্ট দায়িত্বভার দেওয়া হচ্ছে। প্রাদেশিক ও জাতীয় সভার সদস্যদের বলা হয়েছে : সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজ করতে।

তাছাড়া সরকার নিজস্ব সংবাদপত্র, প্রচার সংস্থা এবং বাংলা দেশের উত্তরে কোন এক জায়গায় বেতার কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে তিনি জানান।

ওদিকে বাংলা দেশ সরকারের ট্রেজারীতে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা জমা হয়েছে। ওই টাকা মুক্তি ফৌজ ঠাকুরগাঁও থেকে উদ্ধার করে।

ঢাকা হাইকোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট শ্রীসুধীরেন্দু চৌধুরীর বক্তব্যবলে গৌহাটি থেকে পাঠানো এক খবরে বলা হয়েছে : পাক সেনাদের দখলকৃত অঞ্চলগুলিতে প্রবল বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে।

ওই খবরে আরও বলা হয়, পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ বাংলা দেশের সরকারী কর্মচারীদের মারচ মাস থেকে এখন পর্যন্ত কোন বেতন দেয়নি।

শ্রীচৌধুরী গত ৮ এপ্রিল বাংলা দেশ ত্যাগ করেন। শ্রীচৌধুরী জানান : তিনি কয়েকজন অফিসার-সমেত পাক সেনাদের নিজের চক্ষে ন্যাশনাল ব্যাংকের শ্রীহট্ট শাখা লুঠ করতে দেখেছেন। তিনি বলেন, পাক সেনারা প্রথমে পাহারাদারদের গুলি করে হত্যা করে ব্যাংকের ভিতরে ঢোকে এবং ৬টি ব্যাগে করে তাড়া তাড়া টাকার নোট নিয়ে পালিয়ে যায়।

শ্রীচৌধুরী বলেন, "আমি আমার বাড়ি থেকে দেখেছি। ব্যাংক থেকে আমার বাড়ি একশ গজের মত দূরেই। দেখলাম, অফিসার ও অন্যান্য সৈন্যদের জিপ ও গাড়ি ব্যাংকের সামনে দাঁড়ালো। তারপরই হঠাৎ মেসিনগান ও মরটার থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হল। আটজন পাহারাদার মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। পরে সৈন্যরা পিঠে ৬টি ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে চেপে চম্পট দিল।"

ওইভাবে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত শহরেই ব্যাংক লুঠ হয়েছে। সেনা বাহিনীর দখলকৃত জায়গাগুলিতে জেলা শাসকের অফিসের পিয়ন থেকে শুরু করে কেউই মারচ মাস থেকে বেতন পাননি বলেও শ্রীচৌধুরী জানান।

—পি টি আই

দাঙ্গা বাধাতে চর তৎপর

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহলের খবর ইয়াহিয়া সরকার পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার ষড়যন্ত্র আটছেন।

আওয়ামী লিগের এক দায়িত্বশীল নেতা আমাদের বলেন, দাঙ্গা বাধাবার জন্য পাকিস্তানী চরেরা সীমান্তের দুই পারেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অতএব সীমান্তের দুই পারের মানুষেরই এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রতি ভারতীয় জনগণের মনে যে সহানুভূতি, সমবেদনা ও সাহায্য দানের ইচ্ছা জেগে উঠেছে, এটা বিনষ্ট করতে পারলে ভারত থেকে বেসরকারি স্তরে যে সাহায্য যাচ্ছে তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এইভাবে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া যাবে বলে পাক সরকার মনে করছেন।

দ্বিতীয়ত ভারতে দাঙ্গা বাধাতে পারলে, বহির্বিশ্বে ইয়াহিয়া সরকারের বিরুদ্ধে গণহত্যার দায়ে যে জনমত ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে, তার দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে সুবিধা হবে।

ওয়াকিবহাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইয়াহিয়ার সৈন্যদের নৃশংস অত্যাচারের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে যে-সব শরণার্থী ভারত সীমান্তে চলে আসছেন, ইয়াহিয়া সরকার নিযুক্ত ভাড়াটে চরেরা পথিমধ্যে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তাদের উপর লুঠতরাজ চালাচ্ছে এবং সেইসব চরেরাই আবার ভারতে ঢুকে "হিন্দু নির্যাতনের" কাহিনী প্রচার করে হাওয়া গরম করে তোলবার চেষ্টা করছে। মুক্তি ফৌজের হাতে এইসব চর কিছু কিছু ধরা পড়ায় এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে। কয়েক জায়গায় মুক্তি ফৌজ এইসব চরের প্রাণদণ্ড দিয়েছে। তবে এবার জনমত এত সচেতন যে পাক সরকারের এই "দুরাভিসন্ধি খেলা" এখনও পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

পাক ফৌজের হাতে আহত হাসপাতালে

পাক হানাদারদের গুলিতে আহত বাংলাদেশের চার ব্যক্তিকে শনিবার রাত দশটায় কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভরতি করা হয়। এঁদের নাম সর্বশ্রী মহেন্দ্রনাথ বর্মণ (২৫), আবদুল হোসেন (২০), আবদুল হামিদ (২০) ও আবদুল মান্নান (২০)।

আহত হওয়ার পর প্রথমে ওঁদের বনগাঁ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর নীলরতনে পাঠান হয়।

তির্যক

আর এক মহাকাশচারী

মাসুদ সোমবারের আগে কলকাতা ছাড়ছেন না

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

তিনি লুকিয়ে কাঠমানডু পাড়ি দিচ্ছেন। ইউ এন আই এক খবরে এই তথ্য সমর্থন করেন। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে খবরটি ঠিক নয়, নেহাৎ গুজব।

জনাব মাসুদ মুখ্য সচিবের হাতে লিখিতভাবে একটি চিঠি দেন। এতে অভিযোগ করা হয়, পাক ডেপুটি হাই-কমিশনের ৯ সারকাস অ্যাভিনিউয়ের বাড়ির দখল তাঁদের দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য সরকার যেন সেই ব্যবস্থা করে দেন। তাছাড়া জনাব মাসুদের কলকাতায় চলাফেরা করার অসুবিধা হচ্ছে। রাজ্য সরকার যেন তাঁর নির্বিঘ্ন চলাফেরারও ব্যবস্থা করেন।

ওই পত্রের উত্তরে মুখ্য সচিব শ্রীসেনগুপ্ত লিখিতভাবে জানান, সারকাস অ্যাভিনিউয়ের বাড়ির দখল আইনগত সম্পর্ক। একথা তিনি আগেই জানিয়েছেন। কলকাতায় জনাব মাসুদের ঘোরাফেরার অসুবিধা যাতে না হয়, সেদিকে রাজ্য সরকার যথাযথ দৃষ্টি রাখবেন।

জনাব মাসুদ যখন তাঁর সেক্রেটারি এবং পাহারাসহ মহাকরণ ত্যাগ করেন, তখন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি "আমি কিছু জানি না" বলে সব প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। "আপনি আজকেই চলে যাচ্ছেন কী?" একজন সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "প্রোগ্রাম ইজ আনসারটেন"।

উৎকল ভবনে মাসুদের বাস সম্পর্কে ওড়িশার বক্তব্য

ভুবনেশ্বর অফিস

২৪ এপ্রিল—কলকাতায় উৎকল ভবনে পাকিস্তান ডেপুটি হাই-কমিশনার শ্রীমেহেদী মাসুদকে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে ওড়িশা সরকার আজ তাঁদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করেন।

একটি সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে একটি রাজ্য সরকার আর একটি রাজ্য সরকারকে যে স্বাভাবিক সৌজন্য দেখান' তদনুসারে শ্রীমাসুদকে জায়গা দেওয়া হয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, রাজ্য সরকার লক্ষ্য করেছেন যে, ২২ এপ্রিল রাত্রে উৎকল ভবনে শ্রীমাসুদকে যে পরিস্থিতিতে স্থান দেওয়া হয় তা নিয়ে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বলেই রাজ্য সরকার এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন।

মুজিবর রহমান ঢাকাতে নেই

—মহম্মদ হোসেন

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতার বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনের প্রধান হোসেন আলি শনিবার বলেন, শেখ মুজিবর রহমান ঢাকায় আছেন একথা তিনি মনে করেন না।

শ্রীহোসেন সাংবাদিকদের বলেন : "শেখ মুজিবর রহমান কোথায় আছেন তা আমি বলতে পারি না। তবে আমি মনে করি তিনি ঢাকাতে নেই। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি আর বলতে চাই না।"

গতকাল আগরতলা থেকে প্রচারিত একটি খবরে বলা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবর রহমান ঢাকায় পাকফৌজের হাতে বন্দী হয়ে আছেন।

পাক ফৌজের বাঙালী অফিসাররা ইসলামাবাদে বন্দী

কুমার পণ্ডিত

ইসলামবাদ পাকিস্তান ইনটারন্যাশনল এয়ারলাইনস্-এর বারটি বোয়িং বিমানের মধ্যে ৬টিকে সেনা বহনের বিমানের রূপান্তরিত করেছে। সম্প্রতি করাচি থেকে ঢাকার আগত একজন অফিসারের কাছ থেকে ওই তথ্য জানা যায়। দুসপ্তাহ ধরে চেষ্টার পর তিনি কোনরকমে ঢাকায় পাক কবল থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি জানান, এক একটি বিমানে ৬শত করে সৈন্য বহন করা হচ্ছে। ওইসব বিমানের সমস্ত 'সিট' সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, পাকিস্তানী সেনাদের যখন বাংলা দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন করাচিতে বিমান ও সেনা বাহিনীতে যেসব বাঙালী অফিসার ছিলেন, তাঁদের ইসলামাবাদে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

আরও জানা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তান ত্যাগ করার জন্য তিন সপ্তাহ ধরে শত শত বাঙালী করাচি বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছেন। করাচির বাসিন্দা দু'লক্ষ বাঙালীর সকলেই শহর ছাড়তে উদগ্রীব।

ওই অফিসারের কাছ থেকে জানা যায়, বাংলা দেশে কী ঘটছে, পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেদের তা জানতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের বলা হচ্ছে, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধেই পাক সেনারা সংগ্রাম করছে এবং যারা মারা গিয়েছে, তারা সব অনুপ্রবেশকারী। তবে বোমা তৈরি করার সময় ঢাকা ইকবাল হলে কিছু লোক নিহত হয়।

তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিমান বন্দরে তিনি দেখেন বিমানে করাচি নিয়ে যাবার জন্য চারটি কফিন রাখা আছে। তিনি জানান, প্রতিদিন করাচি বিমান বন্দরে অন্তত ৮-১০টি অ্যামবুলেনসকে ঢাকা থেকে আনা মৃতদেহ বহন করতে দেখা যায়। অফিসারদের মৃতদেহই খালি করাচি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অন্যদের বাংলাদেশেই কবর দেওয়া হচ্ছে।

ভারত ধ্বংস কর — ঢাকায় পোসটার

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল—ঢাকা থেকে আগত একজন উদ্বাস্তু এখানে বলেন, বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামকে দমন করতে না পেরে ঢাকার সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ এখন ভারতকে চূর্ণ করার কথা বলতে আরম্ভ করেছেন।

অর্ধবিধ্বস্ত ঢাকার দেওয়ালগুলিতে পোসটারে জনগণকে 'ভারত ধ্বংস কর' আহ্বান জানানো হয়েছে। জনসাধারণকে বন্দুক উঁচিয়ে এই পোসটার লাগাতে এবং বাড়িতে পাকিস্তানী পতাকা ওড়াতে বাধ্য করা হয়েছে।

রাস্তাঘাটে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা নাগরিকদের ধরে পাকিস্তান জিন্দাবাদ, মুজিবর রহমান মুরদবাদ এই ধ্বনি দিতে এবং কলমা পড়তে বাধ্য করছে। যারা নারাজ তাদের ওখানেই গুলি করে শেষ করা হচ্ছে অথবা জীপে বেঁধে রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কলমা পড়তে অনিচ্ছার জন্য হিন্দুরা মৃত্যু এড়াতে পারছে না। —ইউ এন আই

কাজ সন্তোষজনক নয় বলে পাক সৈনাধ্যক্ষদের সরান হচ্ছে

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল—বাংলাদেশে পাক সেনাধ্যক্ষদের কাজ সন্তোষজনক না হওয়ায় পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ একে একে তাঁদের সদর দফতরে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া নির্ভরযোগ্যসূত্রে এই সংবাদ জানা গিয়েছে।

এই সূত্রে বলা হয়েছে, এঁদের মধ্যে তিনজন ইতিমধ্যেই করাচিতে চলে গেছেন। আরও কয়েকজন যাওয়ার মুখে।

পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ মনে করেন, ঢাকায় উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীরা ভালো কাজ করছেন না। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেননি।

একজন বাঙালী টেলিভিসন অফিসার করাচি থেকে ঢাকা হয়ে এখানে এসেছেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানী সংবাদপত্র ও রেডিওর প্রচার সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা বাংলাদেশের আসল ব্যাপারটি এবার জানতে পেরেছেন।

যখনই কোন অসামরিক ও সামরিক বিমান মৃত কি আহত সৈনিকদের নিয়ে বিমানবন্দরে নামে সাধারণ লোক ভিড় করে দাঁড়ায় এবং তাঁদের বুঝতে কিছুই বাকি থাকে না। —ইউ এন আই

এই শেষ নয় বাংলাদেশের যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলবে

মারকিন সরকারী বেতার

নিউ ইয়রক, ২৪ এপ্রিল—মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার আপাতত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, পাকিস্তানী সৈন্য-বাহিনী বাংলাদেশের আন্দোলনকে এখনকার মত দমিয়ে দিলেও এইটাই এ ব্যাপারের শেষ নয়। শেষ ফলাফলের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে।

২২-২৩ এপ্রিল ভয়েস অব আমেরিকা 'পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে' এই মন্তব্য করেন।

ভয়েস অব আমেরিকা মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বেতার প্রতিষ্ঠান এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তথ্য বিভাগেরও একটি শাখা।

এই বেতার সংস্থা আরও মন্তব্য করেছেন প্রথমত পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীই বাঙালীদের উপর প্রথম বর্বর আক্রমণ চালায়। দ্বিতীয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় তারপরে। যদিও এই স্বাধীনতা ঘোষণাকেই আক্রমণের কারণ বলা হয়েছে। তৃতীয়ত পূর্ব পাকিস্তানের সিভিল সারভিস, পুলিশ বিভাগ ও আমলাতন্ত্র ঢাকা ও অন্যান্য শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছে। তাঁদের আর ফিরে আসবার সম্ভাবনা নেই। চতুর্থত পাকিস্তানের অর্থনীতি অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। —পি টি আই

মিজো বিদ্রোহীদের গুরুদক্ষিণা

আগরতলা, ২৪ এপ্রিল—চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে যেসব মিজো বিদ্রোহী তালিম নিচ্ছিলেন, তাঁদের এখন গুরুদক্ষিণা দিতে হচ্ছে। প্রায় এক হাজার মিজো বিদ্রোহীকে পাক সেনারা মুক্তি সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য নিয়োগ করেছে।

পাক সেনা বাহিনীর মেজর নিসার এই মিজো দলের নেতা হয়েছেন। মাসালং এখানকার এই মিজো বিদ্রোহীদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করা হয়েছে। —পি টি আই

কলকাতায় দিল্লির সহায়ক সমিতির কার্যালয়

স্টাফ রিপোরটার

দিল্লির বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরার জন্য কলকাতায় ২ হেয়ার স্ট্রীট, কলঃ-১ 'নিককো হাউস'-এ একটি যোগাযোগ রক্ষাকারী কার্যালয় খোলা হল। শনিবার কলকাতার এক সাংবাদিক বৈঠকে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির পক্ষে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন একথা জানান। এই কার্যালয়ের যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসাররূপে কাজ করবেন শ্রী এস সি রায়। শ্রীরায় ছাড়াও কলকাতার যোগাযোগ রক্ষা কমিটিতে রেডক্রশের পশ্চিমবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান শ্রী জে সি সে ও ইনডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধি ডাঃ এস রায়চৌধুরী।

কলকাতা ও ঢাকায় ডেপুটি হাইকমিশন অফিস বন্ধ হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

তাঁদের পরিবারবর্গকে করাচি থেকে ঢাকায় আনবেন।

খ। কলকাতায় পাকিস্তান কর্মী এবং পরিবারবর্গকে আন্তর্জাতিক পরিবহণে করাচি যেতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সুযোগ দেবেন।

গ। ইসলামাবাদের ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মীরা ভারতীয়রা করাচি থেকে দিল্লি যেতে পারবেন।

পাকিস্তান অবশ্য ভারতকে এই অনুরোধও করেছে যে, পাক হাইকমিশনকে যেন কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনের বাড়ি, সরকারী সম্পত্তি, তহবিল ও নথিপত্রের অধিকার দেওয়া হয়।

ভারতীয় বৈদেশিক অফিসের অফিসাররা কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাসও ফেলেছেন। কারণ, এতে কূটনৈতিক যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। এখন ভারতীয় কর্মী এবং তাঁদের পরিবারবর্গ যাতে ভারতে আসতে পারেন তা দেখার দায়িত্ব যতটা এখন পাকিস্তানের উপর। অবশ্য ভারতকেও অনুরূপ দায়িত্ব নিতে হবে।

বাধা রইল শুধু অস্থাবর সম্পত্তি যেমন, মোটরগাড়ি, রেফরিজারেটর প্রভৃতি জিনিস সম্পর্কে যা নাকি এখনই বিমানে পাঠানো যাবে না। তবে তা উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। স্থানত্যাগে পরিবহণের ব্যাপারে দুই দেশের সুবিধা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে পাকিস্তান জানিয়েছে। ভারত বলেছে, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুযায়ী তা স্থির হবে।

পাকিস্তানের বক্তব্য যথেষ্ট পরস্পরবিরোধী। কর্মী এবং পরিবারবর্গের স্থানত্যাগের সঙ্গে গাড়ি ইত্যাদির কথা না থাকায় আশংকা হচ্ছে এ নিয়ে কিঞ্চিৎ গোলমাল দেখা দেবে।

পাকিস্তান বলেছে, বাংলা দেশে সবই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক অবস্থায় ঢাকার ভারতীয় কর্মীরা ভারতীয় পথেই আসতে পারেন। অথচ মনে হচ্ছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য এই পথে আসা সম্ভব নয় বলে পাকিস্তান এই প্রস্তাব দিয়েছে। অপরদিকে ভারত পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আগেই সবকিছু জানিয়েছে।

নতুন এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতিদানের পথ আরও পরিষ্কার হল। যদিও তার মানে এই নয়, অদূর ভবিষ্যতে ভারত তাই করতে যাচ্ছে। তবে এটা ঠিক, এর ফলে ভারতের কাছে পাকিস্তান বলতে রইল শুধু খণ্ডিত পাকিস্তান যার নাম পশ্চিম পাকিস্তান।

পুলিশ কমিশনার বদলের হুকুম জারি

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

আজ দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে বহুক্ষণ আলোচনা করেন।

স্টাফ রিপোরটারের আরও খবর শ্রীগুপ্তকে কোন পদে নিযুক্ত করা হবে এদিন সরকারীভাবে তা জানা যায়নি। তবে, তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন পদে নিযুক্ত করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ডি আই জি প্রেসিডেনসি রেনজ শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী ট্রাম কোমপানির অ্যাডমিনিসট্রেটর হিসাবে যোগ দিলে, কে ওই রেনজের ডি আই জি হবেন সে সম্পর্কে এদিন অপরাহ্ণ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর (বি এস এফ) স্থায়ী আই জি হিসাবে কে আসছেন তাও কেন্দ্র এখনও জানাননি।

উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

এদিন মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাহার মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে এক বৈঠকে পুলিশ ও অন্যান্য দফতরের অফিসারদের অদলবদল নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। অবিলম্বে এইসব বদলির সরকারী আদেশ জারি হচ্ছে বলে জানা যায়।

শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন চ্যালেনজ

এলাহাবাদ, ২৪ এপ্রিল—রায়বেরিলি লোকসভা আসনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন চ্যালেনজ করে আজ এলাহাবাদ হাইকোরটের এস এস পি নেতা শ্রীরাজনারায়ণ একটি আবেদন পেশ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনী এজেনট ও কর্মীরা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। শ্রীরাজনারায়ণ ওই কেন্দ্রে নির্বাচনে পরাজিত হন।

আজ বিকালে বৃষ্টি হতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার বিকালে কলকাতায় এক পশলা ঝড়বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৪৫ কিঃ মিঃ। রবিবার বিকাল কিংবা সন্ধ্যায় বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হতে পারে। দিনের তাপমাত্রা কিছু বাড়বে।

শনিবার বিকাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩২·৬ ডিঃ সিঃ ও ২৩·৮ ডিঃ সিঃ।

বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের প্রশ্ন কেন্দ্রের বিবেচনাধীন

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল—কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমৈনুল হক চৌধুরী আজ এখানে বলেন যে, বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি ভারত সরকার গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছেন।

বাংলাদেশ সম্পর্কে জাতীয় সম্মেলনে শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের ও দুর্গত বাংলাদেশবাসীর স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার সংগ্রামে সম্ভাব্য সকলপ্রকার সাহায্যের দাবি জানানো হয়।

সম্মেলনে শ্রী এম সি চাগলা ও অধ্যাপক শ্রীহীরেন মুখারজি সহ সমস্ত বক্তাই পশ্চিম পাক সরকারের গণহত্যায় রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষ্ক্রিয়তার তীব্র নিন্দা করেন।

শ্রীচাগলা, শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন ও অধ্যাপক মুখারজি বলেন যে, বাংলা দেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে ভারতের অগ্রণী হওয়া উচিত।

অধ্যাপক মুখারজি আবেগকম্পিত কণ্ঠে বক্তৃতা করেন। বিশ্বের শক্তিগুলি বাংলাদেশের নরমেধযজ্ঞের সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করার তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি এ ব্যাপারে রাশিয়াকেও ছেড়ে দেননি।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

সি পি আই-র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবি

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল—ভারতের কমিউনিসট পারটি অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বীকৃতি দাবী করেন। নতুন প্রজাতন্ত্রের জনসাধারণকে দাসত্ব ও বিনাশ থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁদের অস্ত্রশস্ত্রসহ সর্বপ্রকার সাহায্য দেবার জন্য সরকার ও জনসাধারণকে অনুরোধ করেন।

দলের জাতীয় পরিষদের আজ এখানে বৈঠক হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য বিশ্বের সমস্ত সরকারের নিকট তাঁরা আবেদন জানান।

কূটনীতিকদের চট্টগ্রাম শহরে যেতে দেওয়া হয়নি

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল—যুগোশ্লাভিয়া ও পোল্যানডের বাণিজ্য দূত এবং সোভিয়েট ট্রেড কমিশনারকে গত ৪ এপ্রিল ঢাকা থেকে বিমানে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। চট্টগ্রাম শান্ত ও সামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে—এ কথা বোঝানোর জন্যই এই সফর। তাই প্রচারও হয়েছিল ফলাও করে।

কিন্তু ওঁদের চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে পনের মিনিট বসিয়ে রেখে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হয়। শহরে ওঁরা যেতে পারেননি।

ইনদোনেশিয়ার বাণিজ্য দূত চট্টগ্রাম বন্দরে তাঁর দেশের জাহাজ এসেছে কি না দেখতে গিয়ে চট্টগ্রাম শহরে যেতে চান। তাঁকেও যেতে দেওয়া হয়নি।

বন্দরে তাঁর সামনে হাত ও চোখ বাঁধা একজনকে দেখিয়ে পাক নৌবহরের এক ক্যাপটেন বলে, "ভারতীয় অন্তর্ঘাতী।" এখন নাকি রোজ ৫ থেকে ১০ জন ধরা পড়ছে। ইনদোনেশিয়ার দূত বিশ্বাস করেননি।

তিনি বলেন, অস্বাভাবিক উঁচু দিয়ে তাঁর বিমান ঢাকায় ফেরে। কারণ, সারা পথে বাংলাদেশের পতাকা যাতে চোখে না পড়ে সেজন্যই ওই ব্যবস্থা।

ফরিদপুর দখলের পাক চেষ্টা ব্যর্থ

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

নদীর সেতুটি মুক্তিফৌজ আগেই ভেঙে দেয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে এখন অবস্থাটা যা তাতে বলা চলে যে, কুমারখালি, রাজবাড়ি, ফরিদপুর শহরগুলি সমেত বিস্তীর্ণ এলাকা এখন মুক্তিফৌজের হাতে। একমাত্র গোয়ালন্দেই এখন পাকফৌজ রয়েছে। মুক্তিফৌজ চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে রেখেছে।

প্রকাশ, ফরিদপুরের পুলিশ সুপার আবদুল মোমেনের নেতৃত্বে মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

পরিকল্পনা ব্যর্থ

ওদিকে কাঁসারিপাড়া, শ্রীকণ্ঠপুর থেকে শুরু করে ফতেপুর—পাখিউড়া পর্যন্ত বাংলা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের দীর্ঘ ১৬৮ মাইল সীমান্তে পাকিস্তানী হানাদার ফৌজের এক বর্বর পরিকল্পনা মুক্তিফৌজ ব্যর্থ করে দিয়েছে বলে, এখানে খবর এসেছে।

প্রকাশ, হানাদার ফৌজ উত্তর-দক্ষিণ দিক থেকে দ্বিমুখী অভিযান চালিয়ে ভারত সীমান্ত পথ রুদ্ধ করে এই বিস্তীর্ণ এলাকার অধিবাসী, মুক্তিফৌজ ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের নির্বিচারে হত্যার পরিকল্পনা নিয়েছিল। মুসলিম লীগ এবং জামাতে ইসলামী দলের লোকেরা এই ষড়যন্ত্রের সহায়ক। ইতিমধ্যেই হানাদার ফৌজ গত ১৬ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা দখল করার পর থেকে এ পর্যন্ত এখানকার প্রায় তিন হাজার নরনারীকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। চুয়াডাঙ্গার কলেজ, ওয়াপদা পাম্প হাউস সব কিছুই হানাদাররা ধ্বংস করেছে। আলমডাঙ্গা থেকে রাতের অন্ধকারে পায়ে হেঁটে আজ ভোরে এপারে যেসব লোক চলে এসেছেন তাঁদের কাছেও হানাদার ফৌজের বর্বরতার কাহিনী শুনে আঁৎকে উঠেছি।

পাক হানাদার ফৌজের ওই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য মুক্তিসেনারা মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে পাকফৌজের বিভিন্ন ঘাটিতে হানা দিচ্ছে। গতকাল মুক্তিফৌজের ওই ধরনের হানায় মুখে পালাতে না পেয়ে মেহেরপুর থেকে পাকফৌজ হঠে যায়। রণনীতির দিক থেকে মেহেরপুর পাকফৌজের দখলে বলে প্রচার চালালেও একথা ঠিক যে এখন মেহেরপুর 'নো ম্যানস ল্যানড'-এ পরিণত হয়েছে। কুষ্টিয়া শহর জনমানবশূন্য। মেহেরপুর থেকে কিছু দূরে আমঝুপিতে পাকফৌজের শক্তঘাঁটি থাকায় মুক্তিফৌজের পক্ষে এক্ষুনি মেহেরপুর শহরের মধ্যে ঢোকা অসুবিধা হয়ে পড়েছে। তবে আজ মুক্তিফৌজ মেহেরপুরে ঢোকার চেষ্টা করবে। পাকফৌজ আমঝুপিতে চীনা ঢংয়ের বাংকার তৈরি করে চলেছে।

প্রাগপুর ও ভেড়ামারা মুক্তিফৌজের হাতে

আজ সন্ধ্যায় এখানে খবর পাওয়া যায় যে, গতকাল রাত্রে পাক হানাদার ফৌজ ঈশ্বরদি থেকে সারা পুল পেরিয়ে এসে ভেড়ামারা আক্রমণ করে। এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটিতে হানাদারদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের প্রচণ্ড লড়াই হয়। ফলে অন্তত ৪০ জন পাক-সেনা প্রাণ হারায়। অবস্থা শোচনীয় দেখে পাকফৌজ পিছু হটে বাকসিতে আশ্রয় নেয়। তারা সারাপুলের দক্ষিণ দিকে কোন 'পিকেট' রেখে যেতে সাহস পায়নি। প্রাগপুর সীমান্ত ঘাঁটি এবং ভেড়ামারা এখন মুক্তিফৌজের সম্পূর্ণ দখলে বলে দাবি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার দিল্লিতে তথ্যকেন্দ্র খুলতে চান

পাক রাজনীতির ভাষ্যকার

'বাংলাদেশ' সরকার শীগগিরই একটি বড় সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে নয়াদিল্লিতে তাঁদের 'তথ্য-কেন্দ্রের' উদ্বোধন করতে পারেন।

দিল্লির পাকিস্তানী দূতাবাসের দুজন বিদ্রোহী কূটনীতিবিদ জনাব কে এম শাহাবুদ্দিন ও জনাব আমজাদুল হক শনিবার মুজিবনগরে 'বাংলাদেশ' সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনার পর এই সম্ভাবনার কথা জানান।

ওঁদের আশা যে, 'বাংলাদেশ' সরকারের নয়াদিল্লি অফিস খোলবার আগেই সেখানে পাক হাইকমিশনের 'বাঙ্গালী' অফিসার ও অন্যান্য 'বাঙ্গালী' কর্মচারীরা ইসলামাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন।

কিন্তু বাঙ্গালীবিদ্বেষী পাকিস্তানী হাইকমিশনার সাজ্জাদ হায়দার এঁদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন যে এঁরা যেন খুনের আসামী। তাঁর মিশনের প্রায় একুশজন সাধারণ 'বাঙ্গালী' কর্মচারীর সমস্ত সরকারী দায়িত্ব ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বাইরে বেরোনো তো দূরের কথা, পাক-মিশনের প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি আসাও এঁদের নিষিদ্ধ। চাণক্যপুরীতে দূতাবাস প্রাঙ্গণের চার-প্রাচীরের মধ্যে এঁরা বন্দী।

দুর্গ রহস্য

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

গিয়েছে। কেল্লার পশ্চিম দিকে রয়েছে ২৭ নম্বর বালুচ রেজিমেনটের আর একটি বাহিনী। দক্ষিণ দিকে বিমান ঘাটিতে যাওয়ার কাছে আছে সাজোয়া বাহিনী। মাঝে পাঠান রেজিমেনটের দুটি বাহিনী ও প্রথম বেঙ্গল রেজিমেনটের একটি দল। এখন এঁদের অনেকে মুক্তি ফৌজে যোগ দিয়েছেন। কয়েকজন আছেন বন্দী। উত্তর-পশ্চিম কোণে হচ্ছে ক্লাব হাউস। রানওয়ের ডান দিকে অফিসারদের বাসস্থান। দুর্গ অভ্যন্তরে আছে নিজস্ব পাওয়ার হাউস, জলাধার, পেটরোল পাম্প প্রভৃতি।

পৃথিবীর কক্ষপথে দুই মহাকাশযানের মিলন ও বিচ্ছেদ

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে মহাকাশে গিয়ে মানুষের দু-দশদিন কাটাবার জন্য রাশিয়া কি সেখানে একটি হোটেল তৈরি করছে? অথবা একটি যন্ত্রাগার? অথবা, মহাকাশে মানুষের প্রথম ঘাটি? অথবা, এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এমন একটা কিছু যা আজ পর্যন্ত কল্পনার বস্তু হয়েই ছিল?

শনিবারও মসকোয় জোর গুজব, 'সোয়ুজ-১০' মহাকাশযান একটি বিস্ময়কর কিছু দেখবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং সেজন্য সোয়ুজ—১১' যথাসময়ে পৃথিবীর কক্ষপথে অবতীর্ণ হবে।

রয়টার, এ পি, ইউ পি আই জানিয়েছেন, শনিবার বিকালে মহাকাশযান 'সোয়ুজ—১০' মানব-আরোহীহীন মহাকাশযান 'স্যালুট'-এর সংগে মিলিত হয়েছে। দুইটি যানকে পরস্পরের সংগে বেঁধে রাখা সম্ভবপর কিনা এবং উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাটি নির্ভরযোগ্য কিনা, তাও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। অতঃপর সাময়িকভাবে সে বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে।

এই মিলনের আগে 'সোয়ুজ—১০' ১২ ঘণ্টারও বেশী অবিরাম 'স্যালুট'-এর পিছু ধাওয়া করেছে—কখনও সমান্তরাল কক্ষপথে, কখনও বা সামান্য পেছনে থেকে 'সোয়ুজ—১০' অবশেষে স্যালুট'কে ধরতে পেরেছে।

উভয় মহাকাশ-যানেই এমন ধরনের যন্ত্রপাতি রয়েছে, যার সহায়তায় তারা একে অন্যকে মহাকাশে খুঁজে নিতে পারে, একে অন্যের কাছাকাছি চলে যেতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে একে অন্যের সাথে গাঁথা পড়তেও পারে।

সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানিয়েছেন, পৃথিবীর কক্ষপথে দুটি মহাকাশযান পাশাপাশি ভেসে চলার কালে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী পরীক্ষা চালানো হয়েছে, দুটি মহাকাশযানের মধ্যে বাঁধন সৃষ্টি এবং প্রয়োজনবোধে সে বাঁধন মুক্ত করার ব্যবস্থাটি নিখুঁত আছে কিনা, তাও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

মানব-আরোহীহীন মহাকাশ-যান 'স্যালুট' সম্পর্কে সরাসরি কিছুই বলা হয়নি, তবে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলের ধারণা, এটি সোভিয়েটের এক নতুন গোত্রের মহাকাশযান, মহাকাশ-মহাসমুদ্রে এত বড় মহাকাশযান ইতিপূর্বে কেউ পাঠাতে পারেনি।

পরোক্ষভাবে আভাসে শুধু এটুকু বলা হয়েছে, 'সয়োজ—১০' ও 'স্যালুট' পরস্পরের সংগে জোড়া লেগে গেলে সেখানে আবির্ভূত হবে 'সোয়ুজ—১১'—এতেও তিনজন মহাকাশচারী থাকবেন।

পরোক্ষভাবে আরও বলা হয়েছে, 'সোয়ুজ-১০'-কে 'স্যালুটের' সঙ্গে গেঁথে নিয়ে মহাকাশচারীরা 'স্যালুটে' চড়ে বসতে পারেন।

মহাকাশে একই সঙ্গে হোটেল ও যন্ত্রাগার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, এমন একটি মহাকাশযান গড়ে তোলার যে স্বপ্ন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এতদিন দেখে এসেছেন, মনে হয়, তা বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে।

'স্যালুট'-এর এক প্রান্তের সঙ্গে বাঁধা পড়বে 'সোয়ুজ-১০', অপর প্রান্তের সঙ্গে বাঁধা পড়বে 'সোয়ুজ-১১'—এই তিনে মিলে গড়ে উঠবে মহাকাশে মানুষের প্রথম ঘাটি, সেই ঘাটিতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার, মানুষের বসোপযোগী হোটেল। আবার এই মঞ্চ থেকেই মানুষ চন্দ্রলোকের দিকে বা সৌর-মণ্ডলের আরও দূরবর্তী লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হতে পারবে।

ভাবীকালের অতি সাধারণ ঘটনা

সোভিয়েট মহাকাশচারী জরজি বেরেগোভয় 'ট্রুড' পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট বলেছেন, আগামী দশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর কক্ষপথে সাময়িক আবাসে গিয়ে কিছুদিন কাটানো একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক থেকেও এগুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মহাকাশচারী পপোভিচ বলেছেন, এমন যন্ত্রাগার স্থাপনের স্বপ্ন আমরা দেখছি, যেখানে ভারহীনতা ও শূন্যতার পূর্ণ সুযোগ নেওয়া যাবে।

মহাকাশচারী শাতালোভ বলেছেন, পৃথিবীর কক্ষপথে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাগার; যন্ত্রই সেখানে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে তাকাবে এবং সে সকল বিবরণ পৃথিবীকে জানিয়ে দেবে।

স্বল্পক্ষণের মিলন

মসকো, ২৪ এপ্রিল—৪১ ঘণ্টার উপর ধাওয়া করে মানুষ সমেত সোভিয়েট মহাকাশযান সয়ুজ-১০ স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ স্টেশন স্যালুটের সঙ্গে গেঁথে যায়। মহাকাশে এই মিলন খানিকক্ষণ স্থায়ী হয়। তারপরেই বিচ্ছেদ। আবার নানান পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। —এ পি

রুশ নেতাদের কাছে ভাসানির তারবার্তা

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

বলেন যে অমানুষিক ও নির্মম অত্যাচার পাকিস্তানী ফৌজরা করে চলেছে তার সমান দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

পাকিস্তানী আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশের জন্য মৌলনা ভাসানি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হীথ, ফরাসী প্রেসিডেনট শ্রীপমপিদু, যুগোশ্লাভ প্রেসিডেনট শ্রীটিটো এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেনট আনোয়ার সাদাতের কাছেও আবেদন জানিয়েছেন।

ধর্মতেজার জামিনের আবেদন বাতিল

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল—অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় ম্যাজিসট্রেট শ্রী এস এল কক্কর আজ জয়ন্তী শিপিং কোম্পানীর ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ধর্মতেজার জামিনের আবেদন বাতিল করেন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বিজয়ীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন!

হরলিকস গানের আসর প্রতিযোগিতা

১১ই এপ্রিলের অনুষ্ঠান

এদিনের আসরের গানগুলি পুরস্কার-বিজয়ীক্রম অনুসারে দেওয়া হল :

১। আহা কৃষ্ণ কালো...
২। এই শহর থেকে...
৩। ওরে বাবা দেখ চেয়ে...
৪। কেমন হলো ডাগর চোখে...
৫। সমুখে ডাকে পথ...

এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ৫৫১টি উত্তরপত্র পুরস্কার-বিজয়ী হয়েছে। পুরস্কারের ২০০০, টাকা বিজয়ীরা সকলে সমান ভাগে পাবেন। বিজয়ীদের প্রত্যেককে ডাকযোগে জানানো হচ্ছে এবং মনি-অর্ডার করে তাঁদের টাকা পাঠানো হচ্ছে।

আজ দুপুর ১২-৪৫এ কলকাতা 'বিবিধ ভারতীতে' হরলিক্স গানের আসর শুনুন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর ভালো-লাগা গান বাজিয়ে শোনাবেন, নিজের জীবনের মজার মজার ঘটনা বলবেন, আর তার সঙ্গে থাকবে গানের বিচিত্র প্রশ্নের ধাঁধা। আপনার উত্তরপত্র আগামী বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছনো চাই। পাঠাবার ঠিকানা :

হরলিক্স গানের আসর, পোঃ বক্স ১০২১১, কলি-১৯

বিঃ দ্রঃ প্রত্যেকটি উত্তরপত্রে আপনার পুরো ঠিকানা পরিষ্কার ক'রে লিখবেন যাতে পড়তে অসুবিধা না হয়। এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কোনরূপ পত্রালাপ গ্রাহ্য হবে না।

মনে রাখবেন, ২০০০, টাকা পুরস্কার—প্রতি সপ্তাহে।

হরলিক্স হ'লো আসল জিনিস

HL 6406BN

হরলিক্স একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

6

অন্যান্য চিত্রগৃহে

রূপায়ন সেলেক্স ৭০-২৪ ১॥ ৪॥ ৭॥
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

শ্যামলী ৩৭ ১৯৫৮ ১, ৪, ৭টায়
গৃহপ্রবেশ

যোগমায়া হাওড়া ৬৭ ২১২৭ ১॥, ৪॥, ৮॥
জননী (২য় সপ্তাহ)

জয়া ৭ ০১৩৩ যাত্রীবাদ ১ ৪ ৭
লাখো মে এক

জেম অদ্য শেষ শো বেলা ১১টায় ধর্মেন্দ্র — সুপ্রিয়ার
আপ কী পরছাইয়াঁ

রূপম ফোন : ৩৪-৪৩৯০ ১, ৪ ৭টা
দুটি মন

বিনোদিনী গড়িয়াহাট ১, ৪ ৭টা
মঞ্জরী অপেরা

পূর্বাশা ৪৬-২০০১ ১ ৪॥ ৭॥টা
প্রতিবাদ

নবীনা তাপনিঃ ৪৬-৮০৯১ প্রত্যহ—১২ ৩ ৬
আঁসু অউর মুস্কান (২য় সপ্তাহ)

রাধাশ্রী (বাতানুকূল) দমদম ৫৭-৩৩০৩ ১॥ ৪॥ ৭॥টা
আঁসু অউর মুস্কান

অতীন্দ্র ব্যারাকপুর ৩৪০ প্রত্যহ ১॥ ৪॥ ৭॥
আঁসু অউর মুস্কান (২য় সপ্তাহ)

অশোক ১২॥ ৩ ৬
জননী (২য় সপ্তাহ)

অলকা আজ সকাল ১০টায়
POINT BLANK (A)

নারায়ণী তাপনিঃ ৫৬ ৩০০৮ ১॥, ৪॥, ৭॥
পূরব অউর পশ্চিম

পার্বতী ৬৭-২৮১৯ হাওড়া ১, ৩॥ ৬টা
The Big Blackout (A)

সুরশ্রী ৩৫-৩৪০৭ ১২ ৩ ৬
চাওয়া পাওয়া (উত্তম-সুচিত্রা)

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৩ ১২ ৩ ৬
সোনা বৌদি (৫ম ও শেষ সপ্তাহ)

প্রতিটি প্রদর্শনীই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে
অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন
চেতনা
৪থা মাস ৪৮
প্রত্যহ ৩, ৬, ৯ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
আজ সকাল ১০॥ ইয়ুল ব্রিনার ও রবার্ট মিচাম অভিনীত 'ভিলা রাইডস' (এ)

উপভোগ্য ৫ম সপ্তাহ
সোনে মিলো সজনা
ম্যাজেস্টিক প্রত্যহ : ২-৩০, ৫-৪৫ ও ৯টা
উজ্জ্বলা ৩ ৬
(কেবল বেলা ১১-৪৫টায় শো)
অজন্তা • আরতি • বাটা
মীরা • ঝংকার • রূপক
(বহরমপুর) (শিলিগুড়ি) (পাটনা)

স্টার থিয়েটার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা ৫-১১৩৯
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
দৃশ্য ও আলো : অনিল বসু
সুর : কালীপদ সেন
আজ : বেলা ২॥ ও সন্ধ্যা ৬টায়
বৃহস্পতিবার ২৯শে এপ্রিল : সন্ধ্যা ৬টায়
॥ রূপায়ণে ॥
অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, বাসন্তী চট্টো, সুখেন দাস, পঞ্চানন ভট্ট, দীপিকা দাস, কল্পনা মুখো, কালিদাস গাঙ্গুলী, মেনকা দাস, শৈলেন মুখো, করুণ বন্দ্যো, সুশীল চক্র, প্রিয়া চট্টো, সুশীল দে, কুমারী রিঙ্কু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্ট

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
আজ (রবি) : ২॥টে ও ৬টায়
বৃহ (২৯ এপ্রিল) : ৬টায়
= শেষ ৩টি অভিনয় =
বাবা বদল
— ভূমিকালিপি পূর্ববৎ —
— o —
o শুভমুক্তি o
শনি (১ মে) : ২॥টা ও ৬টায়
: নতুন নাটক :
আশাপূর্ণা দেবীর
উত্তরণ
নাট্যরূপ বীরু চুট্টোপাধ্যায়
শ্রেঃ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ॥ সর্বেন্দু ॥ মৃণাল হরিধন ॥ অজিত ॥ অমরনাথ ॥ কেষ্ট সন্তোষ ॥ ইন্দিরা ॥ রত্না ॥ আরতি জহর রায় ও সরযূ দেবী
॥ বুকিং চলিতেছে ॥

বিশ্বরূপা ফোন- ৫৫-৩২৬২
আজ ২॥ ও ৬টায়, বৃহ ৬টা
নতুন রসের, নতুন রূপের নতুন ভাবের নাটক!
আসামী হাজির
নাটক ও নির্দেশনা / রাসবিহারী সরকার
কাহিনী/কালকূট . সমরেশ বসু
— শ্রেষ্ঠাংশে —
জয়শ্রী সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দ গাঙ্গুলী, নির্মল ঘোষ, প্রসূন মুখার্জী, সুধাংশু মাইতি, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, সঙ্গীতা কর, গীতা নাগ, উমা পালচৌধুরী, ব্রতী দত্ত এবং কণিকা মজুমদার ও দিলীপ রায়

৭০ দশকের বলিষ্ঠ নাটক
প্রবাহ
আজ ৩ ও ৬॥টায়
বৃহঃ ৬॥ : শনি ৩ ও ৬॥
মিনার্ভা থিয়েটারে ৫৫-৪৪৮৯

মুক্ত-অঙ্গনে অনুভব-এর অভিনয়
শনিবারের বিকেল
২৮ এপ্রিল বুধবার সন্ধে সাতটা
নির্দেশনা : দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত/হলে টিকিট

মুক্ত অঙ্গন **শোভানক**
৪৬-৫২৭৮
আজ সন্ধ্যা ৬/৩০টায়
স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের নাটক
মলাটের রঙ মুহূর্ত
নাটক ও সঙ্গীত—পার্থপ্রতিম চৌধুরী
নির্দেশনা—রুদ্র কুণ্ডু

থিয়েটার সেন্টার — ৪৭-৬১৭৫
আজ ৬॥ প্রতি রবি ৩ ও ৬॥
ধনঞ্জয় বৈরাগীর
পরাজিত নায়ক
(প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য)
মঞ্চ : রঘুনাথ গোস্বামী আলো : বিমল দাস
শ্রেঃ তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়

৭ম সপ্তাহ
কটী পতঙ্গ
আশা পারেখ • রাজেশ খান্না
ব্রাইট (২-৩০, ৫-৪৫, ৯টা)
শঙ্কর (হাবড়া) — অশোক (বাতানুকূল) (পাটনা-৬ষ্ঠ সঃ)
বসন্ত (জামশেদপুর-৫ম সঃ) — ওয়েলফেয়ার (রাঁচি-৫ম সঃ)
শুভ্রছায়া (চিরকুণ্ডা) — মেঘদূত (গোহাটি-৫ম সঃ)
এবং অন্যত্র

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
(নবরূপে সুসজ্জিত ৩৫-৫৫৯৪)
আজ ২॥ ও ৬টা - বৃহ ও শনি ৬টা
সমরেশ বসুর
সওদাগর
নাট্যরূপ : সমরেশ চক্রবর্তী
আলো ও মঞ্চ : অমর ঘোষ
বিশেষ আলো : শিবনাথ ব্যানার্জি
• নায়িকার ভূমিকায়—তৃপ্তি মিত্র •
শ্রেঃ—জ্ঞানেশ মুখার্জি, রবীন মজুমদার, অপর্ণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, অজয় গাঙ্গুলী, শম্ভু বন্দ্যো, ব্রজেন চট্টো, গণেশ শর্মা, পান্না চট্টো, সতীকান্ত, চিত্ত চট্টো, কমল গুপ্ত, অলকা গাঙ্গুলী, সঞ্চিতা মুখার্জি, তাপসী চক্র, আরতি দাস এবং তরুণকুমার, সুলতা চৌধুরী ও বিশিষ্ট চরিত্রে রবি ঘোষ।
• কণ্ঠসঙ্গীতে মঞ্চে প্রথম •
হেমন্ত মুখার্জি, সতীনাথ মুখার্জি ও শ্যামল মিত্র
গান : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর : নচিকেতা ঘোষ
তত্ত্বাবধায়ক : তৃপ্তি চ্যাটার্জী

আর. ডি. বনশল প্রযোজিত সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' সম্পর্কে :
"ঢাকায় 'মহানগর' এক টাকার টিকিট ত্রিশ টাকায়।"
আনন্দবাজার ৩১-৩-৬৫
প্রত্যহ ৩, ৬, ৮৸
নিউ এম্পায়ার চলছে

নান্দীকারের অন্তরঙ্গ সুহৃদ অগ্রজপ্রতিম রবীন চক্রবর্তী (রমুদা)র আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা শোকস্তব্ধ

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতিবার ৬টায় শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ সকাল দশটা/রঙ্গনায়
থিয়েটার ওয়ার্কশপের সাম্প্রতিক প্রযোজনা
রাজরক্ত
পরশু সন্ধ্যে সাতটায় মুক্ত অঙ্গনে

২৩খানি প্রাণমাতানো গান
সাধক রামপ্রসাদ
নাম-ভূমিকায় : গুরুদাস বন্দ্যোঃ
শ্যামাসঙ্গীত : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
রূপবাণী-অরুণা-ভারতী
প্রত্যহ : ১২, ৩-১৫ ও ৬-১৫

শুক্রবার ৩০শে
মহাভারতের অমর আখ্যানের একটি উদ্দীপক অধ্যায়
বীর অভিমন্যু
লোটাস - গ্রেস
ইন্টালি এবং অন্যান্য অনেক চিত্রগৃহে

সুচিত্রা-সম্রাট-টিঙ্কু
ছোটদের সামলাতে বড়রাও ছুটছে জয় জয়ন্তী
না দেখালে ঘরে অশান্তি
উত্তরা - উজ্জ্বলা - পূরবী
১২, ৩টা, ৬৸ : ৩টা, ৬॥, ৮॥
রূপমহল (৪) - সুভাষ ইনস্টি (৩) - অনুরাধা (২) - জ্যোতি (২) - অরোরা - দীপক
জয়ন্তী - প্রফুল্ল - নিউ লাইট - পূর্বাচল

আজ ও আগামী রবিবার সন্ধ্যা ৬টায়
এ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসে
বহুরূপী প্রযোজনা ॥ বাদল সরকারের
পাগলা ঘোড়া
মঞ্চ : খালেদ চৌধুরী ॥ আলো : তাপস সেন
আবহ : অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র
॥ হলে টিকিট আজ সকাল ১০টা থেকে ॥

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম (তাপনিয়ঃ)
আজ : নূতন প্রদর্শনী
ইংরাজীতে : বেলা ১০টা ও বিকাল ৫-১৫টা
হিন্দীতে : বেলা ১১টা, ১-৩০টা, বিকাল ৪টা ও রাত্রি ৮টা
বাংলায় : বেলা ১২-৩০টা, ২-৪৫টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা

দেখ! ঘোমটা খোলার আগে গয়না বাগিয়ে ভিকিরি করে ছেড়েছ ফের যদি কিছু হাতাতে চাও...
জননী
রাধা পূর্ণ - প্রাচী
(২॥ ৫॥ ৮) (৩, ৬, ৮৸) (২, ৫, ৮)
পদ্মশ্রী ॥ অশোকা ॥ যোগমায়া ॥ মায়া
অলকা ॥ নেত্র ॥ জয়শ্রী ॥ উদয়ন

জনসমাদৃত ৫ম সপ্তাহ!
প্রতিটি ঘরের মমতাময়ী বৌদিদেরই একজন
সোনা বৌদি
যার পরিচয় পাবেন
বসুশ্রী-বীণা-মিত্রা
৩-৬-৮৸-২॥-৫-৭॥-২-৫-৭৸
সুচিত্রা (৫ম) - শ্যামাশ্রী (৫ম) - শ্রীমা (৫ম)
শ্রীরামপুর টকীজ (৫ম) - নৈহাটী সিনেমা (৫ম) - পরী (২য়) - ছায়াগীতি (উলুবেড়িয়া, ২য়) - রূপছায়া (বেড়াচাঁপা, ২য়)
চিত্রা (আসানসোল, ২য়) - ডায়মণ্ড টকীজ (ডায়মণ্ডহারবার) - উদয়ন (কণ্টাই)
চিত্রা (আসানসোল)-এ অতিরিক্ত আকর্ষণ : "জয় বাংলা"
শুক্রবার থেকে — গৌরী (উত্তরপাড়া) মেঘদূত গোহাটী)

ক্রাউন প্রত্যহ : ২॥, ৫৸, ৯টা
২২শ জনপ্রিয় সপ্তাহ!
"হো দিল মায় বাসায়ী থী— তুম উসকো ভোলা দেনা—"
এই নতুন গানের সঙ্গে আবার দেখুন—
রামানন্দ সাগরের
গীত
সংগীত: কল্যাণজী আনন্দজী
তৎসহ অন্যান্য চিত্রগৃহে

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনন্দিত!
কল্পনায় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈজ্ঞানিক আবেদনে সর্বজনীন
মনোজকুমারের
পূরব আউর পশ্চিম
সংগীত: কল্যাণজী আনন্দজী
প্যারাডাইস : জেম
(২, ৫॥, ৮৸) (২, ৫॥, ৮৸)
মেনকা : প্রভাত
(২, ৫॥, ৮॥) (২॥, ৫॥, ৮৸)
গণেশ : খান্না : রূপালী
(২, ৫॥, ৮॥) (১॥, ৪৸, ৮) (২॥, ৫॥, ৮৸)
নবভারত — ন্যাশনাল — অজন্তা — অশোক
খাতুনমহল — লিলুয়া — লক্ষ্মী — স্বপ্না
শ্রীকৃষ্ণ — শ্রীলক্ষ্মী — মৃণালিনী
নারায়ণী — চলচ্চিত্রম — রামকৃষ্ণ
অন্নপূর্ণা — জামশেদপুর টকীজ — করিম টকীজ (জামশেদপুরে) — রূপকথা (আসানসোল) — বিহার টকীজ (ঝরিয়া)
রে টকীজ (ধানবাদ)
আজ বেলা ১০-৩০টায় প্যারাডাইস, জেম, প্রভাতে এবং বেলা ১০টায় লিলুয়াতে অতিরিক্ত প্রাতঃকালীন প্রদর্শনী।

রবিরশ্মির
চিত্তজন মোহিছে
রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি বিচিত্র অসাধারণ প্রযোজনা • সাগর সেনের পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় রবিরশ্মির শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করবেন •
নৃত্য পরিকল্পনা—অঞ্জলিকা দাস
•
রবীন্দ্র সদন • ৩রা মে • সন্ধ্যা ৭টায় •
টিকিট ১০, ৭, ৫ ও ৩,
সদন • স্টাইলো • রূপবাণী
(সি ২৫৯৭)

অভিনেত্রী চাই
উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে দু'টি পৃথক ছবিতে অভিনয় করার জন্য ২০-২৫ বৎসর বয়স্কা শিক্ষিতা, সুন্দরী, তরুণী শিল্পী চাই। সাক্ষাতের সময় : বেলা ৩টা থেকে ৫টা। এন এ ফিল্মস, ৩, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা-১৩।
(সি ২৬৪৬)

আসছে ৩০ এপ্রিল!
ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে
কে.এল.কাপুর ফিল্মস্ প্রযোজিত
এখনই
তপন সিংহের ছবি
ভূমিকায়
অপর্ণা • মৌসুমী • জুঁই
স্বরূপ • মৃণাল • ভাস্কর
নির্মল • শম্ভু • দিলীপ
চিন্ময় • শুভেন্দু
নির্মলকুমার
রূপবাণী ভারতী অরুণ
পদ্মশ্রী - সুচিত্রা - শ্যামাশ্রী - নেত্র
অলকা - মায়া - জয়শ্রী - কল্যাণী
উদয়ন - কৈরী - চিত্রালয়
বিশ্ব-পরিবেশনা—
কে. এল. কাপুর ডিস্ট্রিবিউটর্স
৭৭/২/১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিঃ ১৩

গৌরবোজ্জ্বল ৪র্থ সপ্তাহ!
দেব আনন্দ অভিনীত
গ্যাম্বলার
ইস্টম্যানকালার
পরিচালনা: অমরজীত সঙ্গীত: এস.ডি.বর্মন
অপেরা তাপনিয়ঃ ৩, ৬, ৯
বিচিত্রা (বর্ধমান) — ভবানী (কোচবিহার) — গীতাঞ্জলি (রাণাঘাট)
সুরশ্রী (বাউড়িয়া) — করোনেশন (রাণীগঞ্জ) — মোহন (হরিপাল)
বনফুল (কৃষ্ণনগর) — ফ্রেণ্ডস (ইম্ফল) — জোনাকি (তেজপুরে)
স্টার (গ্যাংটক) — মহাবীর (ডিগবয়দি)

নতুন বছরের চিরনতুন সুচিত্রা উত্তমের
নবরাগ
পিনাকী সিংহ প্রযোজিত
বিজয় বসু পরিচালিত
প্রত্যহ : ৩, ৬, ৮-৪৫
মিনার - বিজলী - ছবিঘর
নিউ সিনেমা (২) শ্রীরূপা (২) রূপশ্রী (২)
রেণুকা (২) বীরভূম (২) মায়া (২)
কাননশ্রী (২) কমল (২) চিত্রবাণী (২)
রবীন্দ্র (২) চণ্ডীদাস (২) বিচিত্রা (২)
শিবানী (২) রূপবাণী (২) পূর্ণ

এখন প্রদর্শিত হচ্ছে! (বয়স্কদের জন্যে)
গ্রেস CROSS FIRE IN CARACAS
(প্রত্যহ বেলা ১২টা, ৩টা ও ৬টায়) (A) Color
ইলোরা "Killers Are Challenged" (Color) (A)
(বেহালা, প্রত্যহ ১, ৪ ও ৭টায়)

জনসাধারণের আগ্রহে
১৭শ এবং শেষ সপ্তাহ
রাজ কাপুরের
মেরা নাম জোকার
টেকনিকলার
লোটাস তাপনিয়ঃ ১ ও ৫-৩০টা

দি লাইট হাউস
প্রত্যহ ৩, ৬টা ও রাত ৮-৪৫ মিঃ
অদ্য সকাল ১০-৩০টায় (হ্রাস মূল্যে)
দক্ষিণ আমেরিকার একটি শহরকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত করবার জন্যে আন্তর্জাতিক দস্যু ও গোয়েন্দাদের মধ্যে সংঘাত।
"THE BIG BLACKOUT" (U)
• পিটার হোল্ডেন • মারিলি টোলো •

বসুশ্রী শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আজ সকাল ১০-৩০
উইলিয়াম সেক্সপীয়ারের চির অবিস্মরণীয়
"JULIUS CAESAR"
শ্রেষ্ঠাংশে
Marlon Brando, James Mason, Greer Garson, Debora Kerr.

৩য় সপ্তাহে!
"কাহিনী ও গঠনে হিন্দি চলচ্চিত্রের আশ্চর্য ব্যতিক্রম"!
"আনন্দ-বেদনার অমৃত রসে সর্বচিত্তজয়ী সঞ্জীবনী ছবি"!
"নামভূমিকায় রাজেশ খান্নার অতি উচ্চকোটির অভিনয়"!
হৃষিকেশ মুখার্জীর
আনন্দ
ইস্টম্যানকালার
ওরয়েন্ট ॥ প্রিয়া
(৩, ৫৸ ৮॥) (সকাল ১১॥টায়)
পূর্ণশ্রী ॥ কালিকা
(২॥, ৫॥, ৮) (২॥, ৫॥, ৮॥)

সুরেখা+অভিমন্যু মিলন ॥ শ্রীকৃষ্ণের রথচালনা ॥ মাতুল শকুনির ছলচাতুরী—সবাইকে
বীর ঘটোৎকচ
জনতা : গণেশ
(তাপনিয়ঃ) ৩, ৬, ৯ (সকাল ১১॥টা)
জহর — দীপ্তি — বিধুশ্রী
৩, ৬, ৯ ২॥, ৫॥, ৮॥ ২ ৫, ৮
মায়াপুরী — শিবানী — নীলা — লীলা
(২॥, ৪॥, ৭॥) (১, ৪, ৭) (দমদম)
মুক্তি — ক্যালকাটা টকীজ
• তাপস পিকচার্স রিলিজ •

প্রতিটি মুহূর্তেই আপনাকে সর্বাধিক আনন্দের সন্ধান দেবে
জেমিনীর
লাখোঁ মে এক
ইস্টম্যানকালার
মেহমুদ • রাধা • প্রাণ
নাজির হুসেন • অরুণা ইরানী
পরিচালনা এস.এস.বালন প্রযোজনা প.মুখরাম শর্মা
গীত আনন্দ বক্সী সংগীত আর.ডি.বর্মণ
হিন্দ : প্রিয়া : শ্রী
২, ৫॥, ৮॥ ২॥, ৫॥, ৮॥ ২৸, ৬, ৯
নাজ : লিবার্টি : ছায়া
২॥, ৫৸, ৯ ২, ৫, ৮ ২, ৫, ৮
ভবানী : পার্কশো চিত্রপুরী (১২, ৩, ৬, ৯)
২, ৫, ৮ ৩, ৬, ৯ পিকচার
জয়া - পুষ্পশ্রী - নিউ তরুণ - কল্পনা
পিকাডিলি - দীপক - সন্ধ্যা - রজনী
রূপালী - শ্রীদুর্গা
ও তৎসহ আজ সকাল ১০॥ হিন্দে

চলুন যাই ফারপো-এর
মহারাজা-তে
বেলা ১১টা থেকে খোলা

মহারাজা প্রন	: ৩·৫০	স্পেশাল মশলা দোসা	: ১·৫০
মহারাজা স্পেশাল নিরামিষ থালি	: ৫·০০	তন্দুরি...চিকেন (হাফ)	: ৪·৭৫
মহারাজা গ্রিল	: ৫·০০	মাদ্রাজি থালি	: ৪·৫০
মহারাজা স্পেশাল চিকেন কারি	: ৪·০০	মহারাজা স্পেশাল কুলফি ফালুদা	: ২·৫০

॥ খুব সস্তায় আরও নানারকম মুখরোচক খাবার ॥
রিজারভেশনের জন্যে ফোন করুন : ২৩-৬০৩২/৩৩

দিল্লী, বৃন্দাবন ও উত্তর ভারত সফরে
নাট্যভারতী থিয়েট্রিকাল যাত্রা পার্টি ১০৭ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলি-৫
বিপ্লবী নিকেতনের সাহায্যার্থে দিল্লীর **রবীন্দ্র রঙ্গশালায়**
উদ্বোধন রজনী ৭ই মে — প্রথম যাত্রা — বিনয়-বাদল-দীনেশ
পরবর্তী পালা—সোনাই দিঘী, অভিসারিকা, বাঁচার লড়াই, সংগ্রামী মানুষ, রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরানীর হাট।
শ্রেঃ—পঞ্চু সেন ও জ্যোৎস্না দত্ত।
এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যাত্রা করাতে ইচ্ছুক যাত্রারসিকরা অবিলম্বে ব্রাঞ্চ অফিস ৩৮এ ক্রীক রো, কলি-১৪, ফোন : ২৪-০২৬৯-এ সরাসরি যোগাযোগ করুন। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পঃ বঙ্গে বায়না নেওয়া হইতেছে।

সাড়ম্বরে শুভমুক্তি **শুক্রবার ৩০ এপ্রিল**
সত্য ও মানবতার অবিস্মরণীয় ছায়াছবি

নিউ সিনেমা-কৃষ্ণা (তাপ-নিয়ঃ) ইন্দিরা (তাপ-নিয়ঃ) - পূর্ণশ্রী
গণেশ (দুপুরে শো) প্যারামাউন্ট — দীপ্তি
কমল (মেটিয়াবুরুজ) — বঙ্গবাসী (হাওড়া) — শিবানী (হাওড়া) — রিজেন্ট (কাশীপুর)
পিয়াসি (আলিপুর) • রুকমিনি (টিটাগড়) • মুক্তি (কামারহাটি) • রাজকৃষ্ণ (ইছাপুর) তটিনী (ভদ্রেশ্বর) • রূপশ্রী (ভাটপাড়া) • জয়ন্তী (রিষড়া) • বিচিত্রা (বর্ধমান)

ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন গোত্রের মিষ্টি-মধুর প্রেমোপাখ্যান —
৩, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা-১৩

পরবর্তী আকর্ষণ : রাধা : পূর্ণ : এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে

বিজয়দৃপ্ত ২য় সপ্তাহের বৈজয়ন্তী
প্রতিটি পরিবারেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে এসেছে
হেমা মালিনী • অজয় সাহানী • ওম প্রকাশ • ববি অভিনীত
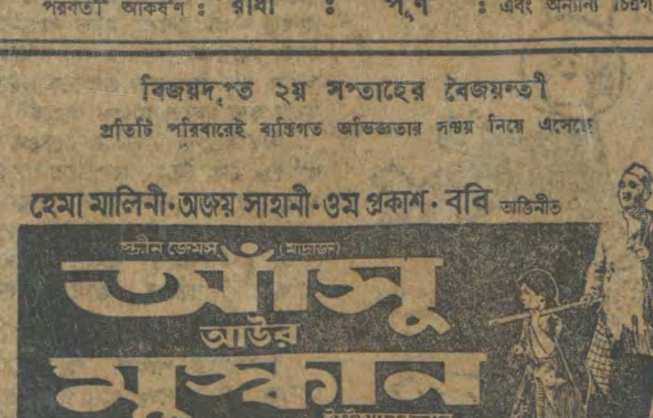

পরিচালনা পি.মাধবন • সংগীত কল্যাণজী আনন্দজী
সোসাইটি • নবীনা • দর্পণা • প্যারামাউন্ট • নাজ • লিবার্টি
২॥, ৫॥, ৮॥ ১২, ৩, ৬ ২, ৫, ৮ ২॥, ৫॥, ৮॥ (মাত্র সঃ ১১টায়) (মাত্র সঃ ১১টায়)
রাধাশ্রী • পিয়াসী • শৈলশ্রী • নিশাত • স্বর্ণা • অতীন্দ্র • জয়ন্তী • তটিনী
শ্রীদুর্গা • গোধূলি • রজক

চট্টগ্রাম থেকে শ্রীহট্ট খান-সেনা সর্বত্র নিবারিত

১ম পৃষ্ঠার পর

করতে পারল না। দুটি দলই মাঝপথে গেরিলাদের খপ্পরে পড়ে নাজেহাল হয়।

ঢাকা থেকেও দ্বিমুখী অভিযান চালানো হয়েছিল। একটি ময়মনসিংহের দিকে, অপরটি শ্রীহট্ট—ব্রাহ্মণবেড়িয়া-আখাউড়া সেকটর অভিমুখে। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই তাদের থমকে দিয়েছে মুক্তিফৌজ।

পাক-সেনা শ্রীহট্ট থেকে তিনদিকে যাত্রা শুরুর চেষ্টা চালাচ্ছে। একটি যাচ্ছে ছাতক সানামগঞ্জ, উদ্দেশ্য ময়মনসিং থেকে এগিয়ে যাওয়া একটি দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। অপরটি আখাউড়া — ব্রাহ্মণবেড়িয়া সেকটরের দিকে। এই দিনটি আখাউড়া সাব-সেকটরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চায়; পরে যে দলটি ঢাকা থেকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে সে দলটির সঙ্গেও।

তৃতীয় দলটি যাচ্ছে হরিপুরস্থ গুরুত্বপূর্ণ পেটরল ঘাটিগুলির দিকে। কিন্তু সর্বত্র বাধা। কারণ সেই দুর্নিবার মুক্তিফৌজ। ওরা তাই স্তম্ভিত।

খানদের বিমানও বসে নেই। স্থলবাহিনীর সাহায্যে তারা কুশিয়ারার তীরে শেরপুরকে বোমার বোমায় জর্জরিত করে। স্থলসেনা শনিবার সকালে ফেরীঘাট দিয়ে নদী পার হতে যায়। কিন্তু মুক্তিফৌজের শিকারী চোখ তারা এড়াতে পারে নি। তখনই নদীর ওপার থেকে। মুক্তিফৌজ ঝাঁকে ঝাঁকে চালায় মরটার। ওরা ওখানকার পুলটি দখল করে নিতে চেয়েছিল। কারণ ওইটি আখাউড়া ও শ্রীহট্টের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র পথ।

সালুটিকর—খাদিমনগর এলাকায় মুক্তিফৌজ কামান দিয়ে পাক সৈন্যদের সেতুর ওপর থেকে একচুল নড়তে দেয় নি।

ময়মনসিংহে এখনও লড়াই চলছে। কুষ্টিয়াতেও। গতকাল রাত্রে পাবনা জেলার ঈশ্বরদি থেকে একটি দল কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ঢোকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মুক্তিফৌজ তাদের অগ্রগতি ব্যাহত করে দিয়েছে।

৪০ জনেরও বেশি সেনা খতম হয়েছে। বাদবাকিরা ছুটে পালায় পাকসির দিকে।

দর্শনায় দু কম্পানি পাক সেনা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে ভারতীয় সীমানার গেদের ওপর দিকে পুরো ছ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত অঞ্চল বরাবর। কিন্তু দর্শনার ১২ কিলোমিটার উত্তরে জীবনগ্রাম এখনও মুক্তিফৌজের দখলে।

আগরতলা থেকে খবর, পাকসেনারা আসাম সীমান্তের কাছাকাছি সদর শহর রাঙ্গামাটি দখলের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে।

অসামরিক কর্তৃপক্ষ সমস্ত রেকরডপত্র নিয়ে অন্যত্র সরে গিয়েছেন।

রাজশাহী, বগুড়া, বরিশাল

বাংলাদেশের কোন এক স্থান থেকে সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন, মুজিবের মুক্তি ফৌজের হাতে আজ রাজশাহী, বগুড়া ও বরিশালে পাক দখলদার বাহিনী প্রচণ্ড মার খেয়েছে।

আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা যায়, সান্তাহারের কাছে মুক্তি ফৌজের হাতে আজ একশর মত পাক সেনা এবং বরিশালের এক জায়গায় ২০০ পাক সেনা খতম হয়েছে।

বগুড়ায় মুক্তি ফৌজ তিন দিক থেকে গেরিলা কায়দায় দখলদার বাহিনীকে আক্রমণ করে। আক্রমণে

পাক ফৌজের একটি চীনা ট্যাংকও তারা ধ্বংস করেছে।

রাজশাহীতেও পাক ফৌজকে মুক্তি সেনারা রাজশাহী শহর থেকে ২০ মাইল দূরে পর্যন্ত হটিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বগুড়ায় আজ দখলদার পাক বাহিনী বিমান হানারও চেষ্টা করে কিছু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

নাভারনে

কৃষ্ণ দেবনাথ জানান : যশোর রণাঙ্গনের নাভারনে মুক্তি ফৌজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করার জন্য পাকিস্তানী হানাদাররা আজ গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ করে। তারা এক সময় কামান, মেসিনগান, মরটার, রকেট নিয়ে সীমান্তের অনেক কাছে এসে পড়ে। এপার থেকে শোনা যায় মুহুর্মুহু গোলাগুলির আওয়াজ। কিন্তু সন্ধ্যার পর মুক্তি ফৌজ আবার হানাদারদের হটিয়ে দেয়। রাত্রেও চলে তুমুল লড়াই।

হানাদারদের প্রতিরোধে মুক্তি ফৌজ বীর বিক্রমে লড়াই করে। মেসিনগান, মরটার থেকেও তারা পালটা গুলি ছোড়ে। কিন্তু এক সময় মুক্তি ফৌজ রণকৌশল বদলে ফেলে। তারা ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা তখন গুলি করতে করতে এগিয়ে আসে। রেল লাইনের উপর বসে তারা গুলি চালাতে থাকে। এপার থেকেও ওপারের সৈন্যদের দেখা যায়। ভারতীয় সীমান্তের চেকপোসট ও কাসটমস কর্মীদের সরিয়ে আনা হয়। এপারেও দেখা দেয় আতঙ্ক। অনেকে পেটরাপোল, জয়ন্তীপুর গ্রাম থেকে বনগাঁর দিকে চলে আসেন।

কিন্তু সন্ধ্যার পর অবস্থা আবার বদলে যায়। মুক্তি ফৌজ শুরু করে—পালটা মার। তারা আক্রমণ চালাতে চালাতে এগিয়ে যায়। দখলদাররা তখন পালাতে থাকে। সীমান্ত থেকে পাঁচ মাইল দূরে সারসায় মুক্তি ফৌজ ঘাঁটি করে তুমুল লড়াই চালাতে থাকে। পাকিস্তানের পক্ষে অনেক সেনা খতম হয়। মুক্তি ফৌজের মাত্র কয়েকজন জখম হন। রাত্রেও দুই পক্ষে জোর যুদ্ধ চলছে।

তাজুদ্দিন আমেদের ঘাটি পরিদর্শন

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ শনিবার বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি ঘাটি পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধপরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন।

ধূপগুড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার শ্রী এন কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন যে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ছয় মাইলের মধ্যে কোন অসামরিক ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা ঠিক নয়। তিনি বলেছেন, এই জেলার সীমান্ত এলাকায় ছয় মাইলের মধ্যে বসবাসকারী অসামরিক ব্যক্তিদের উঠে চলে যেতে বলা হয় নি।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দ বাজার পত্রিকা

[বুধবার, ১২ই বৈশাখ ১৩৪১ ইং ২৫-৪-৩৪]

প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত দীনেশ মজুমদার

প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের আবেদন অগ্রাহ্য

এলাহাবাদ, ২৪শে এপ্রিল

এক বিশেষ তারের সংবাদে প্রকাশ, দীনেশচন্দ্র মজুমদার তাহার প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের জন্য যে আবেদন করিয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় দীনেশ মজুমদারের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়। সে দণ্ডভোগকালে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করে, কিন্তু পরে উত্তর কলিকাতার এক বাড়ীতে ধৃত হয় এবং স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

—ইউনাইটেড প্রেস

দুর্গাপুরে সরকারী বাস ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা

দুর্গাপুর, ২৪ এপ্রিল—দুজন সহকর্মীর মুক্তির দাবিতে দুর্গাপুর রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কর্মীরা আজ সকাল থেকে ধর্মঘট করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এই দুজন কর্মীকে একটি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দুদিন আগে গ্রেফতার করা হয়।

বাটার কারখানার ক্লোজার ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার

বাটার কর্তৃপক্ষ আজ, রবিবার থেকে তাঁদের বাটানগরের কারখানার ক্লোজার ঘোষণা করেছেন।

গত আগসট থেকে একনাগাড় শ্রমিক অশান্তি চলতে থাকায় এই ক্লোজারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রায় বার হাজার শ্রমিক এই ক্লোজারের আওতায় পড়বেন।

আজ নরেন্দ্র দেবের স্মৃতিবাসর

আজ রবিবার ২৫ এপ্রিল সকাল ৯-৩০ ঘটিকায় কবি নরেন্দ্র দেবের স্মৃতি তর্পণের জন্য পি ৫৩০ রাজা বসন্ত রায় রোডের ত্যাগরাজ হলে এক স্মৃতিবাসরের আয়োজন করা হয়েছে। কবি-দুহিতা নবনীতা সেন দেব কবির অনুরাগী আত্মীয় ও

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

রাজশাহী সম্মিলনী : সাড়ে ৪টায় ৪৬ ইনডিয়ান মিরর স্ট্রিটে কুমার সিং হলে বার্ষিক সাধারণ সভা, 'বাংলাদেশের' মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা। **অনঙ্গমোহন হরিসভা :** ৭টায় ১৮ ডবলিউ সি ব্যানারাজি স্ট্রিটে মহিমা কীর্তন ও "অনুগতের ভজন", ভাষণ—আচার্য রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবমণ্ডলী। **রংপুর সম্মিলনী :** ৬টায় ২৯এ বালিগঞ্জ প্লেসে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সভা। **ভারতীয় জনসঙ্ঘ :** সাড়ে ৫টায় রামমোহন লাইব্রেরি হলে সারা ভারতব্যাপী 'বাংলাদেশ' দিবস পালন উপলক্ষে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমাবেশ। **বাস শ্রমিক ইউনিয়ন (গড়িয়া) :** সকাল ১০টায় বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে ৮০, ৮০এ, ৮০বি রুটের সমস্ত বাস বন্ধ থাকবে। **রামকৃষ্ণ মঠ (বেলুড়) :** ৫টায় স্বামী ভূতেশানন্দের কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা। **শিশু সাহিত্য পরিষদ :** ৭টায় সি এল টি'র অবন মহল ভবনে পরলোকগত কবি নরেন্দ্র দেবের স্মরণসভা। **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দর্শন বিভাগ) :** ২টায় ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউট হলে সতীর্থ সম্মেলন। **সেনট জন অ্যামবুল্যানস অ্যাসোসিয়েশন :** ৩টায় তথ্য কেন্দ্রে বার্ষিক সমাবর্তন। **শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ :** সওয়া ৭টায় ১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের 'কঠোপনিষদ' আলোচনা। **মহাকবি কালিদাস পুরস্কার কমিটি :** ৬টায় ৫১।এ মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে কবি নরেন্দ্র দেবের শোকসভা। **রাধাদামোদর কীর্তন সমাজ :** সাড়ে ৬টায় ৫।১ হরপ্রসাদ দে লেনে লীলাকীর্তন। **দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস (নব) :**

…

পুনর্বাসন সমস্যা' সম্পর্কে আলোচনা। **শ্রীসঙ্ঘ (হালদার পাড়া রোড) :** সকাল সাড়ে ৮টায় উজ্জ্বলা সিনেমা হলে বাংলাদেশের সাহায্যার্থে 'আকাশ কুসুম' চলচ্চিত্র। **বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি (কলকাতা) :** সকাল সাড়ে ৯টায় ১৪ আনন্দ চ্যাটারজি স্ট্রিটে জরুরী সভা।

বেতার বার্তা

রবিবার—২৫ এপ্রিল

…

১০-৩৫ অনুরোধের আসর (উচ্চাঙ্গ সংগীত); ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—রাত ১১-১০ মিঃ।

খ : (সন্ধ্যায়)—৬টা সুকেন্দু গোস্বামী—খেয়াল; ৬-৩০ দুলাল রায়—

দিনপঞ্জিকা

আজ অমাবস্যা ও উপবাস

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ১১ বৈশাখ ১৩৭৮ (৫ বৈশাখ ১৮৯৩ শক), ২৫ এপ্রিল, ১৯৭১, ২৮ শফর। অমাবস্যা দিবা ঘঃ ১।০২ মিঃ পর্যন্ত। অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ঘঃ ১।০১ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।১২।৪৭ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫৬।০৯ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ তিথ্যামৃতযোগ পশ্চিমে ও দক্ষিণে নাস্তি অমাবস্যার উপবাস। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র বৈশাখ (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ১১ বৈশাখ ১৩৭৮ (৫ বৈশাখ ১৮৯৩ শক), ২৫ এপ্রিল ১৯৭১, ২৮ শফর। অমাবস্যা দিবা ঘঃ ১।০৫।১৮ সেঃ পর্যন্ত। অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ঘঃ ১।৪৭।০৮ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।১২।৩০ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫৭।১২ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ তিথ্যামৃতযোগ পশ্চিম ও দক্ষিণে নাস্তি। অমাবস্যার উপবাস। মুখ্য ও …

নব কংগ্রেসকে কেরল মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ

কোচিন, ২৪ এপ্রিল—কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সি অচ্যুত মেনন আজ বলেন—সি পি আই চায় যে, নব কংগ্রেস ও কেরল কংগ্রেস রাজ্য মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে মন্ত্রিসভাকে আরও শক্তিশালী করে তুলুক।

শ্রী মেনন সাংবাদিকদের বলেন যে, মুখ্যমন্ত্রীরূপে নয়, সি পি আই-এর একজন মুখপাত্র হিসাবে তিনি কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের ওই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বোলপুর শহরে কারফিউ

নিজস্ব সংবাদদাতা

বোলপুর, ২৪ এপ্রিল—আজ দুপুর সাড়ে এগারোটা থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বোলপুর পৌর এলাকায় এই প্রথম কারফিউ জারি করে তল্লাসী চালানো হয়। গত বুধ ও বৃহস্পতিবার সংলগ্ন সুরুল গ্রামে কারফিউ জারি করে তল্লাসী চালিয়ে ছোরা, বোমা, রক্তমাখা কাপড় ইত্যাদি পাওয়া যায় এবং ১৬ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

Farinni 11up

চাইছেন

শহরতলীতে এবং কলকাতায়

…

ফেরিনি ইলেভেন আপ

ইলেক্‌ট্রিক্যাল এ্যান্ড ইনডাস্ট্রিয়াল এগজিবিসন

আগামী ৫ই মে, বুধবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ ঘটিকায় ডাঃ ত্রিগুণা সেন উক্ত এগজিবিসনটির উদ্বোধন করিবেন। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন শঙ্করপ্রসাদ মিত্র মহাশয়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন—

সাধারণ সম্পাদক

স্থান—কলিকাতা ময়দান রবীন্দ্র সদনের সম্মুখে (ক্যাথিড্রাল রোড)

ফোন নং — ৪৪-৫২৯৩

(সি ২৮৯৫)

20th J & K STATE LOTTERIES

২৩-৪-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল :

৭০০০, টাকার একটি প্রথম পুরস্কার টিকিট নং F-149018

…

RAJASTHAN STATE LOTTERIES

FIRST PRIZE Rs.16 LAKHS

…

দাম মাত্র ১৫৫, টাকা*

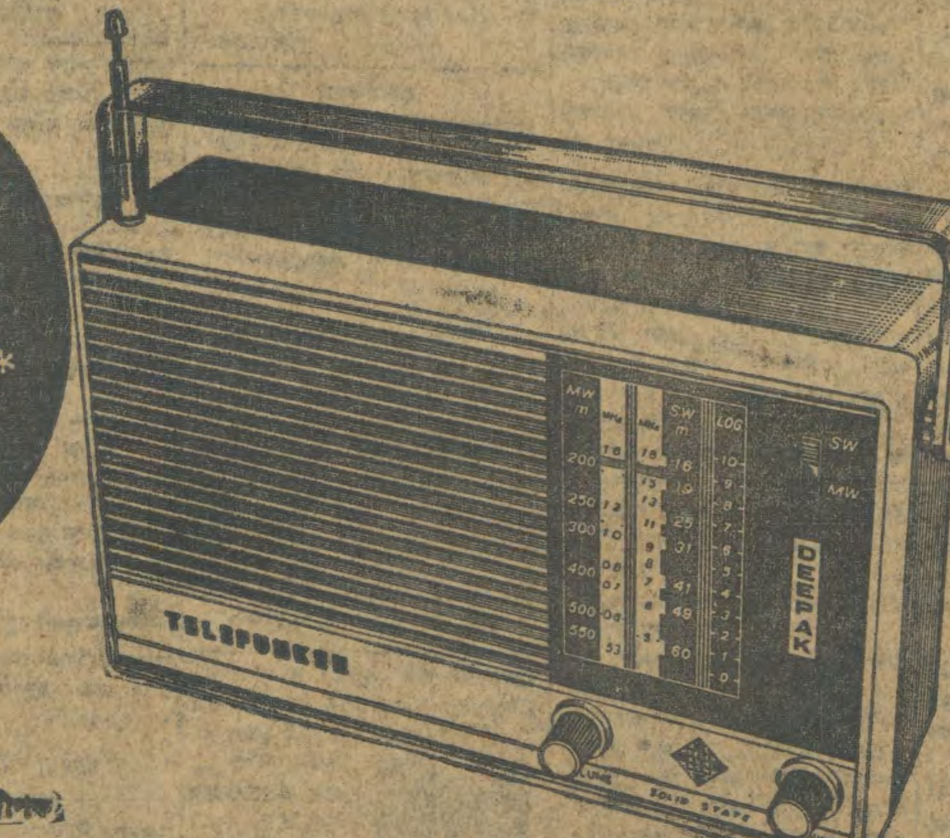

কিন্তু ধ্বনি তুলনাহীন

দীপক

টেলিফাঙ্কেনের অতুলনীয় ২-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর হ'ল দীপক।

দীপক এত শক্তিশালী যে আপনি আপনার পছন্দমত সারা বিশ্বের যে কোনও স্টেশন এতে পরিষ্কার ও স্পষ্ট শুনতে পাবেন। শুধু মিডিয়াম ওয়েভেই নয়, এমনকি ১৬-৬০ মিটার পর্যন্ত, শর্টওয়েভেও যে কোনও স্টেশন এই সেটে সহজেই ধরা যায়। টেলিফাঙ্কেনের জার্মান প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে এবং প্রতিটি অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করে তবেই এই শ্রেণীর সর্বোত্তম ২-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর—দীপক তৈরী করা হয়।

টেলিফাঙ্কেন

*এক্সাইজ সমেত, স্থানীয় কর অতিরিক্ত

— ডীলারগণ —

…

পাত্রী চাই

তিলী/অসবর্ণ পাত্রী চাই

অভিজাত পরিবারের উচ্চ আয়সম্পন্ন একাধিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত (নিজস্ব গাড়ি) সুদর্শন পাত্রের (৩৩) প্রকৃত-সুন্দরী গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বৈশাখেই বিবাহ। বক্স নং ৬৪৬৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৮১)

মাহিষ্য পাত্রী চাই

পঃ বঃ (রাজশাহী) সদ্‌গোপী এম এসসি, বি এড (৩২) শিক্ষক। কলিকাতায় নিজ বাড়ি। সুন্দরী ফর্সা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৬৮৪৩, আনন্দবাজার, কল-১। (সি ২৫৭২)

কায়স্থ পঃ রাঃ ভরদ্বাজ (২৯) ১·৬০ মিঃ বি এস-সি (ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্স্ট ক্লাস) বিদ্যুৎ পর্ষদে কর্মরত (৮০০) পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, সুশিক্ষিতা অন্তত ১·৫২ মিঃ পাত্রী চাই। ফটোসহ রেজিস্ট্রি ডাকে লিখুন। এস পালিত, পী এম জী অফিস, পাটনা-১। (সি/এম ৭০৭৮)

পাত্র-পাত্রী চাই

প্রবীণ অধ্যাপকের এম এ পাঠরতা, স্বাস্থ্যবতী ও সশ্রী ১·৫৫ মিঃ (৫′-১″) কন্যার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্থায়ী কর্মরত (৫০০,) গ্র্যাজুয়েট পুত্রের জন্য উপযুক্ত রাঢ়ী অবাৎস্য ব্রাহ্মণ পাত্র ও পাত্রী আবশ্যক। বদলে আপত্তি নাই। যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৬৮৩৪ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ২৫৬৭)

পঃ বঃ রাঢ়ী সাবর্ণ শিক্ষিত পরিবারের ২৫ ফর্সা সশ্রী ১·৬০ মিঃ এম-এ পাত্রীর ডাঃ/ইঞ্জিঃ প্রফেসর অথবা উপযুক্ত সদ্‌গোপী পাত্র ও ৩২ ফর্সা সুদর্শন ১·৭৮ মিঃ বি এস-সি সুপারভাইজর ৬৫০, টাকা আয়ের পাত্রের গ্র্যাজুয়েট ফর্সা, সশ্রী অন্তত ১·৬০ মিঃ পাত্রী চাই। বক্স নং ৬৫১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০১৮)

পঃ বঃ সুবর্ণবণিক পাত্র ২৮ সি-এ ফাইনাল দিবে, আয় ৫০০, কলিকাতায় নিজ বাটী। পাত্রী ২১ বি-এ মধ্যমবর্ণা। উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী চাই। বদল চলবে। বক্স নং ৬৫৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০৪২)

পাত্রী (২৩) বি-এ সশ্রী গৃহকর্মনিপুণা ১·৫৭ মিঃ (৫′—২″) সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত উপার্জনশীল অশাণ্ডিল্য সদ্‌গোপ পাত্র চাই। পাত্র (২৮) বি এস-সি অনার্স সরকারী চাকুরীরত। সশ্রী ফর্সা গৃহকর্মনিপুণা শিক্ষিতা (২০-২৪) সদ্‌গোপ পাত্রী চাই। বক্স নং ৬৪১৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৫১)

বৈষ্ণব পাত্র ও পাত্রী চাই

ব্যবসায়ী পিতার বি-কম পাঠরত ব্যবসায়ে নিযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রের (২৩) সুন্দরী গৌরবর্ণা মধ্যম শিক্ষিতা পঃ বঃ পাত্রী তদীয় ভ্রাতার একমাত্র ভগিনী গৌরবর্ণা, সুন্দরী, স্লিম, স্কুঃ ফাঃ পরীক্ষার্থিনীর পঃ বঃ পাত্র (২৩/২৪) চাই। বক্স নং ৬৬৯৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪৮৩)

পঃ বঃ কায়স্থ পাত্রী ২৯ ইণ্টারমান। সশ্রী, দীর্ঘাঙ্গী, মধ্যমবর্ণা। পাত্র ৩৮, ইণ্টারমান, চাকুরিয়া ৪২০, বর্ণসংস্কারমুক্ত। বদলও চলিবে। বক্স নং ৭০২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

বন্দ্য পঃ বঃ বি-এ পাঠরতা (২১), সশ্রী গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী এবং ভ্রাতা বি-এ (৩১) বেলুড়ে বেসরকারী শিল্পে ম্যানেজার (৬০০,) পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী চাই। বক্স নং ৬৭১৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৫৪)

গন্ধবণিক পাত্র-পাত্রী চাই। পাত্রী (১৭) মধ্যমবর্ণা, গৃহকর্মনিপুণা, নবম শ্রেণী পাশ। পাত্র (২৩) হাঃ সেঃ পাশ, নিজের ঔষধের দোকান। বক্স নং-৬৯১৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৩৮৬)

সদ্‌গোপ পাত্রপাত্রী চাই

এম এস-সি (অঙ্ক) ষষ্ঠ বর্ষ সুন্দরী ১·৬০ মিঃ (২৩) সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত পাত্র চাই। এম বি বি এস, এম এস পাঠরত স্বাস্থ্যবান (২৬) ১.৭৭ মিঃ সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৬৪৫১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৩১)

পাত্র সুদর্শন, পঃ বঃ বনেদী, রাঢ়ী চ্যাটার্জী (৩০) সঃ কঃ (৪০০,)। তদীয় ভগ্নী (২৩) সশ্রী, স্বাস্থ্যবতী ১·৫২ মিঃ (৫′), মধ্যশিক্ষিতা। বদল চলিবে। বক্স নং ৬৭৫৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৯৯)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সি পি ডব্লিউ ডি ডেপুটি আর্কিটেক্ট (২৬) সুন্দরী ফর্সা অন্যূন শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ভগ্নী সুন্দরী ফর্সা, লম্বা বি-এ (ইং অঃ) পার্ট-ওয়ান পরীক্ষার্থিনী (১৯) অবস্থাপন্ন উপার্জনক্ষম পাত্র চাই। বক্স নং ৬৬০৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪১১)

বৈদ্য পাত্র পাত্রী চাই। কেঃ সঃ অফিসারের কন্যা (১৯) ধন্বন্তরি ফর্সা সশ্রী গৃহকর্মনিপুণা বি এস-সি সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। পাত্র বি-কম কেঃ সঃ ইউ ডি (৩০) উপযুক্ত পাত্রী চাই। বক্স নং ৬৪৩৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২২০)

পাত্রী ২৮।২৯ শাণ্ডিল্য বি এ কঃ চাকুরীরতা ৪৬০, ভ্রাতা বি এস-সি, বঃ ফার্মে ফোরম্যান ১২০০, ব্রাহ্মণ পাত্র-পাত্রী চাই। বক্স নং ৬৭৬৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫০৪)

ব্রাহ্মণ পঃ বঃ পাত্র (৩৬) বিপত্নীক চাকুরী (২০০০,) কলকাতায় নিজবাড়ি বীরভূমে বাড়ি জমি পঃ বঃ সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ঐ ভগিনী এম এ দিয়াছে সুন্দরী বিনিময়ে আপত্তি নাই। বক্স নং ৬৪৪১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২২৫)

সদ্‌গোপ পাত্র-পাত্রী চাই

পাত্র (২৮) (৬৫০,) বি এস-সি একার স্টিলে কর্মরত। পাত্রী সশ্রী বি-এ পরীক্ষার্থিনী (১৮)। উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী চাই। এস পি হাজরা, ২, সেণ্ট পলস রোড, দুর্গাপুর-৪। (সি/এম ৭১৩৮)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

জমি বিক্রয়

বাঁশাই নোয়াপাড়া কোন্নগর স্টেশনের সন্নিকটে স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশে সুখী জীবন যাপনের জন্য বাড়ি করুন। প্লট ২½ কাঠা ও ৩ কাঠা। মূল্য ১০০০, কাঠা। যোগাযোগ করুনঃ—ক্যালকাটা কোং লিঃ, ৫, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলি-৩৩, ফোনঃ—৪৬-৩০৫৪। (৬৬১৭ এ)

উত্তরপাড়ায় সম্ভ্রান্ত শান্তিপূর্ণ স্থানে /১৮ জমি বিক্রয়। ৪০০০, প্রতি কাঠা। বক্স নং ৬৭৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি২২৭৮)

নিউ আলিপুরের পাশে ১০০′ রুটের ট্রাম-বাস কাছে তিন কাঠার কর্নার প্লটস ১৪ খগেন সেন রোড, কলি-৪২। ৪৬-৯১৩২। (সি ২৪১১)

বেলঘরিয়া বাজার পোস্ট অফিস স্টেশন ও স্কুল কলেজের সন্নিকটে ২৮/ কাঠা জমি অবিলম্বে বিক্রয়। সত্বর যোগাযোগ। বক্স নং ৬৬১২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪১৬)

বাড়ী বিক্রয়। বনহুগলী বাগের বাজার তিন মিনিট। দুই কাঠার উপর নীচে দোতালার ছয়টি বেডরুম। ৩৫,০০০, ফোনঃ ৫৭-৩১১৪ সকাল ৯টার মধ্যে। বক্স নং ৬৩৭২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২১৫১)

সোদপুর স্টেশন সংলগ্ন নাটাগড় সদর রাস্তার পার্শ্বে। ৫ বিঘার বাগান পুকুর সহ তিনতলা ভিতের একতলা বাড়ী সত্বরে বিক্রয়। রঞ্জিত গুপ্ত, ১১/এ, হুজুরী মল লেন, কলিকাতা-১৪। (সি ২৩০২)

কোন্নগর জাইপার রোডে একখানি দ্বিতল বাড়ী এবং ৬ কাঠা খালি জমি বিক্রয়। অনুসন্ধান অফিসঃ ৩১, বাদুড় বাগান স্ট্রীট, কলি-৯। ফোন নং ৩৫-৩০১৪। (সি ২১০০)

কল্যাণী 'বি' ব্লকে ১নং মার্কেটের ও লেকের ধারে ৬ কাঠা জমি বিক্রয় করিব। বক্স নং ৬৭৩৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৬৭)

উত্তর কলিকাতা অথবা মানিকতলা সি আই টি উত্তম পরিবেশে ৫০ হাজারে বাড়ি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। বক্স নং ৬৪২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২১৩)

উল্টাডাঙ্গা ভি আই পি রোডের মোড়ে সল্ট লেকের সন্নিকটে ২৬ কাঠা বা ১১ কাঠা জমি সত্বর বিক্রয়। ক্রেতা বা দালাল যোগাযোগ করুন। নারায়ণ কুণ্ডু, ৮৫ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলি-৪, ফোন—৩৫-৩৩৬৪। (সি ২১৮৮)

বাঁধাঘাট গঙ্গাতীরে ছোট বড় প্লটে উঃ চন্দননগরে জমি বিক্রয় হইবে। ধীরেন ঘোষ, পোঃ বড়াশিবতলা, জেঃ হুগলী ফোন সি এস-৩৫১। (সি ২১৭০)

বেহালা রায়বাহাদুর রোডের উপর শান্ত পরিবেশে একবন্দে ২২ কাঠা জমি অথবা আংশিক প্লটে বিক্রয় হইবে। বক্স নং ৬৩৩৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪৪৩)

বাগনান থানায় খালোড় গ্রামে ৬৯৫ খতিয়ানে ৪৯৭ ও ৪৯৮ দাগে ডাঙ্গা ও ডোবা সতের কাঠার অর্ধেক বিক্রয় হইবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। শ্রীরাধানাথ ঘোষ, পোঃ ঘাটাল, জেলা ঃ মেদিনীপুর। (সি ২৪৩৪)

কসবা মৌজায় ২॥ বিঘাতে পুষ্করিণী, বাগান, ঘর, সুলভ মূল্যে বিক্রয়। অনুসন্ধান ঃ—৩৬, বাবুরাম ঘোষ রোড, কলি-৪০। (সি ২৪২২)

বিক্রয় তের কাঠা জমি, বর্ধমান মিউনিসিপালিটির মধ্যে। লাকুড়ি অঞ্চলে, এক্সপ্রেস হাইওয়ের নিকট। দাম উল্লেখে পত্র লিখুন। বক্স নং ৬৭৮৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫২৫)

নতুন বাড়ি ২৫,০০০,। তিন কাঠার প্রতি প্লট ১২,০০০,। কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। মিঃ ঘোষ, ২৪ আগরওয়াল গার্ডেন রোড, বেহালা, কলি-৩৪। (সি ২৪০৩)

১৬নং গিরীন্দ্রশেখর বসু রোড, বেদিয়াডাঙ্গা ২৩ কাঠা খালি জমি কারখানার উপযুক্ত অথবা একযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লটে বিক্রয় হইতে পারে। প্রণব রায়, ১০৬-এ রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা-২৯। (বিও ৪৪৭৬)

যাদবপুরে ২খানি ঘর তিন কাঠা ১২০০০,। বি মাইতি (৩৫-৭৭২২) ৯টা—১২টা। বক্স নং ৬৮৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৬৫৯)

উত্তর দক্ষিণ বা মধ্য কলিকাতায় ৩০।৪০ হাজারের মধ্যে বাড়ী কিনিতে চাই। বক্স নং ৬৪৫৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৮৭)

শান্তিনিকেতনে বিনয় ভবনের নিকট একটি অতীব সুন্দর বাড়ী জমিসহ বিক্রয়। বক্স নং ৬৮৩৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৫৬৩)

চাকদহ স্টেশনের নিকটে এক বিঘা জমির উপর বিবিধ ফলফুল বাগান সহ একটি ছোট পাকা আধুনিক বাড়ী বিক্রয়। বৈদ্যুতিক আলো আছে। বক্স নং ৬৯৩১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪০০)

সোদপুরে এইচ বি টাউনে পাকা বাড়ী ৪২৫০০,। সত্বর লিখুন। বক্স নং ৬৯৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৬০৩)

কিস্তিতে বড় রাস্তায় দ্বিতল বাটী বিক্রয়। ৪ ঘর, বাঃ প্রিঃ ৪। প্রসাদ। ২১ এ, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, ফোন ঃ ৫৭-৩৩৫৭। (সি ২০৯১)

গড়চা রোডে (বালিগঞ্জ) একতলা খালি বাড়ী শীঘ্রই বিক্রয়। মূল্য ১৫,০০০,। পি ঘোষ, ৮১ দেব লেন, কলি-১৪। (সি ২৩৭১)

ভি আই পি রোডের নিকট লেক টাউন পাতিপুকুর অঞ্চলে ২০ ফিট চওড়া রাস্তার উপর উঁচু জমিতে (রোড ফ্রণ্টেজ ৪৮ ফিট) ৪ কাঠার উপর জমি বিক্রয় হইবে। কাঠা প্রতি মূল্য উল্লেখ করিয়া লিখুন। বক্স নং ৬৯৭৪ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (এ)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

শ্যামবাজার / কলেজ স্ট্রীট / ভবানীপুর এলাকায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজারে পুরানো বাড়ী চাই। নির্মল বসু, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা-১। (সি ২৫২০)

বনহুগলী, ডানলপ ব্রিজের কাছে, ১২/১২এ বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে গঙ্গার ধারে, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে ৫ কাঠা জমিতে ছোট নূতন একতলা (দোতলার ভিত) বাড়ী বিক্রয়। স্যানিটারী পায়খানা, ইলেকট্রিক সমেত। ডাঃ হৃদয় কুণ্ডু, পি-৭৭ মুদিয়ালী রোড, কলি-২৪। (সি ২৫১৬)

বিক্রয় অথবা বিল্ডিং-এর জন্য লিজ ঃ কলিকাতা-৯ অধীন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে সায়েন্স কলেজের প্রায় বিপরীতে প্রায় ·৫৬২ একর (৩৪ কাঠা) বস্তি জমি। বক্স নং ৬৫৪৭ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১। (সি ২০৪৯)

রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে মেন রোডের উপরে দুইটি সংলগ্ন প্লটে ৪ বিঘা উঁচু জমি এবং ১০ বিঘা ধানী জমি। প্রকৃত ক্রেতা বা দালাল বিবরণীর জন্য লিখুনঃ—শ্রী এন পাণ্ডা, কেঃ অঃ মেসার্স দত্ত অ্যাণ্ড সেন, সলিসিটরস। ৬ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন ঃ ২৩-৩১৩৮। (৬৬৬১)

রায়গঞ্জে শিলিগুড়ি রোডের উপর দশ কাঠা জমি বিক্রয়। দিলীপ বিশ্বাস, ৪৭/১/ই বৃন্দাবন টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। (সি ২৩৩৪)

রামরাজাতলায় স্টেশন হইতে মাত্র ৬ মিনিটের মধ্যে তিন কাঠা করিয়া ২ প্লট জমি বিক্রয়। প্রতি কাঠা ২০০০, বক্স নং ৬৫০৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২০১৬)

রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে বাসরুটের উপর ৩½ কাঠা জমি বিক্রয়। ৪৭-৩৫৮৩। (সি ২৩৩৫)

বরানগরে বনহুগলীর মোড়ে ৪৩ নং বাস-টার্মিনাসে প্লটে জমি বিক্রয়। বোস, ১২৩।৭, গোপাললাল ঠাকুর রোড। (বিও ৪৬৪৮)

গঙ্গারধারে জি টি রোডের উপর উত্তরপাড়ায় ১০ কাঠা জমি সবই ৫ মিঃ রাস্তা। বক্স নং ৭০৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৭০৫)

সল্ট লেক সেক্টর নম্বর ১ C D ব্লকে ৪। কাঠার Shop allowable প্লট ক্রয়েচ্ছু। লিখুন। বক্স নং ৭০৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

সাঁচিৎ সরকার আর্কিটেক্টস আধুনিক বাড়ীর ডিজাইন ও প্ল্যানের জন্য। সংযুক্ত শিবপ্রসাদ বসু অ্যাণ্ড কোং। কিস্তিতে বাড়ী নির্মাণ পরিকল্পনা। তৈরী মূল্যের ৩০% অগ্রিম আরও ৩০% ৬০ দিনের মধ্যে। বাকিটা ৬০টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ্য। ৭৩বি, আমহার্স্ট রো, কলি-৯। ৩৫-১৪৭৩/২২৫০। (৫৫২১এ)

দমদম প্রাইভেট রোডের উপর (মতিঝিলের আগের স্টপেজ) ১০ কাঠা জমি বিক্রয় আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৬৩১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

অফিস-গুদাম-দোকান

মতিঝিলের নিকট দমদম রোডের উপর ফার্নিচার সহ সুলভে দোকান বিক্রয়। সত্যরঞ্জন দে, এ্যারিস্টো টেলার্স, নাগের বাজার, কলিকাতা-২৮। (সি ২০৭৪)

৬৬-ডি সাউথ এনড পার্ক (ঢাকুরিয়া ব্রিজের পাশে) আসবাব-সহ দোকান বিক্রয়। শীঘ্র সাক্ষাৎ করুন ঃ সকাল ১০—১২টা বা সন্ধ্যায়। মিসেস মুখার্জি। (৬৯৭৫ এ)

ভবানীপুরে আকর্ষণীয় স্থানে অফিস ব্যাঙ্ক নার্সিংহোম হোটেল দোকান ইত্যাদির জন্য ঘর বাড়ী/জমি লীজ বা বিক্রয়। বক্স নং ৭০১২ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৬৪৭)

শ্যামবাজার ঃ ১৭১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে, ডাক্তারখানা, দোকান—বিজনেস, অফিস 'রুম' ভাড়া দিবে। ডি বিশ্বাস। (সি ২৩১৭)

গ্রে স্ট্রীট/যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ মোড়ের নিকট ছোট শিল্প/কারখানার উপযোগী বাঙ্কার ও পাওয়ার মিটারের সুবিধাযুক্ত একটি ঘর ভাড়া দিব। অনাথনাথ দাঁ, ১৬।এ অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট, কলি-৫। সকাল ৬টা থেকে ১০টা। (সি ২৪৪৪)

ডায়ার্স ড্রাই ক্লিনার্স দোকান চালু অবস্থায় বিক্রয়। যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ-এর উপর। পর্বতলাল, ৮৮নং আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ২৫৩৭)

আমহার্স্ট স্ট্রীট, কেশব সেন স্ট্রীটের মোড়ে দোতলায় ছোট অফিস চেম্বার ফোনসহ ভাড়া। চ্যাটার্জী। ৩৫-৬৯৪৫। (বিও ৩৮৯)

বাড়ী-ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

বিবাহ উৎসব উপলক্ষে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। ২৩।১।এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৪, শ্যামবাজার, ৫৫-৩৭৫৬। (বিও ৩৮৪)

১৬ নং গিরিন্দ্র শেখর বসু রোড, বেদিয়াডাঙ্গা, ২৩ কাঠা খালি জমি কারখানার উপযুক্ত, ক্ষুদ্র প্লটে বিক্রয় হইতে পারে।

ভদ্রপল্লীতে দক্ষিণখোলা ৩ কোঠা রান্নাঘর ১২৫, শম্ভুবাবু, ১৩২ রামলাল আগরওয়ালা লেন, সিঁথির মোড়। (সি ২০১৭)

তিনখানি কামরাবিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ, ফ্ল্যাট ১৪০,। পি-২৪ গল্ফ ক্লাব রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩। (সি ২০৬১)

সি আই টি সংলগ্ন একতলা ফ্ল্যাট (ডি সি) শয়নঘর ২½, লবি, পাম্প। ৪০।২, অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জি লেন, কলি-১০। (সি ২৫৭৬)

স্বয়ংসম্পূর্ণ ২ কামরার ২টী ফ্ল্যাট। ১৪নং ঘোষ পাড়া লেন, কলি-৩৬. পাকপাড়া ফাঁড়ির সামনে। ফোন ঃ ৫৬-২৯২৮। (সি ২৫৫৮)

৬০, ছোট বড় ২ ঘর। গভর্নমেণ্ট চাকুরে, ছোট পরিবার। ক্ষেত্র মুখো, ৮১।৬ গোয়ালপাড়া রোড। চালিপাড়া, বেহালা। (বি ও ৪৮২৪)

বাড়ী ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

ছোট ফ্যামিলির উপযোগী, একতলে বড় ১+ছোট ২ ঘরের ফ্ল্যাট। ১২১বি, রায়বাহাদুর রোড, বেহালা। (বি ও ৪৮২২)

মধ্য কলিকাতায় খোলা জায়গা/ছাদসহ ২।৩।৪।৫ কামরার বাড়ী ভাড়া চাই। প্রয়োজনে অগ্রিম। প্রাইভেট বক্স ১৬০নং বহুবাজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলিকাতা-১২। (বি ও ৪৬৪২)

আধুনিক তিন কামরার স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজেক ফ্ল্যাট ২০০ টাঃ গ্যারেজ। ৪৬-৯৮২৫। রায়চৌধুরী, ৪৫/ই/৭, মূর এভিনিউ, কলি-৪০। (সি ২৬৬২)

দ্বিতলে সম্পূর্ণ মোজাইক তিন কামরাযুক্ত ২টি বাথরুম ও বারান্দাসহ অতি আধুনিক ফ্ল্যাট ভাড়া দিব। সেন। ৭।৩।ডি কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০। ফোন ঃ ৫৬-৪৩৬১। (সি ২৫০১)

উত্তরপাড়ায় ২ কামরা ফ্ল্যাট ইলেকট্রীক কল বাজার গঙ্গা ১ মিনিট, স্টেশন নিকটবর্তী অনুসন্ধানঃ দত্ত, ফোনঃ ৪৭-৮৩১২, ২৬ মনোহরপুকুর রোড। (সি ২০২২)

তিনটি শয়ন রান্না ভাঁড়ার, লবি, স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক নূতন ফ্ল্যাট ১৬৫,। অমিয় কর, "নিরালা" ৭২/৩/৭, আর কে চ্যাটার্জী রোড, কসবা বকুলতলা। (সি ২৩৪৫)

স্বয়ংসম্পূর্ণ ২টি ঘরের ৭৫, সব সময় জল। ৫৮ নং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রোড। ৩০এ বাস টার্মিনাস ৫ মিঃ, কলিকাতা-৫০। চুনীবাবু। (সি ২০৫১)

ঢাকুরিয়ায় (৩০/১৯) গোলমপুর রোডে ৩½ কামরার একতলা সম্পূর্ণ বাড়ি ১৬৫। সন্ধান—ইন্দুবাবু, সম্মুখস্থ চায়ের দোকান। (সি ২৪১৭)

কলিকাতা-১২ এলাকায় ল্যাবরেটরীর কাজের জন্য একটি বা দুইটি সংলগ্ন ঘর চাই। বক্স নং ৬৪৭১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৪৩)

একতলা দু কামরা ফ্ল্যাট (৯৫,)। সর্বক্ষণ জল। বাস, বাজার দু'মিনিট। নন্দী, ১২৭, বনমালী নস্কর রোড, বেহালা। (সি ২০৭৪)

ব্যাঙ্কের পার্শ্বে দুই কামরাযুক্ত আধুনিক ফ্ল্যাট ভাড়া ১২৫,। মিঃ চ্যাটার্জী, ১৬২।৬৩ লেক গার্ডেনস, কলি-৪৫। (সি ২৫০৯)

বালীগঞ্জ লেকের পাশে ২ রুমের প্রশস্ত ফ্ল্যাট, প্রচুর জল—১২৫, ১৬২/এ/৫৯, লেক গার্ডেনস, ব্যাঙ্কের সামনে। (সি ২২৬২)

দোতলায় একটি শয়ন ও রান্না ঘর ভাড়া। ইলেকট্রিক, স্যানিটারী। মণি সরকার, ৮৪, বাঁশদ্রোণী গভঃ কলোনী, বাস ৬। (সি ২৪৫৩)

মেডিকেল কলেজের সামনে ২৩/এ আরপুলি লেনে রান্নাঘর ও একটি বড় বেড রুম ভাড়া দিব। ডাঃ বাবু। (সি ২২৭৯)

ছোট পরিবারের কলকাতা/উপকণ্ঠে নির্ঝঞ্ঝাট সুপরিবেশে দুই ঘরের ফ্ল্যাট চাই। বক্স নং ৬৬৩৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪৪২)

দুই ঘরের স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাক ফ্ল্যাট, চৌধুরী। ৬৪।৭২এ, বেলগাছিয়া রোড, (সেণ্ট্রাল ডায়েরীর নিকটে), কলিকাতা-৩৭। (সি ২৪৩১)

কিস্তিতে বিক্রয় পাইকপাড়ায় স্টেট হাউজিং-এর সন্নিকটে মোজাইক ফ্ল্যাট, এ রায়, ৮২নং বি টি রোড, কলি-২। (সি ২৫০৬)

ক্রয়-বিক্রয়

বিক্রয়—নূতন শুরুকী মিল ও পোর্টেবল 'মারশালস' লোকো বয়লার ইঞ্জিন সহ পৃথক অথবা একত্রে বিক্রয় হইবে। ঠিকানা—শ্রীসত্যনারায়ণ মুখার্জী, যোগনাথ তলা, নবদ্বীপ, নদীয়া। (সি ২৪৫৮)

গ্যাস পাইপ বেলো বার্নার অন্যান্য সরঞ্জাম বিক্রী। ১৫ নং ডিকসন লেনে, কলিকাতা-১৪ খোঁজ নিন। শান্তিবাবু। (সি ২৪৬২)

কলিকাতা নিউমার্কেট সন্নিকট লোভনীয় ইমিটেশন জুয়েলারি ও লেডিজ ভ্যানিটি ব্যাগের দোকান সুলভ মূল্যে বিক্রয় আছে। বক্স নং ৬৭৯৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৮০৪)

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

সুভাষচন্দ্র পাল (২৩) ৫′-৪″ ফর্সা, মুখশ্রী সুন্দর বড় গোল চোখ, পরনে

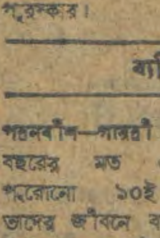

খয়েরী ফুলপ্যাণ্ট, গেঞ্জী, খালি পা, ডান হাতে তামার মাদুলি, মৃগী রোগী, গত ২৭শে মার্চ নিরুদ্দেশ। সন্ধান-প্রার্থীঃ নীলকৃষ্ণ পাল, ৩১/২/১ এস কে দেব রোড, কলিঃ-৪৮। ১০১ টাকা পুরস্কার। (সি ২৪১৩)

ব্যক্তিগত

পঞ্চবটীস—গায়ত্রী ও দিলীপ প্রতি বছরের মত এবারেও ছ বছরের পুরোনো ১০ই বৈশাখ শুভদিনটি তাদের জীবনে বারবার ফিরে আসুক একান্ত মনে এই কামনা করে। (৭১০৭)

বাদ্যযন্ত্র

টেপ রেকর্ডার বিক্রয়। গ্রাণ্ডিগ টি কে ২৪, ৪ ট্রাক ৬″ স্পূলে এ সি, শনি রবি বাদে ১টা—৫টা। ৪৫-২১০৯। নন্দীবাবু। (বি ও ৪৮২৩)

কল-কারখানা

চাঁদ্রিটি পাওয়ারলুম চালু অবস্থায় বিক্রয়। যোগাযোগ—আর এন দত্ত এণ্ড কোং, ৮৯, বিবেকানন্দ, কলি-৬। (সি ২৬১০)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

বিবরণ ও মাত্র তিন টাকায়, বিবাহ কমে হবে, জেনে চেষ্টা করুন! "সত্যনারায়ণ", ১০/১বি, স্কুল রো, কলি-২৫। (সি ২৪৮০)

বাসন্তী অভিজাত বিবাহ প্রতিষ্ঠান ১ নং লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলি-১৬। ২৩-৫১৪৪। (সি ২৪১২)

সর্বস্তরের পাত্র পাত্রীর অব্যর্থ সন্ধান সত্বর যোগাযোগ—সুফল অনিবার্য। অজিতবাবু, ১৬২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ২৪৬৮)

পেয়িং গেস্ট

মধ্য কলিকাতার শিক্ষিত পরিবারে কর্মরতা মহিলা পেয়িং গেস্ট চাই। সেন, ২০ পার্ক লেন কলিকাতা-১৬, বৈকাল ৩টা হইতে ৪টা। (সি ২১৯৭)

মেস ও বোর্ডিং

শিয়ালদহের নিকট উত্তম পরিবেশে মহিলাদের মেসে সিট খালি আছে! অনুসন্ধানঃ—মিসেস বোস, ৪০ নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ (পূরবী সিনেমার পাশেই)। (সি ২৩০৬)

'আবাসিক' মহিলাদের হোস্টেল। সীট খালি হইবে। ১২।১ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলি-২৯। ফোন ঃ ৪৬-৮৮৪৩। (সি ২০১০)

হোটেল-রেস্তোরাঁ

কাশ্মীরে একমাত্র বাঙ্গালী হোটেল। থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে। হাউস-বোট বুকিং প্লেন বাস রিজার্ভেশন-এর ব্যবস্থা আছে। (ডাল লেকের ধারে) ব্যানার্জী রিগাড়ুন হোটেল, ডালগেট শ্রীনগর, কাশ্মীর। কলিকাতার অনুসন্ধান ও বুকিং অফিস—রিগাড়ুন ট্রাভেলস, ১৬৫ লোয়ার চিৎপুর রোড (২য় তল) কলিকাতা, ফোন ঃ ৩৪-২১০৭। (সি ২৫০২)

মোটরকার ও লরী

মালিকের দেখাশুনার অভাবে ৪১ নং রুটের নতুন বাস বিক্রয়/লীজ—লিখুন—বক্স নং ৬৭২৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২২৫৮)

মালিকের দেখাশুনার অভাবে ৩টি চালু টেম্পো বিক্রয়। মহম্মদ মাইউদ্দিন, ১৪/২, কলিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ (ডিম ব্যবসায়ী)। (সি ২৩০৩)

৬৬ সালের পরের মডেলের বাস মাসিক/বাৎসরিক চুক্তিতে ভাড়া লইতে ইচ্ছুক। বক্স নং ৬৭০০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ২৪৮৪)

১২সি রুটে লিজ/বিক্রয়—পাল কারগো বাস, ৩৫৪ ইঞ্জিন (নতুন), ১৯৬৭, ৩৪ সিট। ইন্দু বাবু, ১৪এ, হরলাল দাস স্ট্রীট, ইণ্টালী, কলি-১৪। (সি ২৫২৪)

মালিক চালিত স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড '৬৬ মডেল গাড়ী উত্তম অবস্থায় বিক্রয় হইবে। খোঁজ করুন। ডি এন মিত্র স্টুডিও, রাণাঘাট, নদীয়া। (সি ২৩৪৮)

ট্যাক্সী আরগো মিটারসহ বিক্রী। ৮০/১ ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৪। (সি ২২৮৫)

রেডিও-গ্রামোফোন

ন্যায্য মূল্যে মেরামত, বদলে নূতন। সস্তায় অল্প ব্যবহৃত রেডিও, টেপরেকর্ড, ট্রানজিস্টর। টেলিরেডিও, নিউ মার্কেট, ফলপটি। (সি ২৫১৬)

সঙ্গীত-কলা

সত্বরে যথাশাস্ত্র গীটার শিখাইতে চাই, লিখুন, মোহন ভট্টাচার্য, ৩৬।৫ বেনেটোলা লেন, কলিকাতা-৯। পারিশ্রমিক মাঃ ২০,। (সি ২০৮১)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বাংলা দেশ বা পশ্চিমবঙ্গের ভাল লেখকের উচ্চাঙ্গের বই প্রকাশনার জন্য চাই। টাকা অগ্রিম। ছাত্রশিক্ষা নিকেতন, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ২৩০০)

তীর্থ ও প্রমোদ ভ্রমণ

৩০।৪।৭১ লাক্সারী বাসে পুরী-ভুবনেশ্বর-কোনারক ভ্রমণ—৫০, টাকা মাত্র। অনুসন্ধান করুন। ২২-১০২১। (৭০২১ এ)

গোস্বামী তীর্থ পরিক্রমণ

কেদার-বদ্রী-তুঙ্গনাথ-উখীমঠ। ২৩-৫-৭১। নিউ হাওড়া ব্রীজ। কলি-৭। ৩৫-২৬২৬। (বি ও ৪৬৪১)

ভারত তীর্থ দর্শন

টুরিস্ট কোচে ভ্রমণ—(১) ফুলে দোল উপলক্ষে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধাম ও সমগ্র উত্তর ভারত সহ শ্রীশ্রীবদ্রীনাথধাম—শুভযাত্রা ৭মে। (২) শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও বদ্রীনাথধাম—১৯ মে। (৩) শ্রীশ্রীরামেশ্বরধাম ও সমগ্র দক্ষিণ ভারত। (৪) যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী—১৪ মে। (৫) ভূস্বর্গ কাশ্মীর সহ মুসৌরী সিমলা ইত্যাদি—২৪ মে। (৬) কামাখ্যাধাম, শিলং, দার্জিলিং—১৯ জুন। শিবপদ রক্ষিত, ৩৪ স্ট্র্যাণ্ড রোড (তিনতলা), কলিকাতা-১। ফোন ঃ ২২-৩৮৯৯। (৬৮০২ এ)

কুণ্ডু স্পেশ্যালে

ভ্রমণ করুন (১) শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ—২/৫। ২) যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী—৬/৫। ৩) গোয়া ও মহারাষ্ট্র—১৫/৫। ৪) কুলু-মানালী সিমলা মুসৌরী—১৬/৫। ৫) দক্ষিণ ভারত—২০/৫। ৬) ভূস্বর্গ কাশ্মীর—২০/৫। বুকিং চলিতেছে। ৪০/১, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। ফোন ঃ ২২-৭২৪৭। (৬৬৬৪ এ)

ব্যানার্জী স্পেশ্যাল

টুরিস্টকোচে শ্রীশ্রীকেদারবদ্রী, যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী ১৮-৫-৭১। কাশ্মীর মুসৌরী সিমলা ২৩-৫-৭১। পরিচালক শ্রীভূপেন ব্যানার্জী। যোগাযোগ নিরুপম হালদার এণ্ড কোং, ১১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-১৩। ফোন ঃ ৩৪-৩৮৮৯। (সি ২৫০৬)

তীর্থযাত্রা ও প্রমোদ ভ্রমণ

জনতা স্পেশ্যাল টুরিস্ট কোচে

ভ্রমণ—কেদারনাথ-বদ্রীনাথ ১৯/৫ ভূস্বর্গ কাশ্মীর-সিমলা ২২/৫ পি-৪০ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলি-১। ফোন-৩৪-১৫০১। (সি ১৪৬৪)

সর্বভারত তীর্থ দর্শন

টুরিস্ট কোচে ১। ভূস্বর্গ কাশ্মীর, সিমলা মুসৌরী ২। কাশ্মীর—৩১৫, ৩। কেদারনাথ, বদ্রীনারায়ণ ৪। দার্জিলিং—১০৫, ১৯/৫, ৫। দক্ষিণ ভারত ৪২৫, ২৪/৫, ৬। দশহরা উপলক্ষে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী—২২৫, ২৬/৫, বুকিং চলিতেছে। ঘোষ স্পেশাল, ৩৪, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলি-১। ফোন—২২-৮৬৬৬। (সি ২৫৪৭)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি

স্নেহের বিমল/খোকন মা শয্যাশায়ী ভাই/খুকু কাঁদছে শীঘ্র ফিরে এসো। না হলে মাকে হারাবে অসুবিধা হলে জানাও লজ্জা/ভয় করিও না। —দিদি ছোড়দি, চক্রধরপুর। (সি ২৪৬৫)

ডাকটিকিট

বিদেশী ডাকটিকিট বিক্রয় করিব, মূল্য-তালিকা ১৫ পঃ। ইংরাজীতে লিখুন—১২৭০।৮।সি চণ্ডীগড় ১৮। (সি/এম ৬৯৫৭)

ঔষধ ও চিকিৎসক

বিদেশ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার দ্বারা যে কোন প্রকার প্লাস্টিক সার্জারী করা হয়। যোগাযোগ করুন ঃ খান্না নার্সিং হোম ৯/১-বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯, ফোন ঃ ৩৫-৮৪৫১। (৬৪২৩এ)

জনসাধারণের সুবিধার্থে স্বর্গীয় ডাঃ এস কে দাস-এর পুত্র ৬৪এ হরিশ মুখার্জি রোড, চারুজহর ভবনে প্রত্যহ বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা পর্যন্ত রোগী দেখিবেন। ফোন নং ৪৭-৮৫৩০। (বি ও ৯০৯)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

ডিগ্রী—অঙ্কে দুর্বল ছাত্রদের পাশের দায়িত্বে পড়াই। এডুকেশন হোম, ১০৯বি কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। ৩৫-৬৯৪৫। (বিও ৩৮৮)

রয়েল কলেজ

১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো, শিয়ালদহ। টাইপরাইটিং, শর্টহ্যাণ্ড, স্পোকেন ইংলিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান ও হিন্দি ক্লাশে ভর্তি চলিতেছে। শাখা ঃ ৮৭/২, বিধান সরণি ('দর্পণা'র পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট ('হরলালকা'র পাশে); ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, খিদিরপুর। (৬৫৮১ এ)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাষ্ট্রীয় জনতা মহাবিদ্যালয়

সমাজনেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, বাণীপুর

সরকার বা অন্য কোন সূত্র থেকে কোনরূপ আর্থিক প্রত্যাশা না করে পল্লী অঞ্চলে সেবামূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ভারতীয় পুরুষ নাগরিকদের কাছ থেকে তিন মাসের সমাজ নেতৃত্ব প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। ১৯৭১ সালের ২১ জুন থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু হবে। ফুলস্কেপ সাইজ কাগজে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশদ বিবরণসহ প্রার্থীর স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র রাষ্ট্রীয় জনতা মহাবিদ্যালয়ের (বাণীপুর, পোঃ বাণীপুর, ২৪-পরগণা) অধ্যক্ষের কাছে ১৯৭১ সালের ৩১ মে'র মধ্যে পৌঁছান প্রয়োজন। (১) নাম (ইংরেজী হলে বড় হরফে) (২) পিতার নাম (৩) বাড়ীর ঠিকানা (৪) বর্তমান ঠিকানা (৫) জন্ম তারিখ (প্রমাণপত্রসহ) (৬) ১৯৭১ সালের ১লা জুন তারিখে বয়স (৭) শিক্ষাগত যোগ্যতা (৮) বিশেষ যোগ্যতা (যদি কিছু থাকে) চারুশিল্প, কারুশিল্প, সংগীত, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, ব্রতচারী, স্কাউটিং, এন সি সি সেবামূলক কর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা (৯) শিক্ষকতার যোগ্যতা (কিছু থাকলে) ও (১০) বর্তমান কর্ম (কিছু করলে)। জেলা স্কুলবোর্ডের শিক্ষকগণকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রশংসাপত্র থাকা চাই। শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী বা সমতুল মানের কোন পরীক্ষায় পাশ। বয়ঃসীমা ১৮ থেকে ৪০ বৎসর। নিম্নলিখিত যে কোন এক বা একাধিক বিষয়ে পারদর্শিতা বা অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। (১) সমাজশিক্ষা (২) সঙ্গীত, খেলাধুলা ও শিল্পকর্ম (৩) শিক্ষাগত কৃতিত্ব (হায়ার সেকেণ্ডারী, পি ইউ পাশ, উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্তি বা তাহার সমতুল্য)। শিক্ষাকালে মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণ আবাসিক এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ছাত্রাবাসে (বিনা ভাড়ায়) থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিদ্যুৎ সরবরাহ (যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে) ও নিজে আহারাদি খরচ বহন করতে হবে। আহারাদি বাবদ কমপক্ষে ৫২ টাকা ভর্তির সময় অগ্রিম জমা দিতে হবে। শিক্ষার্থী গ্রহণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আগামী ৭ জুন, সোমবার, ১৯৭১ বেলা ১২টায় জনতা মহাবিদ্যালয়ে নির্বাচনী পর্ষদের এক সভা হবে। শিক্ষণগ্রহণেচ্ছু প্রত্যেক প্রার্থীকে দরখাস্তের নকল ও কৃতিত্বের মূল প্রমাণ সহ ঐদিন (৭-৬-৭১) নিজ খরচায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এজন্য কাহাকেও আর কোন পৃথক আমন্ত্রণপত্র নাও দেওয়া হতে পারে।

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক,
রাষ্ট্রীয় জনতা মহাবিদ্যালয়, বাণীপুর,
২৪-পরগণা।

নং ১৩১১ (২) আই পি আর (৬৬১৪)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পলিটেকনিক

যাদবপুর, কলিকাতা—৩২

পশ্চিমবঙ্গের স্টেট কাউন্সিল ফর এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক স্বীকৃত ১৯৭১-৭২ সেসনের জন্য এলসিই/এলএমই/এলইই-তে ৫ বৎসরের পার্ট-টাইম ডিপ্লোমায় ভর্তির জন্য দরখাস্ত ১৯৭১ সালের ১৫ মে পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

যোগ্যতাবলীঃ—স্কুল ফাইন্যাল/হায়ার সেকেণ্ডারী বা জুনিয়র টেকনিক্যাল বা সমতুল পরীক্ষা এবং এই শিক্ষায়তন কর্তৃক স্বীকৃত কোন ফ্যাক্টরী/ওয়ার্কশপ/সরকারী সংস্থা বা এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে অন্তত এক বৎসরের পুরাতন টেকনিক্যাল কর্মচারী।

১৯ এপ্রিল হইতে বুধবার ও শনিবার (বেলা ১১টা এবং ১টার মধ্যে) বাদে কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ২টা এবং বিকাল ৫টা হইতে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে কাউণ্টারে নগদে ১, টাকা আদায় দিয়া ২০ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত একটি স্বনাম ঠিকানা-লিখিত খামসহ (আকার—৯½″×৬″) যাদবপুর ইউনিভার্সিটি পোস্ট অফিসে প্রিন্সিপ্যাল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পলিটেকনিক-কে প্রদেয় ১, টাকার একটি রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার পাঠাইয়া ডাক মারফৎ প্রসপেক্টাস ও দরখাস্তের নির্ধারিত ফরম পাওয়া যাইবে।

এইচ কে মজুমদার
প্রিন্সিপ্যাল।
(৫২৪৬)

বাণীপীঠ স্কুল ও হোস্টেল

ছোট মেয়েদের কে জি ক্লাস ও নিরাপদ হোস্টেল। বড় মেয়েদের শীঘ্র উপার্জক করার জন্য শিল্পসঙ্গীতাদিসহ ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াইয়া স্কুল ফাইনাল পাশ করানো হয়। প্লাকড় মেয়েদেরও পড়ার সুব্যবস্থা। ভর্তি চলিতেছে। সেক্রেঃ ২০।২ এ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলি-৬। (সি ২১৭৬)

ডাকযোগে বাংলার মাধ্যমে

ইংরাজী শিখুন। একেবারেই ইংরাজী জানা না থাকিলেও প্রথম হইতে শিখিতে পারিবেন। মাসিক বেতন ৭, টাকা। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কোলে বাজারের বিপরীতে। (৪৮৮৩ এ)

স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার

সুবর্ণ সুযোগ—যাঁহারা বহুদিন হয় লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন অথচ বয়স বেশী, তাঁহাদিগকে অতি অল্প দিনের ভিতর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। টেস্ট পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। ভর্তির সময় কোন সার্টিফিকেট দরকার হয় না। প্রয়োজনে প্রথম হইতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন ১৫·৫০। ভি টি কলেজ, ১৫৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কোলে-বাজারের বিপরীতে, দোতলায়। (৬৫৫৬ এ)

ডাকযোগে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা। সর্বোচ্চ M D H ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। চমৎকার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। বিনামূল্যে প্রসপেকটাসের জন্য আবেদন করুন। প্রিমিয়ার হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, ১৪৪, সেকটর ১৯এ চণ্ডীগড়। ভারতে বৃহত্তম কলেজ। (৬৪৫৩)

মাত্র ৩০, টাকায়

টেলারিং শিক্ষা অথবা ট্রানজিসটার রেডিও তৈয়ারী শিক্ষা অথবা টেলিফোন অপারেটিং শিক্ষা। আপনি ইহার যে কোন একটি ৩ মাসের মধ্যে শিখিয়া অবসর সময়ে বাড়ীতে বসিয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারেন। উক্ত কনসেসনে মাত্র ২৫ জন ভর্তি করা হইবে। ভর্তি ফি পৃথক। রয়েল কলেজ, ১২ ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো, শিয়ালদহ। শাখা ঃ—৮৭/২, বিধান সরণি ('দর্পণা'র পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট ('হরলালকা'র পাশে); ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর। (৬৫৫৪ এ)

নির্ভুল ইংরাজী বলিতে

ও লিখিতে শিখুন। ব্যবসা, চাকুরী যাই করুন উন্নতি করিতে হইলে ইংরাজী জানা একান্ত আবশ্যক। মাসিক বেতন ১০:৫০। রয়েল কলেজ, ১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিয়ালদহ, ৩৫-৬২৩০। শাখা ঃ ৮৭।২, বিধান সরণি (দর্পণার পাশে), ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে), ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর। (৬৫৫৩ এ)

ইংরাজীতে কথা বলিতে লিখিতে

অতি অল্প দিনের মধ্যে শিখুন। জীবনে উন্নতি করিবার ইহাই একমাত্র সহজ উপায়। অল্প লেখাপড়া জানা থাকিলেও শিখিতে পারিবেন। মাসিক বেতন ১০·৫০। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট দোতলায়, শিয়ালদহ। (৬৫৫৫ এ)

ভর্তি চলিতেছে

টাইপরাইটিং, শর্টহ্যাণ্ড, স্পোকেন ইংলিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান হিন্দি, টেলিফোন অপারেটিং, টেলারিং ও হোমিওপ্যাথি ক্লাশে। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, দোতলায়, শিয়ালদহ স্টেশনের নিকটে। (৬৫৮৩ এ)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

১নং নোটিশ

যে সমস্ত ছাত্র কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এস-সি অনার্স পরীক্ষা পাস করিয়াছেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইতিমধ্যে দরখাস্ত না করিয়া থাকিলে তাঁহাদিগকে ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল মধ্যে নগদ ২, টাকা দিয়া রেজিস্ট্রারের অফিসে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করিতে বলা যাইতেছে।

২৬-৪-৭১ তারিখের পর কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না।

স্বাঃ বি কে বিশ্বাস
অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার
(৬৮৯৪)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য কনভারসেশন ইংলিশ। ৪ঠা মে নতুন কোর্স আরম্ভ। সেণ্ট জুডস, ৪৮ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। (৪৪-৮৮০২)। (সি ২০৪০)

গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ

টিচার্স ট্রেনিং ডিপার্টমেণ্ট

১৯৭১-৭৩ সালের (২ বৎসরের) টিচার্স ট্রেনিং কোর্স জুলাই মাসে আরম্ভ হইবে। নিম্নতম যোগ্যতা ঃ ইণ্টারমিডিয়েট প্রি-ইউনিভার্সিটি, হায়ার সেকেণ্ডারি বা তত্তুল্য। বয়স ঃ ১৮—৩০ বৎসরের মধ্যে। ভর্তির জন্য ১৪ই মে ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১০টা হইতে বেলা ২টার মধ্যে কলিকাতা-২০ অধীন ১/১ হরিশ মুখার্জি রোডে অফিসে স্বয়ং আসিয়া যোগাযোগ করুন। (৭০১৭)

কনসেসনে ভর্তি চলিতেছে

টেলিফোন অপারেটিং/টেলারিং/হাতে-কলমে ট্রানজিস্টার রেডিও তৈয়ারী করা—ইহার যে কোনও একটি ৩ মাসের ভিতর শিখিয়া শিক্ষান্তে আপনি মাসিক ২৫০, হইতে ৩০০, উপার্জন করিতে পারেন। বেতন ৩ মাসের জন্য ৩৫,। ভর্তি ফি পৃথক। এই কনসেশনে মাত্র ৫০ জন ছাত্র ও ছাত্রী ভর্তি করা হইবে। অল্প লেখাপড়া জানা থাকিলেই চলিবে। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কোলে বাজারের বিপরীতে, শিয়ালদহ। (৬৫৪০ এ)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

নোটিস

বোটানি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স ও জুওলজির এম এস-সি পার্ট-১ ক্লাস এবং ইকনমিকস ও ইংরেজির এম এ পার্ট-২ ক্লাস ৩ মে ১৯৭১ তারিখ সোমবার হইতে শুরু হইবে।

স্বাঃ বি কে বিশ্বাস,
অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার
(৭১২৫)

ব্যবসা-বাণিজ্য

ভিজা ঘেঁস

সবচেয়ে ভাল সবচেয়ে সস্তা; নীচু জমি, পুকুর ভরাট করতে, রাস্তা তৈরি করতে, বিশেষ করে জলাবদ্ধ জায়গায়, ফ্যাক্টরি ইয়ার্ড ইত্যাদির জন্যেও।

যাঁরা নিজেদের ট্রাকে ঘেঁস নিয়ে যাবেন এবং প্রচুর পরিমাণের জন্যে বিশেষ শর্ত ও দর।

যোগাযোগ করুন ঃ
ধরমপাল চাধা অ্যাণ্ড সনস
৩ ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
২৩-৫৩১৮
(৬৯৭৬-এ)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

১-৭-৭১ তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য রামপুরহাট গ্রুপের নিমিত্ত পৃথক কয়লা হ্যাণ্ডলিং ঠিকার জন্য সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার ফরম প্রত্যেকটির জন্য এই রেলওয়ের কলিকাতা-স্থিত চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট ৫, টাকা (অ-ফেরতযোগ্য) জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইয়া ২৪-৪-৭১ ও ১৫-৫-৭১ তারিখের মধ্যে কাজের দিনগুলিতে বেলা ১টা পর্যন্ত হাওড়া-স্থিত ডি এস ই (পি)-এর অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ১৭-৫-৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টায় সময় খোলা হইবে।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/হাওড়া
জি১০/২/পিআরও/এইচডব্লিউএইচ-২
(৭০১১)

টেণ্ডার

(১) শিয়ালদহের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ার/সাউথ এবং (২) শিয়ালদহের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ার/নর্থ অধীন কাজের জন্য শ্রমিক ও মালমসলা সরবরাহ সহ সার্ভিস ও আবাসিক বিল্ডিং-এর ফুটা ছাদ মেরামতের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে ২৫০০, টাকা এবং ২১৫০, টাকা। টেণ্ডার ১১-৫-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে। কলিকাতাস্থ এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট প্রত্যেকটি বাবদ অফেরতযোগ্য ৫, টাকা জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইয়া ১-৫-৭১ তারিখ হইতে ১০-৫-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন শিয়ালদহের ডিভিসনাল এঞ্জিনিয়ার/১-এর নিকট হইতে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/শিয়ালদহ
জি ১০।৩।পিআরও।এসডিএএইচ—৪
(৭১৫৩)

টেণ্ডার

বর্ধমানে পুলিস রেশন স্টোরে সরিষার তৈল, ডাল (মসুর, কাঁচা মুগ, অরহর) সরবরাহের জন্য প্রকৃত পাইকার, ডিলার, স্টকিস্ট বা এজেণ্টদের নিকট হইতে নমুনাসহ সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। বর্ধমানের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে। ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে উক্ত অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র দেখা যাইবে। বায়না বাবদ ডালের জন্য ৭০০ টাকা, সরিষার তৈলের জন্য ৭০০ টাকা এবং উভয় দফার জন্য ১৪০০ টাকা উক্ত অফিসারের অনুকূলে বর্ধমানে ট্রেজারিতে/রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াতে চালান দ্বারা জমা দিতে হইবে এবং উক্ত চালান টেণ্ডারের সহিত দাখিল করিতে হইবে। সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে দ্রব্যাদির মোট মূল্যের ৫ শতাংশ জামিন জমা দিতে হইবে।

১১৫৫(৪) আইপিআর/এ/৭১
(৭১৯৫)

টেণ্ডার

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে ডিরেক্টর, সেণ্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বিল্ডিং, কলিকাতা-১২ কর্তৃক "বিবিধ দ্রব্যাদির জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। প্রদেয় সমস্ত চার্জ ধরিয়া দর উল্লেখ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক দফার পার্শ্বে নির্দেশিত মত দ্রব্যগুলির নমুনা দিতে হইবে। কোন টেণ্ডারদাতা কর্তৃক আরোপিত বা তাঁহার ফরমে মুদ্রিত কোন শর্ত ও নিয়ম গ্রাহ্য হইবে না। কোন কারণ না দর্শাইয়া সর্বনিম্ন দরের বা যে কোন টেণ্ডার গ্রাহ্য বা বাতিল করার অথবা/কোন দফা/দফাসমূহ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা বা বাতিল করার অধিকার ডিরেক্টরের রহিল। দ্রব্যগুলির তালিকা: ক্রমিক নং, দ্রব্যের নাম, আনুমানিক প্রয়োজন, যে নির্দেশ অনুযায়ী দর উল্লেখ করিতে হইবে, তাহা যথাক্রমে নিম্নরূপ ১। টেস্ট টিউব, রিমলেস, ১ মিঃ মিঃ পুরু হার্ড নিউট্রাল গ্লাসের তৈরী (টেণ্ডারের সঙ্গে নমুনা আবশ্যক); 4"×½"; ২৫০ গ্রোস; প্রতি গ্রোস; 4"×½"—রবারের কর্ক সহ; ৬০ গ্রোস; প্রতি গ্রোস; 3"×½" আকারের ৬০ গ্রোস; প্রতি গ্রোস। ২। পেপার প্যাকেট (ঠোঙ্গা)—৬০ পাঃ ক্র্যাফ্ট পেপারের তৈরী, আকার ৩৪ সি এম×১৮ সি এম (নমুনা আবশ্যক); ৪০,০০০ পিস; প্রতি ১০০০ পিস। ৩। রঙ্গীন পলিথিন ব্যাগ—আকার ৩৪ সি এম×১৮ সি এম (নমুনা আবশ্যক); ৪০,০০০ পিস; প্রতি ১০০০ পিস। ৪। টোয়াইন বল, কটন, প্রতি বলের ওজন ৪ আঃ (নমুনা আবশ্যক), ৪টি বলের প্যাকেটে ২০০ প্যাকেট; প্রতি প্যাকেট। ৫। টিউবের জন্য ২টি পকেটসহ কাপড়ের ব্যাগ (নমুনা আবশ্যক); ২০০০ পিস; প্রতি ১০০ পিস। ৬। গাম, অ্যারাবিক সলিড সর্বশ্রেষ্ঠ কোয়ালিটি (টেণ্ডারের সঙ্গে নমুনা আবশ্যক); ৬০ কেজি; প্রতি কেজি। ৭। নারকেল ঝাঁটার কাঠি, ৪' হইতে ৫' লম্বা (নমুনা আবশ্যক); ৮০ কেজি; প্রতি কেজি। ৮। পলিথিন হ্যাঙ্গার—ড্রাই প্লাজমা বোতলের জন্য (নমুনা আবশ্যক); ৫০০০ পিস; প্রতি ১০০ পিস। ৯। গ্লাস অয়ার ফিল্টার—পি টি সেটের জন্য (টেণ্ডারের সঙ্গে নমুনা আবশ্যক)—২০০০ পিস; প্রতি ১০০ পিস। ১০। দেশলাই টেক্কা বা ব্যাগ ব্র্যাণ্ড; ৬ গ্রোস; প্রতি গ্রোস। ১১। ব্রোঞ্জ মেটালের ব্যাজ—নম্বর প্লেটসহ—নমুনা অনুযায়ী (টেণ্ডারের সঙ্গে নমুনা আবশ্যক); ১০০০ পিস; প্রতি ব্যাজ। ১২। কাপড় কাচা সোডা (আই সি আই বা টাটা) ১৫০ কেজি; ৭৫ কেজির প্রতি ব্যাগ। ১৩। ডিসটিলড ওয়াটার—ফেরতযোগ্য বোতলে: (ক) টেস্টেড ৩০,০০০ লিটার; প্রতি লিটার; (খ) পাইরোজেন ফ্রী ১৫,০০০ লিটার; প্রতি লিটার। টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ—২৯ এপ্রিল, ১৯৭১।

১৯৫৭(২) আই পি আর/এ/৭১ (৭১৩৯)

অর্ডনান্স ইকুইপমেণ্ট ফ্যাক্টরি, কানপুর

টেণ্ডার নং পি ভি/২০৭। জেনারেল ম্যানেজার, অর্ডন্যান্স ইকুইপমেণ্ট ফ্যাক্টরি, কানপুর নিম্নোক্ত দফাগুলি সরবরাহের জন্য ৩-৬-৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন: (১) ব্রাস টিউব (১-১/৮" ও/ডি×১৭ এস ডব্লু জি) ২৮.৫৮ মি মি×১.৪২ মি মি ওয়াল থিকনেস, পরিমাণ: ২২০ আর এম। (২) ব্রাস টিউব (১-১/৮" ও/ডি×২২ এস ডব্লু জি) ৩১.৭৫ মি মি (৩২ মি মি)×৭১ মি মি। পরিমাণ: ৩৩৭৭ আর এম। স্পেসিফিকেশন নং (উভয় দফার জন্য) আই এস: ৪০৭-১৯৬৬ অ্যালয় নং ২ হাফ হার্ড। টেণ্ডার ফরমের দাম ৫, টাকা। অন্যান্য বিবরণীর জন্য ২১-৪-৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জর্নাল দ্রষ্টব্য।

ডি এ ভি পি ৬৮৫(৪০)/৭১ (৭০৭৮)

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ইলেকট্রিক্যাল সার্কেল নং ১ (পি ডব্লিউ ডি), ৬, কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা-১—কলিকাতার এম সি অ্যাণ্ড এইচ মেন বিল্ডিং-এর ই আই রি-অয়্যারিং কাজের জন্য পি ডব্লিউ ডি এর ১ম ও ২য় শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ইলেকট্রিক্যাল ঠিকাদার এবং ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজারস সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি অথবা সমতুল ন্যাশনাল সার্টিফিকেটধারী প্রকৃত, অভিজ্ঞ, সঙ্গতিপন্ন ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাহিরের ইলেকট্রিক্যাল ঠিকাদারগণের নিকট হইতে ডব্লিউ বি এফ নং ২৯১১(২)তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। টেণ্ডারের সীলকরা খামের উপর কাজের নাম লিখিয়া দিতে হইবে। আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ ও বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে টাঃ ৬১,২৯৫=২৫ পঃ এবং ১২২৭, টাকা। কাজের তফসিল, স্পেসিফিকেশন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণাদি উক্ত অফিসে এবং নর্থ ক্যালকাটা ইলেকট্রিক্যাল ডিভিসনের একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে দেখা যাইবে এবং উহার কপি পাওয়া যাইবে। বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট দেখাইয়া প্রতিটি ৫, টাকা মূল্যে টেণ্ডার ফরম উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে অফিস চলা সময়ে পাওয়া যাইবে। ৩০ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং উহার অব্যবহিত পর ঐগুলি প্রকাশ্যে খোলা হইবে। সর্বনিম্ন দরের বা যেকোন টেণ্ডার গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে। টেণ্ডার গ্রাহ্য করার তারিখ হইতে দশ সপ্তাহ মধ্যে কাজটি শেষ করা প্রয়োজন। কাজের জন্য যেকোনরূপ পেমেণ্টের পূর্বে আঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট পেশ করিতে হইবে।

১৯৪৯(২) আই পি আর/এ/৭১ (৭১৪২)

টেণ্ডার

"ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গ্যানিজেশন, এম ই সেকশন, ১ গারস্টিন প্লেস (সমগ্র বিল্ডিং), কলিকাতা-১'এর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতী কাজের জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, সি এম পি ও—মানিকতলা স্কীম কনস্ট্রাকশন ডিভিশন, ১৮ রবীন্দ্র সরণী, ৩য় তল, কলিকাতা-১ কর্তৃক এই বিশেষ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য, প্রকৃত ও সঙ্গতিপন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে এতদ্দ্বারা বি এফ নং ২৯১১(১)'তে পৃথক পৃথক সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ব্যয় বরাদ্দ: ২৮,৬২৫, টাকা। জমা দেয় বায়নার পরিমাণ: ৭২০, টাকা। ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণকে তাঁহাদের অতীত অভিজ্ঞতা, এই ধরনের কাজ সম্পাদনের মত সামর্থ্য ও আর্থিক সঙ্গতি প্রমাণের জন্য প্রামাণিক কাগজপত্র এবং আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের সংসাপত্র পূর্বাহ্নেই পেশ করিতে হইবে, এগুলি ছাড়া কাহারও কাছে টেণ্ডার ফরম ইস্যু করা হইবে না। প্রতি প্রস্থ বাবদ নগদ ৬, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিলে ৪ঠা মে, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহের কাজের দিন বেলা ১০টা ও বেলা ২টার মধ্যে এবং শনিবার বেলা ১০টা ও মধ্যাহ্ন ১২টার মধ্যে উপরোক্ত অফিসে ঠিকার সমস্ত কাগজপত্র ও বি এফ ২৯১১(১) কিনিতে পারা যাইবে। টেণ্ডার একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, সি এম পি ও—মানিকতলা স্কীম কনস্ট্রাকশন ডিভিশন, ১৮ রবীন্দ্র সরণী, ৩য় তল, কলি-১ কর্তৃক ৫ই মে, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা (ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেই দিন বেলা ৩-৩০টায় (ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড সময়) উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে। একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার কোন কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রাখেন।

১৯৩৮(২) আই পি আর/এ/৭১ (৭০৯০)

পি অ্যাণ্ড টি ডিপার্টমেণ্ট

প্র স্তা বি ত আসানসোল-লখনৌ মাইক্রোওয়েভ রুটে নিম্নোক্ত স্থানের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া ১৩টি বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিরেক্টর অফ টেলিগ্রাফস, মাইক্রোওয়েভ প্রজেক্ট, ৪ নিউ রোড আলিপুর, কলিকাতা-২৭ কর্তৃক পৃথক পৃথক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। (১) জগদীশপুর (২) চাকাই (৩) চণ্ডী (৪) ভেলাউ (৫) দাউদপুর (৬) সিবান (৭) ভোজ (৮) হাতা (৯) বিশনাথপুর (১০) ক্যাপ্টেনগঞ্জ (১১) ভরতকুণ্ড (১২) ভিলসর (১৩) সফদরগঞ্জ। ক্রমিক সংখ্যা ১ হইতে ৮ পর্যন্ত প্রতিটি বিল্ডিং-এর অনুমিত ব্যয় ৩০,০০০, টাকা এবং ক্রমিক নং ৯ হইতে ১৩ পর্যন্ত প্রতিটি বিল্ডিং-এর ৩২,০০০, টাকা।

নির্ধারিত ফরমে (জেনারেল-২৮) টেণ্ডার দাখিল করিতে হইবে। ২৬-৪-৭১ তারিখ হইতে যে কোনো কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে কলিকাতা-২৭ অধীন ৪নং নিউ রোডস্থিত মাইক্রোওয়েভ প্রজেক্টের অ্যাকাউণ্টস অফিসারের নিকট প্রতি বিল্ডিং বাবদ নগদে ৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিলে কলিকাতা-২৭ অধীন ৪নং নিউ রোডস্থিত অফিসে ঠিকার কাগজপত্র পাওয়া যাইবে।

ডিরেক্টরের শিরোনামে "........তে বিল্ডিং কাজ" শীর্ষাঙ্কিত টেণ্ডার ২৬-৫-৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিনই বেলা ২টার সময় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

ডি এ ভি পি—৭১০(৩০)/৭১ (৬৪৯৭)

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন

নির্দিষ্ট কোয়ালিটি সমন্বিত ৫০,০০০ টন সদ্য খনি হইতে উত্তোলিত আর ও এম লো মরুস্তায় নন-কুকিং গ্রেঃ ২/৩এ কয়লা সরবরাহ ও ডেলিভারী দেওয়ার জন্য অ্যাডিঃ চীফ ইলেকঃ এঞ্জিনীয়ার, ডি ভি সি, মাইথন কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। উহা ডি ভি সি-এর বোকারো থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে মাসিক ১৫,০০০ টন হারে সড়কযোগে পরিবহণ করিয়া সরবরাহ দিতে হইবে।

সীলকরা খামে তিন প্রস্থে টেণ্ডার অবশ্যই ১৭ মে, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১০টার মধ্যে অ্যাডিঃ চীফ ইলেকঃ এঞ্জিনীয়ার, ডি ভি সি, মাইথন ড্যাম, ধানবাদ নিকট পৌঁছা চাই। নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পর প্রাপ্ত টেণ্ডার বিবেচিত হইবে না। টেণ্ডার পেশ জন্য সময় কিছুতেই বাড়ান হইবে না। বিশদ স্পেসিফিকেশনের নকল সকল কাজের দিন বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে প্রতি প্রস্থ বাবদ অফেরতযোগ্য ৫০, টাকা (পঞ্চাশ টাকা) আদায় দিয়া মাইথনস্থিত অ্যাডিঃ চীফ ইলেকঃ এঞ্জিনীয়ারের অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার খোলার তারিখে স্পেসিফিকেশন ইস্যু করা হইবে না। বাহিরের ফার্মসমূহ এই টাকা কণ্ট্রোলার অব অ্যাকাউণ্টস (ইলেক), ডি ভি সি, মাইথন ড্যাম, জেলা ধানবাদ নামে রেখিত পোস্টাল অর্ডার দ্বারা ডাকে পাঠাইতে পারেন।

লোক মারফৎ টেণ্ডার পেশ করিতে হইলে উহা মাইথনস্থ অ্যাডিঃ চীফ ইলেকঃ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে রক্ষিত টেণ্ডারের বাক্সে ফেলিতে হইবে। হাতে টেণ্ডার দাখিল করিলে উহা গ্রহণের বা উহা পাওয়ার রসিদ দেওয়ার জন্য কাহাকেও ক্ষমতা দেওয়া নাই।

আ্যাডিঃ চীফ ইলেকঃ এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক টেণ্ডার মাইথনে ১৭ মে, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১০-৩০টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতা বা তাঁহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের সমক্ষে খোলা হইবে।

কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইলে যে কোন বা সকল টেণ্ডার আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিল করার অধিকার কর্পোরেশন কর্তৃক সুরক্ষিত।

(৭১১১এ)

টেণ্ডার

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য অ্যাডিশনাল একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, সাবারবান ড্রেনেজ ডিভিসন, আই অ্যাণ্ড ডব্লিউ ডিরেকটরেট, পি-৫, সি আই টি স্কীম নং ৫৫ (৮ম তল), কলিকাতা-১৪ কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার (প্রত্যেক কাজের জন্য পৃথক পৃথকভাবে) আহ্বান করা যাইতেছে, কাজের নাম, অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ, টেণ্ডার দাখিলের যোগ্য ঠিকাদারের শ্রেণী, ডব্লিউ বি এফ নং এবং কাজ শেষ করার মেয়াদ যথাক্রমে নিম্নরূপঃ (১) ইস্ট মগরাহাট বেসিন ড্রেনেজ স্কীম সম্পর্কে হটর খাল পুনর্খনন; ৩৫,৪৫০, টাকা; ৭০৯, টাকা; আই অ্যাণ্ড ডব্লিউ ডিরেকটরেটের তালিকাভুক্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর ঠিকাদার এবং জি সি ডি সি এবং ইস্টার্ন সার্কেলের ৩য় শ্রেণীর ঠিকাদার এবং সঙ্গতিপন্ন, প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদার; ২৯১১(১); দেড় মাস। (২) ইস্ট মগরাহাট বেসিন ড্রেনেজ স্কীম সম্পর্কে সূর্যপুর আউটার চ্যানেল পুনর্খনন; ২,৮৮,০০০, টাকা; ৫,৭৬০, টাকা; আই অ্যাণ্ড ডব্লিউ ডিরেকটরেটের তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার এবং সঙ্গতিপন্ন প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদার; ২৯১১(১); তিন মাস। বিশদ বিবরণ উপরোক্ত অ্যাডিশনাল একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার-এর অফিসে যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ৩টার মধ্যে পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ফরম বিক্রয়ের শেষ তারিখ (উক্ত অফিস হইতে): ৪ মে, ১৯৭১। টেণ্ডার উপরোক্ত অ্যাডিশনাল একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে ৫ মে ১৯৭১ তারিখ বেলা ১১টা হইতে ২টার মধ্যে গৃহীত হইবে।

১৯৫৮(২) আই পি আর/এ/৭১ (৭১৪০)

দি স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ

কলিকাতা—১৬

কলিকাতায় ও উহার চতুষ্পার্শ্বে বিভিন্ন ক্রাশিং ইউনিটে এই কর্পোরেশন কর্তৃক রক্ষিত ভেজালমুক্ত ও প্রায় ৮% তৈল সমন্বিত কানাডিয়ান রেপসীড কেকের সীমিত স্টক ক্রয়ে আগ্রহী এবং আয়কর পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেটধারী পক্ষগণের নিকট হইতে ৪ মে, ১৯৭১ তারিখ বিকাল ৪টার মধ্যে সীলকরা খামে অনড় দরের প্রস্তাব আহ্বান করা হইতেছে। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাদির জন্য কলিকাতা-১৬ অধীন ১০, লিণ্ডসে স্ট্রীট (৩য় তল) স্থিত উপরোক্ত অফিসে যোগাযোগ করুন। ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পে অর্ডারে ১০০০, টাকার বায়না সহ অনড় দরের প্রস্তাব পেশ করিতে হইবে। (৭১৫১)

একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার (এগ্রিইরিগেশন), সাদার্ন ডিভিসন, ৪১/২, গাড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯—"জয়নগর-১ ব্লক অধীন মহিষমারির খালাসী কোয়ার্টার্স নির্মাণ এবং বড়তলা খালের উপর স্লুইস গেট নির্মাণ" কাজের জন্য সরকারী বিভাগ বা স্বয়ংশাসিত সংস্থার রেজিস্টার্ড প্রকৃত ঠিকাদার অথবা উপরোক্ত বিভাগে কর্মরত ঠিকাদারগণের নিকট হইতে ডব্লিউ বি এফ নং ২৯১১(২)'তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ: ১,৭৭,৪৬০, টাকা। বায়নার পরিমাণ: ৩,৫৫০, টাকা। কাজ শেষ করার মেয়াদ: ৭৫ দিন। বিশদ ড্রইং, স্পেসিফিকেশন, চুক্তির শর্তাদি ও টেণ্ডারের অন্যান্য কাগজপত্র ২৭ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত যথাযথভাবে প্রত্যায়িত আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের সার্টিফিকেট দেখাইয়া এবং প্রতি প্রস্থ বাবদ ১০, টাকা আদায় দিয়া উপরোক্ত অফিসারের নিকট ক্রয় করা যাইবে। অন্যান্য বিবরণের জন্য উপরোক্ত অফিসারের সহিত যোগাযোগ করা যাইবে। উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে ২৮ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-৩০টায় তৎ কর্তৃক উহা খোলা হইবে। সর্বনিম্ন দরের বা যেকোন টেণ্ডার গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে।

১৯৬১(২) আই পি আর/এ/৭১ (৭১৪১)

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন

ডি ভি সি-এর চন্দ্রপুরা থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে (জেলা হাজারিবাগ, বিহার) সড়ক পরিবহণযোগে মাসিক ২০,০০০ টন হিসাবে ১০০,০০০ টন সদ্য খনি হইতে তোলা আর-ও-এম লো মরুস্তার, নন-কোকিং গ্রেঃ ২/৩এ কয়লা সরবরাহ ও ডেলিভারির জন্য অ্যাডিঃ চীফ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, ডি ভি সি, মাইথন কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। সীলকরা খামে তিন প্রস্থে টেণ্ডার অবশ্যই ১৮ মে ১৯৭১ তারিখ বেলা ১০টার মধ্যে অ্যাডিঃ চীফ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, ডি ভি সি, পোঃ অঃ মাইথন ড্যাম, জেলা ধানবাদ-এর নিকট পৌঁছা চাই। উপরে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত টেণ্ডার বিবেচিত হইবে না। টেণ্ডার দাখিলের জন্য আরও সময় চাহিলে তাহা দেওয়া হইবে না।

যে কোন কাজের দিন সকাল ১০-৩০টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে কণ্ট্রোলার অব একাউণ্টস (ইলেকট্রিক্যাল), ডি ভি সি, পোঃ অঃ মাইথন ড্যাম (ধানবাদ)-এর নিকট প্রতি প্রস্থ বাবদ অফেরৎযোগ্য ৫০, টাকা (পঞ্চাশ টাকা) আদায় দেওয়ার রসিদ দেখাইয়া অ্যাডিঃ চীফ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, ডি ভি সি, পোঃ অঃ মাইথন ড্যাম (ধানবাদ)-এর অফিসে বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন ও টেণ্ডারের ফরমের কপি পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার খোলার তারিখে স্পেসিফিকেশন ইস্যু করা হইবে না। বাহিরের ফার্মসমূহ উক্ত টাকা কণ্ট্রোলার অব একাউণ্টস (ইলেকট্রিক্যাল) ডি ভি সি, পোঃ অঃ মাইথন ড্যাম (ধানবাদ), বিহার-এর নামে রেখিত পোস্টাল অর্ডারে পাঠাইতে পারেন।

লোক মারফৎ টেণ্ডার পাঠাইলে উহা মাইথনস্থিত অ্যাডিঃ চীফ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের অফিসে রক্ষিত টেণ্ডারের বাক্সে জমা দিতে হইবে। লোক মারফৎ প্রেরিত টেণ্ডার গ্রহণ করিবার বা রসিদ

টেণ্ডার

দেওয়ার জন্য কাহাকেও ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

টেণ্ডার অ্যাডিঃ চীফ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক মাইথন ড্যামস্থিত তাঁহার অফিসে ১৮ মে ১৯৭১ তারিখ বেলা ১০-৩০টায় টেণ্ডারদাতাগণ বা তাঁহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হইবে।

কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া প্রয়োজন বোধে যে কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অংশত বা সমগ্রত অগ্রাহ্য করিবার অধিকার কর্পোরেশনের সংরক্ষিত।

(৭১১০এ)

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, হুগলি কনস্ট্রাকশন ডিভিসন, পি ডব্লু (রোডস) ডিপার্ট, ৪ ক্রুকেড লেন, চুঁচুড়া, হুগলি নিম্নলিখিত কজের জন্য কালভার্টের কাজে অভিজ্ঞ, নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতিপন্ন, প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদার এবং পি ডব্লু ডি-এর ১ম ও ২য় শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডব্লু বি এফ ২৯১১(২)-তে সীলকরা টেণ্ডার (প্রতি কাজের জন্য পৃথক পৃথকভাবে) আহ্বান করিতেছেন। কাজের নাম, অনুমিত ব্যয় এবং বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে এইরূপঃ—(১) হুগলি জেলায় বলরামপুর-হরপাল রোড ইমপ্রুভমেণ্টের ২য় মাইলে ১×১০'-০"×১০'-০" মাপের ২টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ; ৫৪,৭১৯ টাকা, ১,০৯৪ টাকা। (২) —ঐ— —ঐ— ১ম মাইলে একটি এবং ৩য় মাইলে ২টি ৫'-০"×৫'-০" মাপের বক্স কালভার্ট নির্মাণ; ৫৭,১৬০ টাকা, ১,১৪৩ টাকা। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:—অর্ডারের তারিখ হইতে দুই মাস। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ সংসাপত্র দেখাইয়া প্রতি প্রস্থ বাবদ ১০ টাকা আদায় দিলে উক্ত অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিবরণী পাওয়া যাইবে। ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-১৫টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে। ঐ তারিখে কোনো টেণ্ডার ফরম বিক্রয় হইবে না।

১৯৬০(২) আইপিআর/এ/৭১ (৭১৪০)

নোটিস

সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি

বিজ্ঞপ্তি

করদাতাগণ বিল পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে অথবা প্রতি কোয়ার্টারের শেষ দিনের মধ্যে (যাহাই আগে হইবে) মিউনিসিপ্যাল অফিসে ট্যাক্স আদায় দিয়া ৩½% রিবেটের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন।

১। অপরিহার্য কারণে অথবা পৌর সংস্থার আয়ত্তবহির্ভূত ডাক বিভাগের দেরীর জন্য বিলম্বে প্রাপ্ত বিল অগ্রাহ্য করিবেন।
২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ট্যাক্স আদায় না দেওয়ার জন্য সুদ পরিহার করুন।
৩। মিউনিসিপ্যাল অফিসে সাধারণত সপ্তাহের কাজের দিন ও রবিবার সকাল ৮টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা এবং বেলা ৩টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ট্যাক্স গ্রহণ করা হয়।
৪। মনি-অর্ডার এবং এ/সি পেয়ী চেকও গৃহীত হয়।
৫। রিভিউ-করা বিষয়গুলি রেফারেন্সের জন্য মিউনিসিপ্যাল অফিসে প্রদর্শিত আছে।

স্বাঃ অস্পষ্ট
চেয়ারম্যান
দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি
(৭০৭০)

পাবলিক নোটিস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পাবলিক ভেহিকল্স ডিপার্ট
৩৮ বেলতলা রোড, কলিকাতা-২০
বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু কলিকাতার রেজিস্টারিং অথরিটি নিম্নোক্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বরযুক্ত যথা: (ক) প্রাইভেট কার ও ওমনিবাস: ডব্লিউ বি এ—৫৪২৬; ডব্লিউ বি সি—৬৩০৪; ডব্লিউ বি ই—৮৬১; ডব্লিউ বি এফ—৯৫৪১; ৭৪৩; ৮৪২৬; ডব্লিউ বি জে—৩২৮; (খ) মোটর সাইকেল: ডব্লিউ বি এল—৭৫৭৪; ৪২৯১; ৪১০১; (গ) লরী ও ট্রাক: ডব্লিউ বি কে—৪০৫১; ৬৪০০; ডব্লিউ বি কিউ—১০৫।

মোটর ভেহিকলের মালিকানা হস্তান্তরের জন্য দরখাস্ত পাইয়াছেন এবং যেহেতু এই রেজিস্টারিং অথরিটি প্রস্তাবিত হস্তান্তর সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করা প্রয়োজন মনে করেন।

সেইহেতু একণে উল্লেখিত ভেহিকলগুলির যে-কোন একটি হস্তান্তর সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে সাত দিন মধ্যে আহ্বান করা যাইতেছে। উক্ত আপত্তি যে-কোন কাজের দিন বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ১২-৩০টার মধ্যে স্বয়ং অথবা কোন উকিল মারফত অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর (রেজিস্ট্রেশন) পাবলিক ভেহিকলস ডিপার্টমেণ্ট-এর নিকট পেশ করিতে হইবে। আপত্তির দরখাস্ত তিন প্রস্থে হইতে হইবে; উহাতে বিশদভাবে আপত্তির হেতুসমূহ থাকা চাই এবং আপত্তির যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য উহার সঙ্গে প্রামাণিক কাগজপত্র (যেক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে) থাকা চাই। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি পেশ করা না হইলে আর কোন বিজ্ঞপ্তি না দিয়াই মালিকানার হস্তান্তর অনুমোদন করা হইবে।

স্বাঃ এস কে চক্রবর্তী,
রেজিস্টারিং অথরিটি,
কলিকাতা

তারিখ: ১৯-৪-৭১
১৯৩৪(৫) আই পি আর/এ/৭১ (৭০৮৯)

বাংলাদেশের দুর্গতদের জন্য চিকিৎসা সাহায্য

স্টাফ রিপোর্টার

ইনডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বাংলা দেশের দুর্গতদের জন্য ওষুধ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সাহায্য দেবেন। শুক্রবার বাংলা দেশ রেড ক্রসের জনৈক প্রতিনিধি কলকাতায় এসে মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার নেতৃস্থানীয় চিকিৎসকদের সঙ্গে ওই নিয়ে আলোচনা করেন।

শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ

বাংলা দেশের সংগ্রামে আহতদের সেবার উদ্দেশ্যে শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্র পীঠের অধ্যাপক ও চিকিৎসকরা দু'টি চিকিৎসা মিশন প্রেরণ করেছেন।

বাগদা ত্রাণশিবিরে সেবা

বয়ড়া সীমান্তের কাছে বাগদায় শ্রীকাশী বিশ্বনাথ নবযুবক সমিতির পক্ষ থেকে বাংলা দেশের শরণার্থীদের জন্য যে ত্রাণ-কেন্দ্র খোলা হয়েছে সেখানে স্ত্রী-পুরুষ শিশু নিয়ে বহু সহস্রাধিক আশ্রয়প্রার্থী রয়েছেন। ব্রিটিশ এম পি শ্রী বি ডগলাস মান ও শ্রীস্টোনহাউস বৃহস্পতিবার এই শিবির পরিদর্শন করেন। ওখানে সমিতির শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক ত্রাণকার্যে নিযুক্ত আছেন।

ত্রাণকার্যে আড়াই কোটি টাকা মঞ্জুর

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলা দেশ থেকে আসা শরণার্থীদের আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে এ পর্যন্ত আড়াই কোটি টাকার মঞ্জুরি পেয়েছেন। এ বাবদ খরচা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা হিসাব করা সম্ভব না হলেও টাকার জন্য ত্রাণের কাজ আটকে থাকবে না এ ব্যাপারে কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি আবার পাওয়া গিয়েছে।

কলকাতার কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দফতরের যে শাখা দফতরটি চালু হয়েছে সেখানে আর্থিক বিষয়ে যুগ্মসচিবের একটি পদ হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য সচিব শ্রী এ কে সেনকে এই পদে নিযুক্ত করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

শরণার্থীর অবিরাম ধারা

এদিকে বাংলা দেশ থেকে শরণার্থী আসার বিরাম নেই। শনিবার পর্যন্ত সরকারী হিসাব মোট ৪ লক্ষ ৯৬ হাজারের মত শরণার্থী এসেছেন। এ'দের মধ্যে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার স্থান পেয়েছেন সরকারী শিবির ও আশ্রয় গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে।

আজ অর্থ সংগ্রহ অভিযান

আজ রবিবার সকাল ৮টায় বাংলা দেশ মুক্তিযোদ্ধা সহায়ক কমিটির পক্ষ থেকে মৌলালী থেকে একটি মিছিল অর্থ সংগ্রহ অভিযানে বের হবে। মিছিলে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি থাকবেন।

শ্রীতাজুদ্দীনের সঙ্গে আলোচনা

শনিবার বাংলা দেশ মুক্তিযোদ্ধা সহায়ক কমিটির সম্পাদক শ্রীহরিদাস মিত্র হরিদাসপুর সীমান্তে গিয়ে উদ্বাস্তুদের অবস্থা পর্যালোচনা করেন। সীমান্তে বাংলা দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর উদ্বাস্তু ও মুক্তিযোদ্ধার সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

কলকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব

কলকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি (৭৫ বর্ষ পূর্তি উৎসব) ৯ থেকে ১১ মে অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাওয়ান ৯ মে সকাল ৯টায় উৎসবের উদ্বোধন করবেন। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত। তৃতীয় ও শেষদিনে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী এবং কর্মচারীদের পুনর্মিলন উৎসব। এবিষয়ে যোগাযোগ করতে হবে অধ্যক্ষ শ্রী আর সি সেনের সঙ্গে।

পাবলিক নোটিস

আর. টি. এ., বর্ধমান

নোটিস

৭-২-৭১ এবং ৮-২-৭১ তারিখে কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, যুগান্তর এবং আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ৫-২-৭১ তারিখের এই অফিসের নোটিস নং ৫২৫(১২) এম ভি-এর ধারাবাহিকতাক্রমে এবং ১১-২-৭১ তারিখের এই অফিসের নোটিস নং ৬১৪(৩) এম ভি-এর ধারাবাহিকতাক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত ২৫-১-৭১ তারিখের এই অফিস নোটিস নং ৩৬৪(১২) এম ভি (২৭-১-৭১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং আই অ্যাণ্ড পি আর/অ্যাডভাঃ নং ৩৮২(৪) আই পি আর/এ/৭১ দ্রষ্টব্য)-এর প্রত্যুত্তরে নির্ধারিত তারিখ মধ্যে প্রাপ্ত বক্তব্যাদি বিবেচনার জন্য বর্ধমান জিলা পরিষদের (তৃতীয় তলে) মিটিং হলে ১৫-২-৭১ তারিখ সকাল ১০টার সময় বর্ধমান রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটির যে সভা অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল, তাহা বর্ধমান জিলা পরিষদের (তৃতীয় তলে) মিটিং হলে ২৮-৪-৭১ তারিখ সকাল ৯টার সময় অনুষ্ঠিত হইবে।

যাঁহারা নির্ধারিত তারিখ মধ্যে বক্তব্যাদি পেশ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের বক্তব্য সমর্থনের জন্য স্বয়ং বা তাঁহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি মারফৎ উপরোক্ত তারিখ ও সময়ে বর্ধমানের আর টি এ-এর সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারেন।

স্বাঃ বি কে মজুমদার
সেক্রেটারী, আর টি এ, বর্ধমান
তারিখ ২২-৪-৭১

১৯৪৬(৪) আই পি আর/এ/৭১ (৭১৪৫)

'নিজের পরে ঘেন্নায় এসিছি বাবু!'

'সুখী' ভিখারি হবার আশায়

নিজস্ব প্রতিনিধি

'গে'ওখালিতে' মাটি কোপানের কাম করতাম ছ্যার। তা মাটি তো আর কুপাতে বাকি রইলনি। চলি আলাম কলকেতা। ভিখ হোতি মাংতেই হয়, ত্যাবে শউরেই দুচারটি তাঁরা হ্যাবে।' বলছিলো কাঙালিচরণ পুরকাইত। জাত-ভিখারি নয়: জমিজেরাত অল্পস্বল্প ছিলো বাপ-পিতেমোর আমলে ভিটে-ভদ্রাশন ছিলো। জন্মের আগেই সব খুইয়ে বসেছে। বড় হয়ে গতর খাটাতো নিজগাঁয়ে, আশপাশের দু দশ গাঁয়ে। আজ জনমজুরিও জোটে না। ভিক্ষে করে খায়। পরিবার পোষে। তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ফুটপাত ঘিরে গোলপাতার ছাউনি বানিয়ে নিয়েছে খিদিরপুরে তিন নমবর বাস-স্ট্যানডের কাছে। দিব্যি আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, তা এখানে কে আনলো তোমাকে?

সন্ধান দিল কে? টাকার লোভে আসোনি তো?

না বাবু, তা আসিনি। গরমেনটোর ঐ আঠারো টেকা আর কদিন ঠেকাবে। নিজের পরে ঘেন্নায় এসিছি। আর ছানাপোনার দরকার নি। খেতি পরাতি দিতি পারি নে, তায় আবার ঘর-গেরস্তালি।

বিকেলে কালীঘাট মন্দিরের কাছে ইনডিয়ান চেমবার অব কমার্স-এর পরিবার প্রকল্প কেন্দ্রে ভিক্ষুক নির্বীজকরণ সূত্রে খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। এই সংস্থা অন্যান্য সেবামূলক কাজকর্মের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনাকে একটি জরুরী জায়গা দিয়েছেন। বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগেই এ'দের প্রধান কাজকর্ম। তবে ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম ভিক্ষুক নির্বীজকরণের সময়ে প্রভূত সাড়া পেয়েছিলেন। সে-সময়ে শিবির পড়েছিলো পারকসারকাস বেনেপুকুর অঞ্চলের একটি স্কুল বাড়িতে। এবছর ২৪ থেকে ২৮ এপরিল পর্যন্ত মন্দির প্রাঙ্গণে তিনটি ঘর ভাড়া নিয়ে এই সংস্থা তাঁদের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে হাত দিয়েছেন। শনিবার সন্ধে পর্যন্ত আমরা দেখে এসেছি প্রায় জন বিয়াল্লিশ পুরুষ অপেক্ষা করছেন। রাত দশটা পর্যন্ত সংস্থার চিকিৎসগণ কাজ করবেন। তবে, প্রসঙ্গত মন্তব্য না করে পারা যায় না, যাদের দেখে এসেছি তাদের মধ্যে প্রকৃত ভিখারীর সংখ্যা খুব বেশি নেই। অনেকেই অল্পসামান্য কাজ করে। প্রকৃত অর্থে ভিখারি পাবার জন্যেই মন্দির প্রাঙ্গণে এবারের শিবির, বললেন কর্মকর্তাদের একজন। তাঁদের আশা, রবিবার প্রচুর সংখ্যক ভিক্ষুক জোগাড় করা সম্ভব হবে।

খালাসী আবদুল রহিমের নিজের নৌকো আছে রাজাবাজারের খালে। তার একটি ছেলে একটি মেয়ে। সে আর সংসার বাড়াতে চায় না। মাসিক রোজগার ষাট-পঁয়ষট্টি টাকায় এতেই প্রায় না খেয়ে আছে। সংস্থার দেওয়া জামা-কাপড়ে বেশ হাসি-খুশি দেখাচ্ছিলো ওদের সবাইকে। তিন দিনের জন্যে তো নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। নির্বীজকরণের পর তিনদিন অন্তর ওদের নাওয়া-খাওয়া-থাকার কোনো ভাবনা রইলো না। তিদিন ওরা সংস্থার হেপাজতে থাকতে পারবে।

বাংলাদেশের দুর্গতদের জন্য ৪০ হাজার ডলার

বাংলা দেশের দুর্গত মানুষের ত্রাণকার্যের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ইউসাটিস নামে কোন সেবাব্রতী সংস্থা ৪০ হাজার ডলার দান করবেন বলে জানিয়েছেন।

কলকাতাস্থ বাংলা দেশ মিশনের প্রধান শ্রী এম হোসেন আলি ওই দানের কথা প্রকাশ করে পি টি আইকে বলেন, ওই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওয়া তারবার্তায় বলা হয়েছে যে, কিভাবে ওই টাকা ব্যয় করা হবে তা নিয়ে আলোচনার জন্য প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি শীঘ্রই আসছেন।

ফসলের মরশুমে শস্য-ঋণ ঋণ সম্পর্কে কড়াকড়ি হ্রাস

রিজার্ভ ব্যাংক প্রাথমিক সমবায় সমিতির কৃষক সদস্যদের ২,৫০০ টাকা পর্যন্ত শস্য-ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ফসলের মরশুমে দু মাসের জন্য দাদন সংক্রান্ত কড়াকড়ি থেকে রেহাই দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

৩ জন পুলিশ সহ ৯ জন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার

শুক্র-শনিবারের চব্বিশ ঘণ্টায় বিভিন্ন ঘটনায় নয়জন নিহত হয়েছেন। এ'দের মধ্যে তিনজন পুলিশ কনসটেবল।

শনিবার দুপুরে কাশীপুরে ৩০-এ বাস স্ট্যানডের কাছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল।

বেলা দুটোনাগাদ শ্যামপুকুরের গোপীমোহন দত্ত লেনে বাসুদেব ঘোষ (১৬) ওরফে মধু নামে একজন পাইপগানের গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিন কুমারটুলি অঞ্চলে তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ পাইপগানের তিনটি ব্যারেল, একখানি ছোরা ও একখানি তলোয়ার উদ্ধার করে। ওই সময় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়।

রেল কোয়ারটারে হামলা

পূর্বরেলের এক প্রেস ইনতাহারে বলা হয় শুক্রবার রাত্রে বেলগাছিয়ার রেল কোয়ারটারে একদল দুষ্কৃতকারী পাইপগান ও বোমা নিয়ে চড়াও হয় এবং জনৈক ট্রেন পরীক্ষকের পুত্রকে আঘাত করে। ওই ঘটনার পর শিয়ালদহ ডিভিশনের রেলকর্মীরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং নিরাপত্তা দাবি করেন।

এই রাত্রে দুষ্কৃতকারীরা রিষড়া স্টেশনের কাছে আপ দেরাদুন এক্সপ্রেসের ব্যাটারি খুলে নেয়। রেলরক্ষিবাহিনী ওদের পিছু ধাওয়া করে জনকে ধরে ফেলে। কলকাতাগামী গয়া একসপ্রেস গাড়িটিকে দাইহাট-পাটুলির মধ্যে থামিয়ে একদল দুর্বৃত্ত যাত্রীদের জিনিসপত্র কেড়ে নেয় বলে রেলসূত্রে জানা যায়।

তার কাটতে গিয়ে জীবনান্ত

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, শনিবার ভোরে দমদমের বাটগাছিতে এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৈদ্যুতিক তার চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তার মৃত্যু হয়। মৃতদেহটি তার জড়ানো অবস্থায় ছিল।

হাওড়ায় কনসটেবল নিহত

এদিন সকালে শিবপুর থানার কাসুন্দিয়া এলাকায় শ্রীবিকাশচন্দ্র কানুনগো (২৫) নামে একজন কনসটেবল ছুরিকাঘাতে নিহত হন। ইনি এনফোরসমেনট ব্রাঞ্চে কাজ করতেন।

রিষড়ায় একজন খুন

নকশাল অভিহিত শ্রীকানাই পাল (২২) শুক্রবার রাত্রে রিষড়া রেল স্টেশনের কাছে কয়েকজন আততায়ীর হাতে ছুরিকাহত হন। হাসপাতালে ভর্তির পর তিনি মারা যান। পুলিশের খবর, তিনি লেওড়াফরালির বাসিন্দা ছিলেন। এ সম্পর্কে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হাবড়ায় ২৪ হাজার টাকা লুঠ

শনিবার হাবড়ায় একটি সমবায় সংস্থার ২৪ হাজার টাকা লুঠ হয়ে যায়। অভিযোগ, সংস্থার একজন কর্মী যখন ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ছোরা দেখিয়ে ওই টাকা লুঠ করা হয়। টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় বোমা ফাটানো হয় বলে অভিযোগ।

স্কুলে আগুন

এদিন হাবড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি উচ্চতর বিদ্যালয়ে আগুন লাগানো হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের ক্ষতি হয় বেশী। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের ক্ষতি হয়।

ছাত্রের মৃত্যু: উত্তেজনা

কৃষ্ণনগর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, শনিবার সকালে ধুবুলিয়াতে দিলীপ দাস নামে একজন স্কুল ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত জনতা লরিটিতে অগ্নিসংযোগ করে। দমকল বাহিনী গিয়ে লরিটিকে আগুনের মধ্য থেকে উদ্ধার করে।

প্রকাশ, ছেলেটি বাস থেকে নেমে যখন রাস্তা পার হচ্ছিল সেই সময় দ্রুতগামী লরিটি এসে ছাত্রটিকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই ছাত্রের মৃত্যু ঘটে। পুলিশ লরির চালককে গ্রেফতার করেছে।

শান্তিপুরে একজন সশস্ত্র পুলিশ নিহত

শুক্রবার শান্তিপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চারজন সশস্ত্র পুলিশ কনসটেবল যখন একজন আসামীকে পাহারা দিচ্ছিল সেই সময় ৩০।৩৫ জন সশস্ত্র যুবক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চড়াও হয়ে তিনজন পুলিশকে ছুরিকাঘাত করে। আহতদের মধ্যে শ্রীঅনিল সেন নামে একজন পুলিশ মারা যায়। দুর্বৃত্তেরা আহত পুলিশের কাছ থেকে রাইফেল ছিনতাই করে নিয়ে যায়। একজন কোনপ্রকারে পালিয়ে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা পায়। পরে পুলিশ কুকুর আসে।

গত রাত্রে কোতোয়ালী থানার পুলিশ রায়পাড়া থেকে বাবলু মিত্র নামে একজন যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃত যুবকের কাছ থেকে একটি পাইপগান ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

বর্ধমানে অঞ্চল প্রধান নিহত

শুক্রবার দুপুরে বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানা এলাকায় স্থানীয় এক অঞ্চল প্রধান শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এক জঙ্গলের কাছে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

এদিনই কাঁকসার রায়চাঁদ গ্রামে পুলিশ অপহৃত পাঁচটি বন্দুক উদ্ধার করে।

পুলিশ নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শুক্রবার সকালে সিউড়ি পুলিশ কেন্দুয়ার মেন ক্যানেলের কাছে শিবু দত্ত নামে একজন পুলিশ কনসটেবলের মৃতদেহ কুড়িয়ে পায়। তাঁর দেহের নানা স্থানে গভীর জখমের চিহ্ন এবং গলা কাটা ছিল। তিনি বর্ধমান পুলিশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ক্যাজুয়েল ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিলেন।

বনবীট অফিসে হানা

অল্প বয়সের প্রায় ৬০ জন বীরভূম জেলার চন্দ্রপুর বনবীট অফিসে হানা দেয় এবং দরজা ভেঙ্গে ফেলে। বীট অফিসার গুলি চালান সত্ত্বেও তারা তাঁকে কাবু করে বন্দুক ছিনিয়ে নেয়। তিনটি লাইসেনস পাওয়া বন্দুকও লুঠ করা হয়। তাঁতিপাড়ার কাছে অজ্ঞাত পরিচয় কিছু লোক একজন তহশীলদারের নিকট থেকে ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত মূল্যবান রেকর্ড ও কাগজপত্র ছিনিয়ে নেয়।

দুর্গাপুরে ১জন ছুরিকাহত

শনিবার রাত্রে দুর্গাপুর 'বি' জোনে এক ব্যক্তি ছুরিকাহত হন বলে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চিত্তরঞ্জনে অফিসারস ক্লাবে আগুন

আসানসোল থেকে পি টি আই জানাচ্ছেন, পুলিশ মহলের খবরে প্রকাশ, নকশালবাদীরা গত রাত্রে চিত্তরঞ্জনে অফিসারস ক্লাবে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ক্ষতি হওয়ার আগেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। এ সম্পর্কে ৭ জন নকশালবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাটা সু কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

২৪ পরগণার অন্তর্গত বাটানগরের সকল শ্রমিক / কর্মচারীর উদ্দেশে বিজ্ঞপ্তি

(রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৩০ সেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা-১৭)

বিজ্ঞপ্তি

২৫শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে কোম্পানির বাটানগর কারখানায় টাঙানো বিজ্ঞপ্তি বর্ণিত ঘটনা ও অবস্থার ফলে, যা কোম্পানির আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে, কোম্পানির পক্ষে বাটানগর কারখানার কাজ চালু রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অতএব কোম্পানির বাটানগরের কারখানা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং দপ্তরসমূহ এতদ্দ্বারা রবিবার ২৫শে এপ্রিল ১৯৭১ সকাল ৬-৪৫ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল। এবং যাঁদের জরুরি কাজে দরকার তাঁদের এবং অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁদের অন্যরকম পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাঁদের ছাড়া অন্যান্য সমস্ত শ্রমিক/কর্মচারীর কার্যকালের মেয়াদ এই সঙ্গে শেষ হল।

শ্রমিক ও কর্মচারীদের স্বেচ্ছাকৃত কাজের কারণে এই বন্ধ ঘোষণা হওয়ায় ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট ১৯৪৭-এর ৫-ক পরিচ্ছেদের সর্ত অনুযায়ী কোনো কর্মীকে এই বাবদ কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। এইদিন পর্যন্ত তাঁদের অর্জিত বেতন ও মজুরি অথবা আইনগত অন্য কোনো প্রাপ্য যথাসময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেক কর্মী যেন কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে জানিয়ে দেন যে, কীভাবে তাঁরা এই প্রাপ্য পেতে চান (অর্থাৎ নগদে, চেক মারফৎ অথবা অন্য কোনোভাবে)।

এর ফলে খরিদ্দার, সরবরাহকারী ও ব্যবসায়িক সহযোগীদের যে অসুবিধে হল, কোম্পানি তার জন্য দুঃখিত।

জে ওয়াটসন
ফ্যাক্টরি ম্যানেজার
বোর্ডের আদেশ অনুসারে

২৫শে এপ্রিল, ১৯৭১

মোহনবাগান টেনিস

রবিবারের খেলা : চিরদীপ মুখার্জি ও এম এস বিশ্বাস : গোপাল দাস ও এস সাহে; চুনী গোস্বামী ও জুটি : ভি রায় ও ডি সেন; রমু গুহঠাকুরতা ও এস ভট্টাচার্য : আগরওয়াল ও জুটি।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

PRICE 165/-

৩ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।

SHEBA SALES(39)ROOP NAGAR.DELHI-7

(৫৬০৪ এ)

মোহনবাগান ও বরডার সিকিউরিটি বেটনের যুগ্মবিজয়ী

স্টাফ রিপোর্টার

বি এস এফ—০ মোহনবাগান—০

জলন্ধরের বরডার সিকিউরিটি ফোরস ও মোহনবাগানের মধ্যে বেটন কাপের ফাইনাল খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হওয়ায় দুই দলকে যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে ১৯৭১-এর হকি মরসুম।

শনিবার ক্যালকাটা-মোহনবাগান মাঠে অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সমেত মোট ৭৫ মিনিট খেলার পর কোন্ দল প্রথম ৬ মাস বেটন কাপ অধিকারে রাখবে তার জন্য আর 'টস' করা হয়নি। মোহনবাগানের প্রস্তাব মত বরডার সিকিউরিটি ফোরসকে প্রথম ৬ মাসের জন্য কাপ দেওয়া হয়েছে।

যদিও যুগ্মজয় তবু লীগ বিজয়ী মোহনবাগান এই জয়ের সুবাদে কলকাতার হকি 'ডাবল'-এর সম্মান পেয়েছে। এবার নিয়ে ৪ বার তাদের ডাবল-এর সম্মান। আর মোট ৯ বার বেটন কাপের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মোহনবাগান বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে ৮ বার। তবে এর মধ্যে ৪ বার যুগ্মজয়ের হিসাব রয়েছে।

খেলার কথা কিছু বলতে হলে প্রথমেই বলতে হয় বেটন কাপের এই ফাইনাল হকির কলানৈপুণ্যে দর্শকদের আনন্দ দিতে পারেনি, আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের ওঠাপড়ায় পারেনি উত্তেজনার তেমন খোরাক জোগাতে।

অথচ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের দুই শীর্ষ দল—কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান এবং ভারতের চ্যাম্পিয়ন দলগুলির চ্যাম্পিয়ন অর্থাৎ রেনে ফ্রাঙ্ক ট্রফি বিজয়ী বরডার সিকিউরিটি ফোরস। এই বি এস এফ-কে 'নক্ষত্রখচিত' দলও বলা যায়। কেননা সর্বভারতীয় দলের ৮ জন খেলোয়াড় রয়েছেন এই বি এস এফ দলে। শনিবারের ফাইনাল খেলা যদি ভারতের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের খেলার রূপ-রস-বর্ণ-ছন্দের পরিচয় হয় তবে বলব ভারতের হকি মান সত্যিই নিম্নমুখী।

অস্বীকার করব না—দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় খেলার মধ্যে কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস মিলেছে এবং ১২ মিনিটের মধ্যে মোহনবাগান ৩টি এবং বি এস এফ ২টি সরট করনারের সুযোগ হারিয়েছে। কিন্তু বিরতির সময় পর্যন্ত খেলার মধ্যে কোন দল না পেয়েছে একটি সরট করনার, না পেয়েছে কোন লং করনার। তার চেয়েও হতাশার কথা, একটি সংঘবদ্ধ আক্রমণও চোখে পড়েনি। তবে ৯ মিনিটের সময় মোহনবাগানের রাইট আউট ডিনের একটি কোণাকুণি হিট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। ২০ মিনিটে অশোক কুমারের ব্যাক পাস ব্যর্থ হয়েছে যথাসময়ে অপর ফরোয়ারডের বল ধরার অক্ষমতায়।

দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানেরই চাপ বেশী ছিল। এক সময় বি এস এফ-কে কোণঠাসা হয়ে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু খেলার গোল করার মত সবচেয়ে ভাল সুযোগটি পায় বরডার সিকিউরিটি দলই, অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে। সেনটার ফরোয়ারড বলদেব সিং নিজে একটি বল নিয়ে এগিয়ে সব বাধা অতিক্রম করেন—অবধারিত গোল বলে মনে হয়। কিন্তু বলদেব বল পুস করে মোহনবাগান গোলরক্ষক এস মুখারজিকে পরাজিত করতে পারেন না। মুখারজি এগিয়ে এসে বল আটকে দেন।

মোহনবাগান খেলোয়াড়দের মধ্যে অশোক কুমারের খেলাই সবচেয়ে চোখে লাগে। খেলার শেষে তাঁকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কার দান যোগ্যের যোগ্য সম্মান বলা যেতে পারে। ব্যাকে সুব্বারাও দৃঢ়তা প্রশংসা করার মত। বি এস এফ-এর অলিমপিক খ্যাত অজিত পাল, হরমিক ও তারসেমের খেলা যেমন চোখে লাগেনি, তেমন এশিয়ান গেমসের খেলোয়াড় চারলস, বিনোদকুমার, মেজর সিং, কুলবন্ত, বলদেব—কেউই ভাল খেলেননি।

খেলার শেষে বি এইচ-এর সভাপতি এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্য সচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত পুরস্কার বিতরণ করেন।

বরডার সিকিউরিটি ফোরস—চারলস; বিনোদ কুমার ও মেজর সিং; অবতার সিং, অজিত পাল ও হরমিক সিং; রামমূর্তি, কুলবন্ত সিং, বলদেব সিং, তারসেম সিং ও গুরজিত সিং।

মোহনবাগান—এস মুখারজি; গুরবক্স সিং ও সুব্বারাও; রাজকুমার, ভি পেজ ও বশিথ আলী; আর ডিন, তৌফিক শেরখী, এস খান্না, অশোক কুমার ও সহিদ নূর।

আমপায়ারস—সুধীন চ্যাটারজি ও স্বপন দত্ত।

৯ বারের মধ্যে ৮ বার

মোহনবাগান ৯ বারের মধ্যে ৮ বার বেটন কাপ পায়। তার মধ্যে ৪ বার যুগ্মজয়ী ও ৪ বার সরাসরি জয়।

৮ বার জয়ের তালিকা : ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬০, ১৯৬৭ এই ৪ বার সরাসরি জয়। যুগ্মজয় ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৮ ও ১৯৭১ সাল।

১৯৫৬ সালে একবার মাত্র সারভিসেসের কাছে পরাজিত হয়।

ট্রফি হাতে দুই অধিনায়ক : বাঁদিকে মোহনবাগানের ভিকটর পেজ, ডানদিকে বি এস এফ-এর মেজর সিং। —নিজস্ব চিত্র

তামিলনাড়ু ৫ গোলে জয়ী

মাদরাজ, ২৪ এপরিল—আজ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় তামিলনাড়ু গুজরাটকে অতি সহজেই ৫—০ গোলে পরাজিত করেছে। গুজরাট তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে কিছুই খেলতে পারেনি। —পি টি আই

রবিবারের ফুটবল খেলা

পাওয়ার লীগ—ইসটবেঙ্গল : বালী প্রতিভা (ইসটবেঙ্গল); মোহনবাগান : ইয়ং বেঙ্গল (পুলিস); ঐক্য সম্মিলনী : ভ্রাতৃসংঘ (হাওড়া ইউনিয়ন); রেনজারস : ইনটারন্যাশনাল (রেনজারস); রাজস্থান : উয়াড়ি (রাজস্থান); ভবানীপুর : ইসটারন রেল (ভবানীপুর); টাউন : মিলন সমিতি (টাউন); চন্দ্র মেমোরিয়াল : তালতলা (তালতলা); ইউনিয়ন স্পোরটিং : যাদবপুর অগ্রগামী (কালীঘাট); হৃষীকেশ পারক : ভিকটোরিয়া (কাসটমস); জোড়াবাগান : সাউদার্ন সমিতি (গৌরার); শ্যামবাজার : প্রবাসী উৎকল (বি জে প্রেস)।

ঘুড়ির লীগ ও নক আউট

এনটালি কাইট ক্লাব এবার অপরাজিত থেকে স্থানীয় লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। এবার নিয়ে তারা পর পর তিনবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হল। নক আউট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বড়বাজার কাইট ক্লাব বিজয়ী হয়। লীগে এনটালি কাইট ক্লাবের হয়ে পাতি কড়েন শম্ভু পান, জি হোসেন শামশিয়া, বি সরকার ও মামুদ হোসেন।

আইন-আদালত

অনন্ত সিংহ ও অন্যান্যরা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেলেন

কয়েকটি সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে অনন্ত সিংহ এবং আরও ২০ জনের বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে শনিবার আলিপুরের চতুর্থ ট্রাইবুনালের জজ শ্রীহরিসাধন বাড়ারির আদালতে আবার তার শুনানী ওঠে। এইদিন বন্দীদের সঙ্গে আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাৎকারের অনুমতি সংক্রান্ত আবেদনের নিষ্পত্তি করা হয়।

জজ শ্রীবাড়ারি প্রেসিডেনসি জেল ও আলিপুর সেনট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেনটদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্দীদের আত্মীয়স্বজনদের সপ্তাহে অন্তত একবার যেন সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হয়। শুনানী মুলতুবি আছে।

বিচারপতির বাড়ির সামনে হাঙ্গামায় ১০ জন অভিযুক্ত

উত্তর কলকাতায় পরলোকগত বিচারপতি শ্রী কে এল রয়ের বাড়ির সামনে বোমা, পাইপ-গান প্রভৃতি নিয়ে পুলিশ দলের উপর আক্রমণ, হত্যার চেষ্টা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে ১২ এপরিল প্রথম দফায় ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ২২ এপরিল আরও ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেনসি ম্যাজিসট্রেট শ্রী এস এন দাসের আদালতে আসামীদের হাজির করা হয়েছিল।

প্রথম দফায় ৫ জন আসামীকে ইতিপূর্বে জেল হাজতে আটক রাখা হয়। ম্যাজিসট্রেট দ্বিতীয় দফায় ৫ জনকে ৩০ এপরিল পর্যন্ত পুলিশ হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

শ্রীনেপাল রায়ের হত্যা সংক্রান্ত অভিযোগে দুজন আটক

শ্রীনেপাল রায়ের হত্যা সংক্রান্ত অভিযোগে ধৃত শঙ্কর হেলা ওরফে শম্ভু ওরফে কালু ও স্বপন ব্যানার্জিকে অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেনসি ম্যাজিসট্রেট শ্রী এস এন দাসের আদালতে অন্যত্র হাজির করা হয়েছিল।

ম্যাজিসট্রেট অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করেন এবং ৭ মে পর্যন্ত জেল হাজতে আটক রাখার আদেশ দেন।

ছাপাখানার মুদ্রক গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার

নকশালপন্থীদের মুখপত্র 'দেশব্রতী'র বিশেষ সংখ্যা কলকাতার একটি প্রেসে ছাপানোর সময় শনিবার রাত্রে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ছাপানো দেশব্রতীর সব কপিই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া ওই প্রেসে ছাপানো মাও সে-তুং সংক্রান্ত কিছু পুস্তিকাও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।

ধৃত ব্যক্তি হলেন মুচিপাড়া থানা এলাকায় জাসটিস মন্মথ মুখারজি রোডের ওই প্রেসের প্রিনটার।

এস ইউ সি-র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

স্টাফ রিপোর্টার

স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সাহায্য করার সময়ে আমরা এপার বাংলার মানুষেরা যদি আন্দোলন শেষে ওই দেশের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাওয়ার কথা বলি, তবে তার ফলে বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং বিরোধী শক্তিগুলিও শক্তিশালী হবে। শনিবার সোসালিসট ইউনিটি সেনটারের ২৩তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শহীদ মিনারের নীচে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশিবদাস ঘোষ এই কথা বলেন। শ্রীসুবোধ ব্যানারজি সভাপতিত্ব করেন।

২৪ পরগণা, হাওড়া, নদীয়া ও অন্যান্য জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কৃষক মিছিল করে এসে সভায় যোগ দেয়।

সভা আরম্ভ হবার খানিক আগে দারুণ ঝড়ে বিরাট বক্তৃতামঞ্চ ভেঙে পড়ে। পরে অবশ্য স্বেচ্ছাসেবকদের চেষ্টায় নতুন একটি মঞ্চ তৈরী হয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

সর্বশ্রী নীহার মুখারজি, এন আর সিং (বিহার), বি জেনা (উড়িষ্যা), মহাবীর জৈন (দিল্লী), যোসেফ জেমস (কেরল) এবং প্রীতীশ দুবে (ইউ পি) বক্তৃতা করেন।

পাক ক্রিকেট দলের লনডন যাত্রা স্থগিত

(লনডন অফিস)

২৪ এপরিল—এখানে পূর্ববঙ্গের ছাত্ররা ও অন্যান্যরা পাকিস্তান ক্রিকেট টীমের ইংলনড সফরের বিরোধিতা করবে। পাকিস্তান ক্রিকেট দল ইংলনডে পৌঁছলে তারা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ করবেন। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁরা অনশনও করবেন বলে জানিয়েছেন।

করাচি থেকে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের আজ লনডনে আসার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তান দল তাদের ইংলন্ডে আসা স্থগিত রেখেছেন। পাকিস্তানের ইংলনড সফর বাতিলও হতে পারে।

বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা

লনডনের খবরে প্রকাশ যে, ব্রিটেনে ২০০০০ পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র আছেন, তাঁরা পাকিস্তান ক্রিকেট দল লনডনের হিথরো বিমানবন্দরে এলেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন। ওদিকে বাংলা দেশের ছাত্র সংগ্রাম কমিটির প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রিটেনে ১৪০০০০ পূর্ব পাকিস্তানী ব্রিটেনে আছেন। তাঁরা এজবাসটনে প্রথম টেসট ম্যাচে, লরডসের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ও হেডিংলের তৃতীয় টেসট ম্যাচের সময় বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন। এমন কি প্রত্যেকটি কাউনটি ম্যাচের সময়েও পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও যুবকরা বিক্ষোভ দেখাবেন। এই জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

পাকিস্তান খেলতে রাজি নয়

লাহোর, ২৪ এপরিল—ভারতের বিরুদ্ধে কলোমবোতে ২৮ এপরিল ডেভিস কাপের খেলায় পাকিস্তান খেলতে অস্বীকার করেছে বলে এক নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। —এ এফ পি

ইনটারন্যাশনাল ক্লাবের কার্যনির্বাহক সমিতি

১৯৭১-৭২ সালের জন্য ইনটারন্যাশনাল ক্লাবের নিম্নলিখিত কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি—শ্রী কে ডি সেনগুপ্ত; সহসভাপতি — শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ; সাধারণ সম্পাদক—শ্রীসুনীলকৃষ্ণ সামন্ত; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীরামপদ মুখারজি; ফুটবল সম্পাদক—শ্রীমলিন মুখারজি; ক্রিকেট সম্পাদক—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ।

চিনিশিল্প সংকটের মুখে

পঃ বঙ্গ চিনি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রভুদয়াল ডবরিওয়ালার মতে চিনি শিল্প সার্বিকভাবে এবং উত্তর প্রদেশের চিনি কলগুলি সম্প্রতি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের বেতন ও অন্যান্য খরচ বেড়ে গেছে। কিন্তু চিনির দাম বাড়েনি। সরকারী চিনি নীতির জন্য চিনির কলগুলির লোকসান হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

—বিভাগীয় বিপণি—

বিবাহের বেনারসী ও জোড়

বস্ত্র ও পোষাক

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলিকাতা—৭ : ফোন : ৩৩-২০০৩

কৃষি সংবাদ

তুলার জমিতে সার প্রয়োগ

গত কয়েকদিনে ভাল বৃষ্টি হয়েছে এবং এ সময়ে তুলা গাছে ফুল ধরতেও শুরু করেছে। ফুল ধরার সময় তুলা গাছের নাইট্রোজেন সারের একান্ত প্রয়োজন। বৃষ্টির জন্য মাটীতে ভাল রস হয়েছে। তুলাচাষীভাইদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন এই বৃষ্টির সুযোগ নেন এবং এখনই বিঘা প্রতি ১৫ কেজি অ্যামোনিয়াম সালফেট অথবা ১৫ কেজি ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট অথবা ৭ কেজি ইউরিয়া সার তুলা গাছের সারির মধ্যে ছড়িয়ে দেন। মাটীর জো বুঝে অবশ্যই এই সার মাটীর সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। সার ছড়ানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সার তুলা গাছের পাতায় না পড়ে। মনে রাখবেন সার প্রয়োগ করলে ফুল ঝরা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তুলার ফলনও অনেক বেড়ে যাবে।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) বিঃ ১৯০৪(৩)/৭১

সংশোধনী

বিষয় : বিজ্ঞাপন ডিএডিপি—৭০/৮১৪ যাহা ১৪-৪-১৯৭১ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কনক্রিট মিক্সার/পিটার চার্জিং সেটের নীলাম বিক্রয় ২৮-৪-৭১ তারিখে অফিসার কম্যান্ডিং-এর অফিস, ৩৫১ স্টোর্স কোম্পানি, হাসিমারা (ভুটানের ভিতর) ঠিকানায় হইবে বলিয়া নির্ধারিত ছিল, উহা এক্ষণে ২৯-৪-৭১ তারিখে হইবে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

ভারত সরকার

সরবরাহ মন্ত্রক

ডাইরেক্টরেট অফ সাপ্লাইজ

অ্যান্ড ডিসপোজালস

(ডিসপোজালস উইং)

৬, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-১

ডি এ ডি পি—৭১/৩৬

ক্র্যাফটসম্যান ট্রেনিং স্কীম এঞ্জিনীয়ারিং এবং নন-এঞ্জিনীয়ারিং ট্রেড

ক্র্যাফটসম্যান ট্রেনিং স্কীম অধীনে নিম্নোক্ত ট্রেড গ্রুপে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠেয় পরবর্তী অল ইণ্ডিয়া ট্রেড টেস্ট দিতে ইচ্ছুক প্রাইভেট প্রার্থীদের (পুরুষ ও মহিলা উভয়) নিকট হইতে কলিকাতা-১ অধীন ৬৭, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট (৪র্থ তল)-স্থিত পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডিঃ ডিরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রিজ (ট্রেনিং)-এর অফিসে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহবান করা যাইতেছে :—

এঞ্জিনীয়ারিং ট্রেড

যে সব ট্রেডের জন্য স্কুল ফাইনাল বা সমতুল পরীক্ষা পাস প্রয়োজন, তাহাদের নাম :—(১) ড্রাফটসম্যান (মেক্যানিক্যাল); (২) ড্রাফটসম্যান (সিভিল); (৩) সার্ভেয়ার; (৪) মেকানিক (রেডিও ও টেলিভিসন); (৫) প্যাটার্ন মেকার; (৬) ইলেকট্রিসিয়ান; (৭) মেকানিক (রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কণ্ডিশনিং); (৮) বিল্ডিং কনস্ট্রাক্টর।

যে সব ট্রেডের জন্য স্কুল ফাইনালের দুই মান নিম্ন বা হায়ার সেকেণ্ডারী বা সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পরীক্ষার তিন মান নিম্ন যোগ্যতা প্রয়োজন, তাহাদের নাম :—(১) ফিটার; (২) টার্নার; (৩) মেসিনিস্ট (এস এস পি); (৪) মেসিনিস্ট (মিলার); (৫) মেসিনিস্ট (কম্পোজিট); (৬) মেসিনিস্ট (গ্রাইণ্ডার); (৭) অয়্যারম্যান; (৮) ব্ল্যাকস্মিথ; (৯) ওয়েল্ডার; (১০) শীট মেটাল ওয়ার্কার; (১১) মোল্ডার; (১২) কার্পেন্টার; (১৩) মেকানিক (মোটর ভেহিকল); (১৪) মেকানিক (ডিজেল); (১৫) প্লাম্বার; (১৬) পেণ্টার।

নন-এঞ্জিনীয়ারিং ট্রেড

যে সব ট্রেডের জন্য স্কুল ফাইনালের দুই মান নিম্ন বা হায়ার সেকেণ্ডারী বা সিনিয়ার কেম্ব্রিজের তিন মান নিম্ন যোগ্যতা প্রয়োজন, তাহাদের নাম :—

(১) কাটিং অ্যাণ্ড টেলরিং (পুরুষদের জন্য); (২) কাটিং অ্যাণ্ড টেলরিং (মহিলাদের জন্য); (৩) হাতে কম্পোজিশন ও প্রুফ রীডিং; (৪) প্রিণ্টিং মেসিন অপারেটর; (৫) হাতে ও মেসিনে নিটিং; (৬) বুক বাইণ্ডিং।

অভিজ্ঞতা : প্রার্থিগণের, তাঁহারা যে যে ট্রেডে পরীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করেন তাহাতে ন্যূনপক্ষে তিন বৎসরের শিল্পগত এবং/বা শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকা চাই এবং সম্পাদিত কাজের বিবরণ ও চাকরিকাল উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের নিয়োগকর্তাদের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র তাঁহাদের অবশ্যই পেশ করিতে হইবে।

বয়ঃসীমা : প্রার্থীকে দরখাস্ত পেশ করার তারিখে ২১ (একুশ) বৎসরের কম বয়স্ক হইলে চলিবে না।

পরীক্ষা ফী : মনোনীত হইলে প্রার্থীকে ২০ (কুড়ি) টাকা ট্রেড পরীক্ষা ফী অবশ্যই দিতে হইবে। প্রার্থীকে (পুরুষ/স্ত্রী) তাঁহার (পুরুষ/স্ত্রী) নিজের বা তাঁহার (পুরুষ/স্ত্রী) নিয়োগকর্তার নিকট হইতে প্রাপ্ত এই মর্মে একটি অঙ্গীকারপত্র পেশ করিতেও বলা হইতে পারে যে, ট্রেড টেস্টের সময় তাঁহাকে (পুরুষ/স্ত্রী) যে সকল হাতিয়ার ইস্যু করা হইবে অবহেলা বা অসতর্ক ব্যবহারের ফলে তাহার কোন ক্ষয়ক্ষতি হইলে তিনি (পুরুষ/স্ত্রী) উহার জন্য সরকারের যে ক্ষতি হইবে তাহার ভরতুকি দিবেন।

যে সকল প্রার্থী বিভিন্ন আই টি আই-তে পরিচালিত শিল্প-কর্মীদের জন্য পার্ট-টাইম ক্লাস সাফল্যের সহিত সমাপনের পর ফাইনাল পরীক্ষা পাস করিয়াছেন তাঁহারা, যে ট্রেড টেস্ট দিতে ইচ্ছুক তাহাতে যদি কোন স্বীকৃত ওয়ার্কশপে অন্যূন তিন বৎসরের শিল্পগত অভিজ্ঞতা থাকে তবে প্রাইভেট প্রার্থী হিসাবে ক্র্যাফটসম্যান ট্রেনিং স্কীম অধীনে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড টেস্ট দিবার যোগ্য। উপরোক্ত ট্রেড টেস্ট দিবার জন্য তাঁহাদের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ও ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত আরোপিত নাই। এইরূপ প্রার্থীর কাছে অন্যান্য প্রাইভেট প্রার্থী কর্তৃক প্রদেয় ২০ টাকার স্থলে ৫ টাকা পরীক্ষা ফী চার্জ করা হইবে।

প্রার্থীদিগকে ইণ্টারভিউ-এর জন্য ডাকা হইলে তাঁহাদিগকে নিজ ব্যয়ে উপরোক্ত অফিসে অথবা নির্দেশিতমত অন্য কোন স্থানে ইণ্টারভিউর জন্য উপস্থিত হইতে হইবে এবং যাঁহারা মনোনীত হইবেন তাঁহাদিগকে এই রাজ্যের যে কোন ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/সেণ্টারে ট্রেড টেস্টে হাজির হইতে হইবে। প্রার্থিগণ অবশ্যই তাঁহাদের বর্তমান নিয়োগকর্তার মারফত দরখাস্ত দাখিল করিবেন। দরখাস্ত ৩১ মে ১৯৭১ তারিখ মধ্যে অ্যাডিঃ ডিরেক্টর অব ইনডাস্ট্রিজ (ট্রেঃ) পশ্চিমবঙ্গ ৬৭, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট (৪র্থ তল) কলিকাতা-১ ঠিকানায় পৌঁছা চাই। বিলম্বে প্রাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ দরখাস্ত অথবা ত্রুটিপূর্ণ দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে এবং উক্ত সম্পর্কে কোন পত্রালাপ করা হইবে না।

সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে স্বাভাবিক কাজের সময়ে কলিকাতা-১ অধীন ৬৭, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট (৪র্থ তল)-স্থিত পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডিঃ ডিরেক্টর অব ইনডাস্ট্রিজ (ট্রেনিং)-এর অফিসে দরখাস্তের ফরম পাওয়া যাইবে।

ডব্লিউ বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) অ্যাড নং ১৯৩৬(৪)/৭১

পশ্চিমবঙ্গের স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটসমূহের অবগতির জন্য

আপনারা কি এমন একটি স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট-প্ল্যান্ট ও মেশিনারি খাতে যাহার স্থায়ী মূলধন ৭.৫ লক্ষ টাকার কম?

যদি তাহা হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের ডিরেক্টরেট অব কটেজ অ্যাণ্ড স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজে অবিলম্বে আপনাদের ফার্মটি রেজিস্টার্ড করাইয়া লউন। ইহার জন্য কোন ফী চার্জ করা হয় না।

রেজিস্ট্রেশনের উদ্দেশ্য

এইরূপ রেজিস্ট্রেশন সরকারের বিভিন্ন সহায়তা প্রকল্পের জন্য, যথা শিল্পঋণ, কাঁচা মালের বরাদ্দ, আমদানী লাইসেন্স প্রভৃতির জন্য আবেদন করিবার যোগ্যতা আপনাদের দিবে।

কলিকাতা করপোরেশনের অধিক্ষেত্রের ভিতর অবস্থিত এস এস আই ইউনিটসমূহের রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্ধারিত দরখাস্ত ফরমে অ্যাসিঃ ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ (স্ট্যাটিস্টিক্স), পশ্চিমবঙ্গ, সার্ভে উইং, ৬৭, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট (৪র্থ তল) কলিকাতা-১ ঠিকানায় এবং অন্যান্য জেলা ও রুর‍্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রজেক্ট এরিয়ার এস এস আই ইউনিটসমূহের ক্ষেত্রে নিজ নিজ ডিস্ট্রিক্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অফিসার ও রুর‍্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রজেক্ট অফিসারের নিকট আবেদন করুন।

ডবলিউ বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) অ্যাডভাঃ নং ১৯০৭(৬)/৭১

শক্তি-দীপক ডিজেল ইঞ্জিন • শক্তি-দীপক পাম্প

এগ্রিকালচারাল ইনপুটস্ সাপ্লাইজ প্রাঃ লিঃ

৯৫ এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১

(৭১০৬ এ)

মারফি

রেডিও-মুসাফির

প্রত্যেক স্টেশন স্পষ্ট ও জোরালো ভাবে শোনা যায়

৪-ব্যাণ্ড ডিলাক্স ট্রানজিস্টর

মারফি সারা গৃহের উল্লাস!

পূর্ব ও মধ্য ভারতের সোল ডিস্ট্রিবিউটরস :

দেবসনস প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা - পাটনা - গৌহাটী - কটক - জব্বলপুর

কয়েকটি অনুমোদিত ডীলার :

বি. আর. রায় অ্যাণ্ড কোং, ব্যারাকপুর

ভবানী রেডিও স্টোর্স, কোচবিহার

ইস্টার্ন ট্রেডিং কোং, ২০, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা

রেডিও হাউস, বার্নপুর

রেডিও সাপ্লাই স্টোর্স প্রাঃ লিঃ, ৩, ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা

রবি সাইকেল স্টোর্স, ১১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

এবং অন্যান্য প্রত্যেক শহরে

(পণ্ড্‌স এঞ্জেল ফেস কমপ্যাক্ট পাউডার)

মুহূর্তে মুখখানিকে ক'রে তুলবে রূপ-ঝলমল —সঙ্গে রাখতেও ঝামেলা নেই!

এঞ্জেল ফেস পাউডার পাবেন নীল কৌটোয়—একাধারে ফাউণ্ডেশন ক্রীম ও পাউডার মেশানো কম্প্যাক্ট পাউডার। নিমেষেই লাগিয়ে নেওয়া যায়, আর লেগেও থাকে। কোমল, মিষ্টিগন্ধে ভরা এঞ্জেল ফেস পাউডার সমানভাবে ছড়িয়ে যায়। ত্বকের গায়ে একেবারে মিশে থেকে মুখের ছোটখাটো খুঁত নিখুঁতভাবে ঢেকে দেয়। আপনার মুখখানি অনেকক্ষণ ধ'রে সৌন্দর্যে ঢলঢল উজ্জ্বল ক'রে রাখে।

যেখানেই যান এঞ্জেল ফেস সঙ্গে রাখুন। মুখের মেক-আপ চটপট ঠিক করে নিতে পারবেন।

বাছাই করা ৬টি শেড থেকে আপনার মুখের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বেছে নিন : ন্যাচারাল—আইভরি—রোজ—গোল্ডেন—টনি—সান ট্যান

Pond's Angel Face

এঞ্জেল ফেস—আপনার রূপ পরীর মত অপরূপ ক'রে তোলে

চীজব্রো-পণ্ড্‌স ইনকরপোরেটেড (সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা—১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

স্ক্রিপ্ট বহির্ভূত

হিমানীশ গোস্বামী

ভপ্...ভপ্...ঘট...ঘটাং...সাঁই..., সিনেমার ছবি তোলা হচ্ছিল, নায়ক বলছিল নায়িকাকে, এই সুন্দর বাড়ির, এই সুন্দর সময়, আর আমরা দুজনে এখানে, কি সুন্দর...হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, পেছনের পুকুরে একটা ফুটবল এসে পড়ল। ছলাৎ করে আওয়াজ হল। নায়ক সেদিকে স্ক্রিপ্ট বহির্ভূত ভাবে তাকালেন। ভ্রু দুবার কোঁচকালো, ফলে কপালে সব সমেত এগারোটা রেখা গোনা গেল। সাধারণত তাঁর কপালের রেখার সংখ্যা থাকে গড়ে সাড়ে চার করে। যিনি ক্যামেরা ধরেছিলেন তিনি ক্যামরাটিকে ঠিক সময়ে থামাতে ভুলে গেলেন, ফলে বেশ কয়েক গজ ফিল্মে নায়কের ঐ কপাল কুঁচকে যাওয়ার ক্লোজ আপ উঠে গেল। এই সময় পরিচালক মশাই, বেশ একটা তরুণ বয়স্ক, চঞ্চলমতি একটি রক্তপায়ী মশাকে নিবিষ্টভাবে মারতে চেষ্টা করছিলেন বলে তিনি, 'কাট,' বলতেও পারলেন না ঠিক সময়ে। অবশ্য সেই কারণে, এবং আরো অনেক কারণে প্রত্যেকেই বুঝতে পারল এই দৃশ্যটা আবার তুলতে হবে। নায়ক মুখ ব্যাজার করে একটা সিগারেট ধরালেন, নায়িকা মুখে যতখানি সম্ভব আবার পাউডার মাখালেন। ক্যামেরাম্যান ছতু পকেট থেকে একটা গুণ্ডি পান বার করে ফস্ করে মুখে পুরলেন, আর পরিচালক মশাই তাঁর কপালে জমায়েত হওয়া শিশির বিন্দুর মত আধ আউন্সটাক ঘাম রুমালে শুষে নিয়ে পকেটে পুরলেন।

নাঃ এই নিরিবিলি, শহর থেকে একুশ মাইল দূরের বাগান-বাড়িতেও শান্তিতে কিছু করার উপায় নেই। এই কথাটা পরিচালক মশাই ভাবলেন, আর হুকুম দিলেন, 'আবার সব প্রস্তুত করুন। ঠিক একই ভাবে। দিনের আলোর গতিক ভাল নয়। রোদ্দুর চলে গেলে রাত্রের দৃশ্য তুলবার বারোটা বেজে যাবে।' এই কথাটা বলার পরই পুকুরের ওপারের দেয়ালের উপর চারটি তরুণ মাথা দেখা দিল। কি করে যে দশ ফুট দেয়ালের উপর ছোকরারা উঠতে পারে তা তিনি ভেবেই পেলেন না। ঐ চারটি মাথা কিন্তু কেবল দেয়ালের উপর উদয় হয়েই ক্ষান্ত রইল না। তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ও দাদারা—আমাদের একটা ফুটবল এদিকে পড়েছে দেখেছেন?' সহকারী ক্যামেরাম্যান একটা গাছে ঠেসান দিয়ে ঘুম ঘুম চোখে একবার তাকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলেন। সহকারী পরিচালক চেঁচিয়ে বললেন, 'একটা ফুটবল পুকুরে পড়েছে!' সেই তরুণেরা চিৎকার করে হুকুম করলো 'তা পড়েছে আর আপনারা মজা করে দেখছেন? এক্ষুনি ফেরত দিন নইলে মেরে লাস করে কুত্তা লেলিয়ে দেবো।' বাপ্‌রে বাপ্, বলে কি ওরা? পরিচালক মশাই শঙ্কিত হলেন মেরে লাস করবে আবার তার উপর কুত্তা লেলিয়ে দেবার কথা বলছে পরিচালক মশাই এবারে নায়কের চাইতেও দ্বিগুণভাবে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'তোমরা দাঁড়াও ব্যবস্থা করছি।' কিন্তু ব্যবস্থা করছি বললেই তো হবে না, কে পুকুর থেকে বল তুলবে? তিনি ক্যামেরাম্যানকে বললেন 'ছতুবাবু আপনি যদি' ছতুবাবু বললেন 'আমি টার্জান নাকি মশাই, ওসব পুকুরে নমাটাম আমার দ্বারা হবে না।" বলে ভুল করে তিনি দুটো পান মুখে পুরে দিলেন এখন নায়ককেও কথাটা বলা যায় না। নায়ক যদি বল তুলতে গিয়ে ডুবে যায় তাহলে সকলকেই ডোবাবে। নায়িকাকে তো বলা যায়ই না অবশ্য নায়িকাকে জলে নামাতে পারলে আর সেই ছবি তুলতে পারলে দর্শক ফুর্তি করবে খুব। কিন্তু পরিচালক মশাই নায়িকাকেও বলতে পারলেন না। এই সময়ে হঠাৎ অনুরোধ করলে নায়িকা বেঁকে বসতে পারে।

"ও দাদা তাড়াতাড়ি করুন!" সেই তরুণ মাথার দল আবার চাড়া দিয়ে উঠল। কি আর করা যায় কোথাও কেউ তেমন রাজি না থাকায় পরিচালক মশাই নিজেই জলে নামলেন। পুরো নয়—হাঁটু জল। সেখান থেকে কয়েকটা ঢিল ছুঁড়ে বলটাকে পরপারে পেঁছে দিলেন। এই সময় নায়ক একটু ঘুরে ওপারে গিয়ে বলটাকে ধরে দেয়ালের বাইরে ছুঁড়ে দিলেন। এই সময় সেই তরুণেরা নায়ককে চিনতে পেরে বলে উঠল, "এ শালা অপলক কুমার যে রে!—এখানে নিশ্চয় বায়োস্কোপ উঠছে!" সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেয়ালের উপরেই প্রচুর মাথা দেখা গেল। পরিচালক আকাশের দিকে তাকালেন, ঘড়ির দিকে তাকালেন, জমায়েত হওয়া মাথাগুলির দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, "আর এক মিনিটের মধ্যে সব কাটুন এখান থেকে!" আর কি, পরিচালকের হুকুম। ভ্যানের মধ্যে ক্যামেরা উঠে গেল। জিনিসপত্র সাজ সরঞ্জাম সব। অন্য গাড়িগুলির মধ্যে বিধিমত সবাই দৌড়ে গিয়ে উঠে বসলেন। তিন মিনিটের মধ্যে একদিনের জন্য ভাড়া-করা বাগানবাড়ি ফাঁকা হয়ে গলে।

শেষ পর্যন্ত ছবিতে ঐ ফুটবল দেখা গেল, জল ছলাৎ করে উঠল, আর নায়ক ভুরু কুঁচকে তাকালেন—এইটুকু সিনেমায় রাখতেই হল। পরিচালকের বন্ধু ছবির প্রথম প্রক্ষেপণ দেখে বললেন, "চমৎকার ছবি হয়েছে। শালা ফটাই ল্যাং খেয়ে যাবে এমন ছবি দেখলে।" পরিচালকের আর এক বন্ধু বললেন, "দারুণ কারবার করেছেন মশাই। ফটাই এবারে ফট্ করে ফেটে যাবে!" ফটাই হলেন অন্য এক পরিচালক।

পরিচালক তবু খুশী হলেন না। নায়ক নায়িকার কথার মাঝখানে দুম্ করে একটা ফুটবল এসে পড়ল, এ নিয়ে তাঁর দুজন বিশেষ বন্ধু কোনো মন্তব্যই করলেন না, এটা তাঁর কেমন যেন লাগল। তিনি ব্যাপারটাকে উসকে দেবার জন্য বললেন, "কোন জায়গাটা সবচাইতে ভাল লেগেছিল বলুন তো?' প্রথম বন্ধুর, সত্যিকথা বলতে কি, সবচেয়ে ভাল লেগেছিল যেখানে নৌকোর উপর নায়িকা দাঁড়িয়ে আর হাওয়ায় শাড়ির আঁচলটিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আর প্রথম বন্ধু ভাবছিলেন, আর একটু, আর একটু... কিন্তু তিনি গম্ভীর মুখে ভেবে বললেন, "ঐ যে ঘরে নিরিবিলি যেখানে কাঠের কোকিল হঠাৎ ঘড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, কু কু...কু ক্ক...আঃ গ্রাণ্ড! কি দৃশ্য, কি ক্লোজাপ, কি এফেক্ট!' দ্বিতীয় বন্ধুর সবচেয়ে ভাল লেগেছিল যেখানে নায়িকা পেটিকোট পরে কোন শাড়ি পরবে তাই ভাবছিল আর নেচে নেচে গান গাইছিল সেই দৃশ্যটি। কিন্তু তিনিও ভেবে বার করলেন ঃ "ঐ যে যেখানে আকাশে চিল উড়ছিল, নীচে মড়া নিয়ে যাচ্ছে, আর মোটা ব্যবসাদার লোভী লোভী চোখে ওষুধে ভেজাল মেশাচ্ছে! কি দারুণ সমাজ সচেতনতা!" পরিচালক মশাই তবু ঐ দৃশ্যের ব্যাপারে অন্ধকারে রইলেন। অতএব তিনি নিজেই একটু আলোকপাত করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "আচ্ছা, সেই রাত্রের দৃশ্যটা কেমন মনে দাগ কাটল বলুন তো, যেখানে নায়ক বলছে, এই সুন্দর রাত্তির, এই সুন্দর সময়, আর আমরা দুজনে এখানে কি সুন্দর..."

"দারুণ!" দু বন্ধুই উচ্ছ্বসিত হলেন।

"তারপর একটা ফুটবল এসে পড়ল জলে...।" পরিচালক মশাই বললেন।

"অসাধারণ।" প্রথম বন্ধু বললেন।

"ক্ল্যাসিক!" দ্বিতীয় বন্ধু বললেন।

"ডালিরও কনসেপ্‌শনের বাইরে।" প্রথম বন্ধু বললেন।

"আমার মনে হয়" দ্বিতীয় বন্ধু বললেন, "এমন সুন্দরভাবে আপনি দেখিয়েছেন আমাদের প্রেমের অনিশ্চয়তা...যা কিনা একটুখানি পুকুরের ঢেউএর মত, ছলাৎ করে ওঠে বটে, কিন্তু মিলিয়েও যায়। রেখে যায় সেই ঢেউএর চিহ্ন কপালের কুঞ্চিত রেখায়। মশাই, বলব কি ঐ দৃশ্যে আমার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। একটা ফুটবল যে মানুষের ইমোশনকে এমন নাড়া দিতে পারে তা আমার কল্পনায় ছিল না।"

"ফুটবল" প্রথম বন্ধু বললেন, "আমাদের দেশের একটা প্রাণবন্ত ব্যাপার। সেই ফুটবল এমনিতে গতিহীন। কিন্তু তাকে উপলক্ষ করে কত গতি, কত গুঁতোগুঁতি, কত যুদ্ধ।"

দ্বিতীয় বন্ধু বললেন, "ফুটবল জীবনকেই বোঝায়। যে জীবনে আছে খালি লাথি, আছে কষ্ট, আছে সব!"

পরিচালক মশাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তাঁর প্রোডিউসারকে ফোন করে বললেন, "ছবি তৈরি। এবারে ডিসট্রিবিউটারকে বলতে পারেন।"

পরিচালক মশাই খুশী খুশী মুখে বসে ছিলেন। ছবি দারুণ উৎরেছে। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছে। চল্লিশ জন ফিল্ম সাংবাদিক তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। প্রশ্ন করছেন একের পর এক। যথাসাধ্য তিনিও জবাব দিচ্ছেন। বোম্বাইএর একটি সাপ্তাহিক কাগজের সাংবাদিক পরানজাপে জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছবি তুলতে আপনার ক মাস লেগেছে?"

"সাড়ে তিন মাস।" তিনি সবিনয়ে জানালেন।

"ফটাই একটা ছবি তুলতে সাত মাস লাগায়।" পরিচালকের বন্ধু জানালেন।

দিল্লির একটি কাগজের প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার জীবনের সবচেয়ে ভাল ছবি কোনটা?"

পরিচালক মশাই বললেন, "বলা শক্ত।"

পরিচালকের বন্ধু বললেন, "প্রত্যেকটিই সবচেয়ে ভাল ছবি। ফটাইএর মাত্র একটি।"

মাদ্রাজের সাংবাদিক কুপুস্বামী জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছবির কোন দৃশ্য সবচেয়ে গভীর বলে আপনার মনে হয়?"

পরিচালক মশাই বললেন, "বলা শক্ত।"

পরিচালক মশাই-এর বন্ধু বললেন, "যেখানে ফুটবল এসে পড়ল গভীর জলে। নায়ক চমকে উঠল।"

"বাই দি ওয়ে।" একজন বিদেশী সাংবাদিক বললেন, "দৃশ্যটা অদ্ভুত

৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

এখানে নিশ্চয় বায়োস্কোপ উঠছে

সকাল

আলোকচিত্র ঃ অবনী চক্রবর্তী

প্রকৃতির করতলে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আমরা যাকে প্রকৃতি বা নেচার বলি, তার প্রকৃত সংজ্ঞা কী? বাইশ বছর আগের এক বিকেলে পূর্ব বাংলার কোন এক নদীপথে স্টিমারের ডেকে এক মুসলিম পুলিশ ইনসপেকটার সদ্যপরিচিত কিশোরটিকে ঠিক অনুরূপ প্রশ্ন করে ভারি বেকায়দায় ফেলেছিলেন।...হ, বুঝছি। কবিতা ল্যাখো। তো কও দেহি, নেচার কারে কয়? সে তক্ষুনি জবাবটা দিতে পারেনি। ভেবেছিল। অস্থির হয়েছিল। তারপর একজোড়া ডিমের কুসুমের মত জাজ্বল্যমান তরল পুলিশ-চোখ তখনও তার হাফমিটার দূরত্বে স্থির দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—মানে, এইসব গাছপালা, ওই আকাশটা...আর ইয়ে মাঠ বনজঙ্গল... এবং সঙ্গে সঙ্গে কড়া ধমক।...কচু বোঝ। নেচার হইল খোদাতালা।

বাইশ বছর পরে দিল্লি থেকে ষোল মাইল দূরে এক নির্জন টিলার ওপর পোড়ো মসজিদে এক দেহাতী ছাত্রের সঙ্গে দেখা। ওখানে একা সে কী করছে প্রশ্ন করলে জবাব দিল, লয়টারিং ইন দা নেচার। প্রকৃতির মধ্যে ঘুরছি। সঙ্গে ছিলেন এক প্রবাসী লেখক সাংবাদিক। সকৌতুকে বলে উঠলেন, তা—বলত খোকা, নেচার কী? আশ্চর্য, আমার গা শিউরে উঠল। স্মৃতি বাঘের মত উঠে দাঁড়াল। ছেলেটি নির্দ্বিধায় জবাব দিল, প্রকৃতি ঈশ্বর।

বাক্যটি অবশ্য সহজে উচ্চারণ করার মতো কিন্তু বিষয়টি মোটেও সহজ নয়। প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের সাবেকী বা গতানুগতিক ধারণা বড় অস্পষ্ট। প্রকৃতি শব্দটার অনুষঙ্গে বড়জোর গাছপালা মাঠঘাট বন নদী আকাশ সাঁৎ সাঁৎ করে দৌড়ে আসে সামনে — কখনো আলাদা-আলাদা, কখনো একাকার। কতকটা বিমূর্ত চিত্রকলার মতো। তার সঙ্গে কিছু পাখি-প্রজাপতি আর ইতর প্রাণীও আনাচেকানাচে ঘোরে। অতি ভাবুকেরা আবার ওই বিমূর্ত ছবির বিশেষ-বিশেষ জায়গায় নরত্ব আরোপ করতেও পটু। সুন্দরীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গ এবং হাসিকান্নাআদি তাবৎপ্রকার মানবিকভাব তাঁরা চাপিয়ে দিতে পারেন অনায়াসে—যাকে বলে 'মনের মাধুরী' দিয়ে দেখা। অবশ্য সে সবই কিনা কাব্যশাস্ত্রের সীমানায় অলঙ্কারের ঘোড়দৌড়। অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের কোমলতম ভাবসীমায় পঞ্চাশ-ব্যঞ্জনের মত ব্যবহারযোগ্য। শুধু পাল্টা প্রশ্নস্থলে জবাব দেওয়া যায়—প্রকৃতি কী নয়? দিনের আলো আর রাতের জ্যোৎস্না-অন্ধকার থেকে সুরু করে বিশ্বজগতের গ্রহনক্ষত্রউল্কা ছাড়িয়ে সৃষ্টির সম্ভবত শ্রেষ্ঠতম ফসল নারী অব্দি ছড়ানো আমাদের প্রকৃতি-প্রত্যয়ের জাল। এবং সেইসঙ্গে আরও রহস্যময় ব্যাপার, প্রকৃতিতে আমরা নারীত্ব আরোপ করেও ফেলেছি। এবং তার দরুনই যেখানে ফেমিনিনিটি বা স্ত্রীত্ব আবিষ্কার করি, সেখানেই জন্ম নেয় পরম সৌন্দর্য—যা কিনা তথাকথিত (হিন্দুমতে) শক্তি ও শাশ্বত সত্যের উৎস।

ব্যাপারটা তাহলে জটিলতর বলা যায়। প্রশ্নপত্রে যদি লেখা থাকে, প্রকৃতি কী বা কাকে বলে? উদাহরণদ্বারা বোঝাও (২০ নম্বর)। জবাবটা কদ্দুর যথার্থ হবে ভাবলে গা-গতর ঘেমে ওঠে। জীবনে এমন নিরেট নিষ্ঠুর প্রশ্নের পাল্লায় কে কবার পড়েছেন জানি না। যদি জবাব লিখি,—আকাশ, ওই সবুজ ঘাসের মাঠ, গাছগুলো, পাখিরা। পাল্টা বলা হতে পারে কেন? কলকাতা শহরের গড়ের মাঠে ওর সবগুলো মেলে—গড়ের মাঠকে কি প্রকৃতি বলব? নাকি গড়ের মাঠে ঘোরা মানে প্রকৃতির মধ্যে ঘোরাঘুরি বা প্রকৃতির রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শ হেলায় পেয়ে যাওয়া?...সায় দিতে আমার তো গা ঘিনঘিন করবে। প্রকৃতির আসবাব থরে থরে সাজানো সত্ত্বেও গোঁয়ারপনা করে আমি বলতে রাজী নই যে, সদ্য গড়ের মাঠে প্রকৃতির মধ্যে ঘোরাঘুরি করে এলাম। তবে কি কোন পাড়াগাঁয়েতেই প্রকৃতির আসল রাজত্ব? যে লোকটি পাড়াগাঁ থেকে শহরে এল, তার এ কি তাহলে প্রকৃতি থেকে আসা? জবাব পজিটিভ হবারই কথা—কারণ এরকম একটা ধারণার ঝোঁক আছে স্বভাবত। প্রকৃতির ধারণার মধ্যে প্রিমিটিভ বা আদিমতা-পরিকীর্ণ জীবনযাত্রা ও পরিবেশকে গুলিয়ে রাখা হয়েছে। এমন কি প্রকৃতি বলতেই যেন যা কিছু প্রিমিটিভ, তাই। কিন্তু এর নির্গলিতার্থ কী দাঁড়াচ্ছে? সভ্যতার আসল শক্তি টেকনোলজি। টেকনোলজি প্রিমিটিভ মানুষের অসহায়তা ঘুচিয়ে তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সুতরাং প্রকৃতি তাই—যা নন-টেকনোলজিকাল। যা স্বয়ংসৃষ্ট, মানুষের মেধা ও বাহু দিয়ে যা বানানো যায় না। যা ছিল, যা মানুষের থাকার অপেক্ষা রাখেনি বা রাখে না। যা মানুষ না থাকলেও থাকবে। যা একটা চরম ধরনের প্রিমিটিভনেস।...

বলাই বাহুল্য, প্রকৃতি এখানে আরও রহস্যময় ও জটিল হয়ে উঠল। তার সংজ্ঞার কাজে ব্যবহৃত বিষয়গুলোরও সংজ্ঞার দরকার হয়ে পড়ল। এবং পরিণামে এক অলৌকিক প্রচণ্ড শক্তিকে স্বীকার করে নিয়েই দুম করে বলা যায়—প্রকৃতিই ঈশ্বর।

*

অথচ মজার কথা, টেকনোলজির অনেকানেক সৃষ্টির মধ্যে আমরা তো আসলে প্রকৃতিরই বহুবিচিত্র নিয়মাবলীকেই অনুসরণ করেছি! এমনকি স্বয়ং টেকনোলজিই দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃতির নিয়মসূত্রের ভিতে—আমরা যাকে বলি অবজেকটিভ ল বা বিষয়গত কানুন। এবং এ হল কি না দর্শনের রাজ্যের ভাবনা বিষয়। প্রকৃতি এখানে এসে বিশ্বপ্রকৃতি হয়ে উঠেছে। আমরা সাধারণ মেছোহাটার মানুষ তার থেকে বিশবটা ছাঁটাই করে নিয়ে এক ধরনের 'প্রকৃতি' দাঁড় করিয়েছি—যা হল নিতান্তই শিল্পবোধের কমন আলোচনার অন্তর্গত। এ প্রকৃতি যদি নিছক মানুষের মনে শিল্পের দাসখতে বাঁধা থাকে, অবাক হবার কিছু নেই। কবি ও ছবিআঁকিয়েদের এ এক নিতান্ত বহুভোগ্যা—প্রথাসিদ্ধ ভাবুকতা, যাকে কেন্দ্র করে সেকেলে বাদশাহী ফোয়ারার হরেকরঙা জলরেখা ছড়ায় চৌদিকে।

কিন্তু দার্শনিকের ভাষায় সেই 'থিং ইন ইটসেলফে'র মতো গাছের মধ্যে গাছ, পাখির মধ্যে পাখি, আকাশের মধ্যে আরেক আকাশ আছে বলেই যত গোলমাল। আমার দেখা গাছটা আর তার প্রকৃত সত্তাস্বরূপ গাছটার মধ্যে ফারাক আছে— একটা সাবজেকটিভ অন্যটা অবজেকটিভ সত্তা। এই দ্বিতীয়টাই আমার এখানে আলোচ্য এবং ওই আকাশটাই বস্তুত পক্ষে যত রহস্যের উৎস। গেঁয়ো বাউল বলেছেন, এই মানুষে মানুষ আছে ভরা। এও সেইরকম। একটা গাছ বা ফুল বা পাখি—ধরে নিচ্ছি 'প্রকৃতি'র একেকটি স্পষ্ট অংশ বা আসবাবপত্র তারা—যখন আমরা দেখি, আমাদের সংস্কারের মধ্যেই তাদের দেখা হয়ে যায়। এবং এ সংস্কারের মাত্রার হেরফের রয়েছে। মুদীর চোখে দেখা গোলাপ আর হাফিজের চোখে দেখা গোলাপের মধ্যে ফারাক দুস্তর। তেমনি হাফিজের গোলাপের সঙ্গে একেলে কোন আধুনিক কবির গোলাপও দারুণ অন্যরকম। আবার ঠিক সেভাবেই কোন বৈজ্ঞানিকের চোখের সঙ্গে এই আধুনিক কবির চোখেরও ফারাক ঘটতে বাধ্য। মোট কথা, মানুষের দেখার মধ্যে বহুতর পার্থক্য রয়েছে। যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নিই যে, একমাত্র বিজ্ঞানীর দেখাই সত্য দেখা—তাহলে বলতে হয়, প্রাণীদেহের অ্যানাটমি থেকে সৌন্দর্য বা আত্মা আবিষ্কারের মতো সে এক ডাক্তারি বাতুলতা। যাকে বলে কমপোনেনট পারট অফ ম্যাটার, তা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার এক্তিয়ারে পড়ে না। এবং পরিণামে ফিরে যেতে হয় সেই সনাতন প্রশ্নেঃ বস্তু কী?

ফের দর্শনের কচকচি এসে পড়েছে। শুধু একটা ব্যাপার এতে স্পষ্ট যে মানুষের ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বা বোধের সীমাবদ্ধতা দারুণ শোকপ্রদ। তদুপরি প্রকাশের মাধ্যম তো আরও সীমাবদ্ধ, আরও সংকীর্ণ। ভাষা (ব্যাপকার্থে) দিয়ে সব বোধ আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। বিজ্ঞানী বড়জোর যে-কোন ব্যাপারকে গাণিতিক বিন্যাসে সাজিয়ে প্রকাশ করতে পারলেও চিরকালের অ-ধরাটি অ-ধরাই থেকে যায়। গাণিতিক সত্য তো সত্যের একটা দিক মাত্র। অন্ধের হস্তীদর্শন! সবই সেথা প্রতীক মাত্র।

মেহেরৌলির নির্জন মাঠে সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষে ভরা টিলার ওপর সেই

দেহাতী সরল বালকটি কী করছিল, তার প্রকৃত জবাব নিজেও কি সে জানে? আর আমরা দুজনই বা কেন অমন ঘোরাঘুরি করছিলাম, তার যুক্তিসহ জবাবই বা কোথায়? শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, আমরা তিনজন মানুষ যে-যার দিক থেকে সেদিন যেন প্রকৃতিকে অনেকখানি ধরতে পেরেছিলাম। হরেক যুগের ভাঙচুর স্থাপত্য ঘিরে আগ্রাসী সমুদ্রবন্যার মতো অরণ্যের স্তর দেখে আবিষ্কার করেছিলাম একটা দীর্ঘ বিরাট অপৌরুষের তুলি—যার পিছনে এক আশ্চর্য শিল্পীর হাত। সে যেন অন্ধ ছবি আঁকিয়ে, তার তুলিতে ধূসর রঙেরই চাপ বেশি, হাজার হাজার বছর ধরে ওই তুলির পোঁচ পড়ছে হাজার মহেনজোদেরো — ইন্দ্রপ্রস্থে — একদা দিল্লী-কলকাতার ওপরও সেই ধ্যাবড়া পোঁচটা পড়ে যাবে, কারণ এই যেন তার কাজ এবং এই যেন প্রাকৃতিক সংবিধানের প্রধান সূত্র।

আরও স্পষ্ট করে দেখলে এ হচ্ছে অরণ্যের ইতস্তত প্রসারণশীল করতল—যা দিয়ে অভিমানী অভিজাত মানবসভ্যতার লুণ্ঠিত ইজ্জৎ সযত্নে ঢাকা দেওয়া হয়। সব সমাধিকে সে সস্নেহে ঢেকে ফেলে। সব বিধ্বস্ত প্রাসাদের ওপর ত্বরিতে যেন পড়ে যেতে থাকে এই প্রাচীনতম ওড়নার মতো একটা মহান আবরণ। আমাদের স্বভাবে আছে এক দুষ্ট অতৃপ্ত বালক—যে গড়ে আর ভাঙে, ভাঙে আর ফের গড়ে এবং প্রতিটি অভিমানী ভেঙে-ফেলা ঘিরে দীর্ঘশ্বাসের মতো নেমে আসে যার ধূসর ওড়নাটা, সেই কি প্রকৃতি? খেলাশেষে ঘরে ফিরে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ার মতো দিব্য আশ্রয় সে। হয়তো সেই পরম সান্ত্বনা। এবং তাই কি শোকে-দুঃখে জর্জর মানুষটি নির্জন মাঠের প্রান্তে গাছের নীচে গিয়ে বসে থাকে চুপচাপ? যেন নিঃসঙ্গতার মধ্যে, নির্জনতার কেন্দ্রে প্রকৃতির সিংহাসনটি রয়েছে। সমাজচ্যুত হতে পারলেই তাকে সামনে দেখি। ব্যক্তিগত হয়ে উঠলেই তাকে চিনতে পারি। নিঃসঙ্গ হলে তাকে জানতে পারি। টের পাই যেন আইনস্টাইন-কথিত চিরবর্তমান সময়ের রাজদণ্ডটি হাতে নিয়ে সে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। উদ্ভব ও লয়ের সে এক বিশাল জরায়ু।

অথচ সভ্যতার ট্রাজেডি এই যে প্রকৃতিকে সে কার্যত অস্বীকারের ঝোঁকে সদা ব্যস্ত। স্ট্যালিন একদা বলেছিলেন ('অর্থনৈতিক সমস্যাবলী'), প্রকৃতির নিয়ম আমরা বদলাতে পারি না বা তা নষ্ট করতে পারি না; কিন্তু তার সূত্রাবলী জেনে তা আমাদের কাজে লাগাতে পারি। তার মানে, প্রকৃতি কোন না কোন ভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য হতে পারে। এবং এভাবেই টেকনোলজির জন্ম। এবং এই কি না সভ্যতার মূল কারণ স্বরূপ।

সভ্যতা! মাঝে মাঝে গা জ্বালা করে। সভ্যতা আমাদের যতখানি দিয়েছে, বিনিময়ে হারাতে হয়েছে তারও বেশি। এ বেশিত্ব পরিমাণে নয়, গুণে। বোধযন্ত্রের অবক্ষয় ঘটেছে, বুদ্ধি হয়েছে অধিকতর দেদীপ্যমান। এবং বুদ্ধি দিয়ে অংক কষা যায়—বিমূর্ত প্রতীকের রাজ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণের ছাড়পত্রও মেলে, রবীন্দ্রনাথকথিত 'বিরাটে'র উত্তর মেলে না। বুদ্ধি বলতে পারে না কেন দিক মেলান আকাশ, উড়ন্ত চিল, নির্জন দুপুর মিলেমিশে জন্ম দেয় এক গভীরতর বিষাদের। দেহের ভিতর বিশেষ কোন হরমোনের ক্ষরণে মনে স্যাঁতসেঁতে ভাব জন্মায় নাকি—কিন্তু কেন মন ওই আকাশ-চিল-দুপুরকে ছুঁয়ে বিষাদ কুড়োতে যায় ঘুঁটেকুড়ুনি একলা মাঠের একলা মেয়েটির মতো? প্রকৃতির অশেষ আসবাবে কেন তার পছন্দসই জিনিসটির অন্বেষণ?

তবে কী, মনের এই রীতিটাও যেন মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র চৌদিকে। ট্রামে যেতে যেতে জানালার বাইরে ফুলন্ত গাছ কি একচিলতে আকাশ দেখে যখন আমি উন্মন, সহযাত্রিণী মহিলা তখন নির্বোধ উলবোনায় নিমগ্ন, কারা সব আসন্ন ভোটের রাজনীতিতে মাছির মত ভ্যানভ্যান করছে অনবরত। মনে হয় বলি, ঈশ্বর, এরা কী করছে জানে না। এদের ক্ষমা করা ভালো।

শিল্প বিপ্লব যত চূড়ান্ত হচ্ছে, টেকনোলজি যত বলশালী হচ্ছে, তত দূরে সরে যাচ্ছে মানুষ প্রকৃতি চেতনা থেকে। এটাই আশ্চর্য! প্রকৃতির ঘরে যার বাস, প্রকৃতি সম্পর্কে সে নির্লিপ্ত। বরং বড়াই করে বলা হয়—প্রকৃতির 'বিরুদ্ধতা' করেই না মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণীটি হতে পেরেছে!

বিরুদ্ধতা! শব্দটাই প্রচণ্ড বিমূঢ়তার প্রকাণ্ড আশ্রয়। বিরুদ্ধতা কি সত্যি সত্যি সম্ভব? বাঁধ বেঁধে বা প্রকল্প দ্বারা বন্যার বিরুদ্ধতা করলেও বন্যার অস্তিত্ব লোপ পায় না। দুর্ভেদ্য ঘর বাঁধলেও ঝড় থাকে। স্ট্যালিনের কথা এড়ানো যায় না। ওটা বিরুদ্ধতা নয়, নিয়ন্ত্রণ। প্রকৃতি একটা অবজেকটিভ রিয়্যালিটি।

এবং এই বিরুদ্ধতাবাদী মূঢ়তাই সম্ভবত সভ্যতার সর্বনাশের হেতু। বিরুদ্ধতা স্বীকার করে নিলেই জমায়েতের প্রয়োজন তীব্র হয়। আমরা যূথবদ্ধ হয়ে পড়ি। বাইরে শত্রুর অস্তিত্ব ধরে নিলেই দলবাঁধাটা হয়ে পড়ে জরুরী। সভ্যতার রহস্যটাই এই। সভ্যতা ক্রমশ আমাদের সামূহিক করে ফেলেছে। 'আমি' পর্যবসিত হচ্ছে 'আমরা'তে। এই বহুবচনে পেঁছে ব্যক্তি ক্রমশ বিশাল যন্ত্রের নাটবল্টুর মতো নিজের পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এখন মানুষোচিত বা মানুষিক বোধ ও ভাব কিংবা প্রত্যয় ও কাজের মধ্যে যৌথতারই আভাষ সুপ্রকট। দল বেঁধে রাত জেগে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর ঠুংরী শোনা, দল বেঁধে ঘাটশিলায় বেড়াতে যাওয়া দলবেঁধেই সব চলছে বা চলবে।...দেখুন, দেখুন, আকাশটা আজ কী চমৎকার! অমনি হাজার মুণ্ডু ঘুরে গেল—হাজার জোড়া চোখ দেখে নিয়ে বলল, আকাশটা আজ কী চমৎকার!...মার্কসবাদী তরুণ পণ্ডিত খ্রীস্টফার কডওয়েল লিখেছিলেন, শত্রু (প্রাকৃতিক বা জীব বিশেষ) যখন প্রত্যক্ষে নেই কিন্তু পরোক্ষে তার অস্তিত্ব আছে, তখন তার বিরুদ্ধে প্রস্তুতির উদ্দীপনা জাগানোর জন্যে আদিম মানুষেরা যূথবদ্ধভাবে সাড়া দিয়ে যেন বলতে চাইত—আমরা তৈরী আছি এবং এর দরুন যে ক্রিয়াকলাপ ঘটত, তাই থেকে কবিতার জন্ম। অর্থাৎ এ স্বভাব ও অভ্যাস মানুষের রক্তে আজও ধারাবাহিক। কিন্তু কথাটা দাঁড়াল কী? প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই প্রকৃতিকে বন্দনার স্মিত অনুপ্রবেশ। কবিতার মধ্যে প্রকৃতি এল পরম মিত্রের রূপে। তারপর তো কত যুগ পেরিয়ে গেল। এতদিনে যেন ইতিহাসের চক্র গতিই প্রমাণিত হতে চলেছে।

*

এতক্ষণে তাহলে প্রকৃতির মূল সংজ্ঞার কিছু পরিভাষা ধরা পড়তে পারে। এক—আদিমতা বা প্রিমিটিভনেস, দুই—নির্জনতা, তিন—সেই অরণ্যতুলিধরা বিশাল হাত...ইত্যাদি। যে কোন মেহেরৌলির নির্জন মাঠে দাঁড়ালে প্রকৃতির এমনতর বহুবিধ পরিভাষা টের পাওয়া সম্ভব হয়তো। এবং মনুষ্যসৃষ্ট তাবৎ বস্তুরাজির বাইরে দাঁড়িয়েই প্রকৃতির স্বরূপ জানা যেতে পারে। ধূসর সন্ধ্যায় স্থির কিছু গাছকে তখন মনে হতে পারে প্রহরীর মত সতর্ক, রহস্যময়, সহস্রাক্ষ, ষড়যন্ত্রসংকুল। ভাঙা পাথরের দেয়ালে দেখা যেতে পারে অপৌরুষের তুলির নড়াচড়া। এমন কি এই সন্ত্রাস অধ্যুষিত কলকাতার কোন উদ্ধত স্কাইস্ক্রেপার দেখেও আপনার মনে হবে না কি যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ আসন্ন? আপনার বলতে ইচ্ছে করবে, অপেক্ষ করো কলকাতা। সেই প্রশস্ত মহান করতল ক্রমশ উবুড় হয়ে নেমে আসছে তোমার দিকে, আঙুলে আটকানো একটা দীর্ঘ অলৌকিক তুলি এবং রঙের নাম একটিই—তা হচ্ছে ধূসর। এবং কে না জানে, ধূসর রঙটাই বিশ্ববিধানে বিষাদের জন্যে নির্ধারিত! আসলে আমরা যা কিছু করি না কেন কিংবা যা কিছুই হই না কেন, আমাদের জন্যে একান্ত চরম পাওনা শুধু বিষাদ। কারণ, প্রকৃতি বিষণ্ণতাময়।

হাফটাইমের পর

মংগলময়ের কথা আমার মনেই ছিল না। ছোটবেলার স্মৃতিগুলি নিয়ে এইরকমই হয়, অব্যবহারে অব্যবহারে—ওষুধের তাকে রাখা টিংচার আয়োডিনের মত—হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করি তারা উবে গেছে। বহু কাণ্ড করে আবার তাদের বহতা করা যায়। মংগলময় আমার চেয়ে এক ক্লাস নীচে পড়ত—আমি ফাইভ, ও ফোর। মফঃস্বলের স্কুলটার নিজস্ব অনেক মাঠ ছিল। তার মধ্যে একটিতে—পরিচর্যা সবচেয়ে কম, সারা মাঠের ইঁটের টুকরো—আমরা খেলার জায়গা করে নিয়েছিলাম। সেইখানেই মংগলময়ের সঙ্গে আমার সখ্য। আমি 'কাব্' ছিলাম, মংগলকেও আমি সে-দলে ভেড়াই। কিছুকাল পরে একবার কাব্‌স্ ভার্সাস্ কাদের যেন খেলার আয়োজন হলো। দর্শক অনেক মাস্টারমশায়রাও আছেন। আমি ইন্‌সাইড্ রাইট্, মংগলময় সেন্টার ফরোয়ার্ড। প্রথমার্ধ গোলশূন্যভাবে শেষ হয়েছে, দ্বিতীয়ার্ধও তাই হ'ব হ'ব করছে, এমনসময় মংগলময়ের পায়ে বল। প্রায় ন্যাড়ামাথা, সামনের দুটো দাঁত ফোক্‌লা, ঢোলা হাফপ্যান্ট পরা বেঁটে রোগা মংগল দ্রুত বল নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ছুটছে নিজেদের গোলের দিকে। কিছু করার আগেই আমাদের স্থাণুবৎ গোলকীপার মংগলময়ের কাছে পরাজিত। সেই এক গোলেই খেলার মীমাংসা। তিরস্কারে মংগল অবিচলিত; সেন্টার ফরোয়ার্ড গোল দেবে না তা কী হয়!

এসব ষোলো বছর আগের কথা। এখন হয়ত মংগলময়ের মাথাতে বাবরী চুল, হয়ত নতুন দাঁত গজিয়ে সে এখন হাস্যবহুল টুথপেস্ট প্রচারক। জানি না। এবং মাঝে মাঝে লজ্জিত হয়ে বুঝি যে জানার কোনো ইচ্ছাও নেই। তার ঐ সেমসাইড গোলই তাকে স্মরণীয়তার শীর্ষে তুলে দিয়েছে। পজিটিভ কিছু নয়, একটি নেগেটিভ্ কর্ম-ই তার মনে থাকার হকু। মংগলময়ের বিষয়ে এই সিদ্ধান্তে আসার পরে মনে হ'ল এটা খুব সাধারণ সত্য বা, বইএর ভাষাতে বললে, জীবনের এই-ই নিয়ম। কিছু গড়তে না পার, ভেঙে দাও। সার্থক না হতে পারার গোপন বেদনা ভোলা যায় ধ্বংসে। এবং জগতে ক'জন সার্থক? রূপবান বা বিদ্বান বা সুন্দরীর প্রেমিক উচ্চবিত্তের নফর বা নিম্নউপার্জনের স্রষ্টা। বা আরও হরেকরকমে কৃতী—যাদের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে আমরা সহচরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি—এমন ক'জন? স্বাধীন ইচ্ছা বা ঘটনাপরম্পরা—যার জন্যই হোক—অকৃতিত্বের অধিকারী-ই তো চারিদিকে দেখি। শৈশব বাল্য কৈশোরের সুখী অজ্ঞতা তো কঠোরভাবে অস্থায়ী। বয়ঃবৃদ্ধির অনিবার্য বেতন ঃ কত কম জেনে কত বেশী জানা। সেই জ্ঞানীর সান্ত্বনা কোথায়? নিজের পরিপার্শ্বের সংগে সে অমানান্, আপনার অন্ধকার অরণ্যে নির্ভয় কিন্তু আলোকিত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশমাত্র মূক ও পঙ্গু, তার আশ্রয় কী? সাফল্যের অমোঘ পূর্বসূরী তন্ময়তা যার অনায়ত্ত। ব্যর্থতা তার ফিক্‌স্‌ড ডিপোজিট। এবং সে-কথা সে জানে। কোনো বিশেষ অনুভূতির সংগে নয় এমনিই জানে। শাসিত বাসনার দল প্রশ্রয়ে অযথা নশ্বর। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন গুমোট গরমে বা ঝরঝর বৃষ্টিতে, সমুদ্রের ধারে একা, বা কলকাতার বাসে (টু সীট ৩৪ + ১), রক্তেরা গর্জন করে ওঠে আর পানপাতাপ্রতিম হৃদয়ে হতাশা লবঙ্গের মত বিঁধে যায়। তখন মনে হয়: জীবনের হাফটাইম হয়ে গেছে: প্রথমার্ধ গোলশূন্য ছিল দ্বিতীয়ার্ধেও কি তাই যাবে? এবং হঠাৎ কানের কাছে কে ফিসফিসিয়ে ওঠে ঃ কিছু কীর্তি রেখে যাও। প্রতাপশালী প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করা কঠিন: কিন্তু অনভ্যাসে সামর্থ্য ক্লীব। তখন মংগলময়ের দৃষ্টান্ত মনে পড়ে ঃ আর কিছু না পারলে সেমসাইড স্কোরই হোক। অন্তিম আত্মহনন। দৈনিকপত্রে সংবাদ (ভাগ্যে থাকলে সচিত্র) হ'য় লক্ষাধিক লোকের কাছে পরিচিত হবার সুযোগ'ক [illegible] করার প্রচেষ্টাতে যখন প্রায় পরাজিত হয়ে আসি তখনই খুব ভেতর থেকে মৃদু কিন্তু তীব্র স্বরে কে যেন বলে থাকে ঃ 'সে যা করার মংগলময় ক'রে ছিল: আমি কেন আমি নই।' আর নিশ্চিন্ত হই অলসোর [illegible] খুঁটিতে নৌকা বাঁধি। [illegible] কোথাও যাবে না।

—তীর্থংকর [illegible]

অল্প-বিস্তর

শিবরাম চক্রবর্তী

পলাশীর সেই আম্রকাননে পরাস্ত হবার পর বাংলা দেশের স্বাধীনতা আরেক আম্রকুঞ্জে ফিরে এল আবার।

মুজিবনগরের আমদরবারে বিশ্বজন সমক্ষে স্বাধীনতার সনদ ঘোষিত হয়েছে।

*

না, পশ্চিমাদের সঙ্গে কোনও রফা নয়। আমাদের ছয় দফা নয় আর, দফা একটিই, স্বাধীনতা—এক আওয়ামী নেতার বিবৃতি।

এবং তাতেই পাকিস্তানের দফা রফা।

*

গত দশ বছরে ভারতখণ্ডে শিক্ষার হার শতকরা চার ভাগ মাত্র বেড়েছে, বলে জানা গেল। জন্মের হারবৃদ্ধিই এই নামমাত্র বাড়ের কারণ বলে প্রকাশ।

যত মুখ্যুরাই সব এ দেশে এসে জন্মাচ্ছে ত!

*

এপার বাংলার সাহায্য সম্ভার সীমান্ত এলাকা দিয়ে ওপার বাংলায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে, জানিয়েছেন এক সংবাদদাতা। এধারের ডানপিটে ছেলেরা মাইলের পর মাইল বুক দিয়ে ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে ওপারের সংগ্রামী ক্যাম্পে সরবরাহ পৌঁছে দিয়ে আসছে—গেদের চেকপোস্ট পেরিয়ে।

গেদে দাও ভাই!

*

টালিগঞ্জ রেসের মাঠে তৃতীয় ঘোড়দৌড়ের সময় ছুটন্ত ঘোড়াদের সামনে পর পর তিনটি বোমা পড়ে বলে খবর।

রাজাদের শোয়ানোর শুরু হয়ে রাজসূয় যজ্ঞের এখন অশ্বমেধ-উদ্বেগে?

*

বাংলা দেশে এখন বেমরশুমে বর্ষা নেমে পাক বাহিনীকে বিপর্যস্ত করতে লাগায় ভারতবর্ষের দুষমনি হাত আছে বলে পাকিস্তানের অভিযোগ। ভারতের বিজ্ঞানবিদরা নিকোবর আন্দামান দ্বীপে বসে প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে মেঘ পয়দা করে বাংলা মুলুকের দিকে লেলিয়ে দিয়েছে বলেই সেখানকার এই অকালবর্ষণ!

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের এই বর্ষাবিরুদ্ধ!

*

শ্রীদেবাঞ্জন চক্রবর্তী:

'বাংলা দেশের সংগ্রামীদের এখন সবচেয়ে জরুরী দরকার বন্দুক, কামান গুলি গোলা ইত্যাদি। তাই কি আমাদের আকাশবাণী শুধু গান দিয়েই তাদের সাহায্য করতে লেগেছেন?'

আমাদের বোGun!

*

শ্রীআশীষরঞ্জন নন্দী:

'পশ্চিমবঙ্গে ৬৭ সাল থেকে ৭১ সালের মধ্যে তিনবার পর পর বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি—এটা একটা রেকর্ড।'

তাঁর হ্যাটট্রিক!

*

শ্রীভাইয়া মণ্ডল:

'সেদিন রাস্তায় দুজনকার কথা-কাটাকাটি কানে এল। একজন কট কট করে শোনাচ্ছিল, দ্যাখ বিলটু, বেশি কপচাস না, এক ঘুষিতে তোকে ক্যালেন্ডার বানিয়ে দেব।'

আহা, বছরের গোড়ায় কেউ যদি ঐরকম একটা ক্যালেন্ডার বানিয়ে দিত আমায়!

*

শ্রীসনৎকুমার মৌলিক:

'স্বতন্ত্র পার্টির চেয়ারম্যান মিনু মাসানির স্ত্রী নব কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সুভদ্রা যোশীর পক্ষে ক্যানভাস করেছেন। আবার তাঁর ছেলেও নব কংগ্রেসের পক্ষেই ক্যানভাস করেছেন। মাসানি মশায়ের নিজের ফ্যামিলিতেই স্বাতন্ত্র্যের বহর দেখে বলা যায় যে, যথার্থই তিনি স্বতন্ত্র পার্টির চেয়ারম্যানই বটেন।'

যথার্থ, যেকালে তাঁর বাড়ির সকলেরই স্বতন্ত্র পার্টি।

*

শ্রীসমরকুমার দে:

'আমার ছোট ভাই মিন্টু তার বোন শ্রীলার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করছিল কানে এল—মিন্টু বলছিল আর বলিস না, তোরাই ত বাবার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছিস, শাড়ি দাও, ব্লাউজ দাও, ট্যালকম দাও, তেল দাও সাবান দাও—খালি দাও আর দাও! আমরা চুল না কেটে, চুলে তেল না দিয়ে কতো খরচা কমিয়ে দিচ্ছি বাবার। শ্রীলা বলে উঠল, আমরা কম কিসে রে? দ্যাখ আমরা কত কম কাপড়ে ব্লাউজ করছি। শাড়ির বদলে লুঙ্গি পরছি। এক লুঙ্গিতে ছেলে-মেয়ে দুজনেই চলে যায়। একই লুঙ্গিখানায়। বল তবে?'

আবার খানার দিক দিয়েও মেয়েরা বেশি যায় না। কত কম খায়। ওই তন্বী থাকবার জন্যই। সেটাও ত দেখবার!

স্ক্রিপ্ট বহির্ভূত

ক পৃষ্ঠার পর

লাগল। ফুটবল। ফুটবলের এমন সুন্দর ব্যবহার এর আগে আমাদের চোখে পড়েনি।"

পরিচালকের বন্ধু বললেন, "ফটাই এ পর্যন্ত তার কোনো ছবিতেই ফুটবল দেখায়নি।"

"আচ্ছা, পরিচালক মশাই!" একজন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার প্রত্যেকটি ছবি দেখার পরই মনে হয় আপনি আসলে একজন সমাজদ্রোহী। সমাজের উপর আপনার এত রাগ, এত অনীহা কেন?"

পরিচালক মশাই বললেন, "বলা শক্ত।"

পরিচালকের বন্ধু বললেন, "ফটাইএর সমাজ সম্পর্কে কোনোরকম ধারণাই নেই!"

"আচ্ছা পরিচালক মশাই!" একজন মহিলা সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ছবি তোলার ব্যাপারে আপনার স্ত্রী কি উৎসাহ দেখান?"

"বলা শক্ত।" পরিচালক মশাই জানালেন।

"শুনেছি আপনি নাকি এর পর দুটো ছবিতে এক সঙ্গে হাত দিচ্ছেন? কথাটা কি ঠিক?" মহিলা সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন।

"বলা শক্ত।" পরিচালক মশাই বললেন।

"এ পর্যন্ত আপনি তো অনেক পড়াশুনা করেছেন— এদেশের তরুণ লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা আপনি কার মধ্যে দেখতে পান?" একজন সাহিত্য পত্রিকা থেকে প্রশ্ন করলেন।

"বলা শক্ত।" পরিচালক জানালেন।

"আচ্ছা," একজন বিদেশী প্রশ্ন করলেন, তিনি একটু দেরিতে এসে পৌঁছেছেন, ট্রাফিক জ্যামে আটকে গিয়েছিলেন। "আপনার ঐ ফুটবলের ব্যাপারটা আমাকে একটু বলবেন, মানে সেই অসাধারণ জায়গাটি, যেখানে নায়ক...!"

পরিচালক মশাই বললেন, "সেই ফুটবলের জায়গাটি তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সত্যি কথা বলতে কি," পরিচালক মশাই একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "ঐ জায়গাটি আমি হঠাৎই তুলে ফেলেছিলাম। কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, কিছু না। নায়ক-নায়িকা বসে ছিল, কথা বলছিল। এমন সময় হঠাৎ ওই ফুটবলটি এসে পড়ে—পাশের মাঠে বা কোথাও ছেলেরা ঐ বলটি নিয়ে খেলছিল। জলে এসে পড়ে, অতএব ঢেউও ওঠে। নায়কও চমকে সেদিকে তাকায়। তার কপালে ভাঁজ পড়ে। এ একটা আকস্মিক ঘটনা বলতে পারেন। পরে আর রিটেক করার মত সময় আর অবস্থা থাকে না।"

পরিচালক মশাই থামলেন।

পরিচালক মশাইএর বন্ধু বললেন, "দেখুন দেখি কি বিনয়। নিশ্চয় এই দৃশ্যটির জন্য তিনি অন্তত দু বছর ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। কেননা তিনি কোনো দৃশ্যই অন্তত দু বছর ধরে না ভেবে তোলেন না।"

সকলে বলল, "বিনয় বটে!"

পরিচালকের বন্ধু বললেন, "ফটাইএর বাবার সাধ্য নেই এমন বিনয়...।"

পরিচালক মশাই বললেন, "কাট!"

নৈকট্য ও দূরত্ব

শ্রীকালিদাস রায়

বসন্তকে বহুদিন পরে আসতে দেখে বললাম—কি হে, তুমি যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে!

বসন্ত বললো—আর বলবেন না স্যার প্রতি সপ্তাহেই ভাবি আসব কিন্তু দূরত্বের জন্যে আর যান-বাহনের অসুবিধার কথা ভেবে আর আসা হয় না।

আমি বললাম—ঠিকই বলেছো আমিও তাই ভাবছিলাম। আজকাল কলকাতা শহরে আসা যাওয়া যত সোজা মনে হয় তত সোজা নয়।

বসন্ত বললে—আসতে পারলে আমারই তো লাভ। অনেক নতুন কথা শুনতে পেতাম। খানিকক্ষণ খুব আনন্দেই কাটতো। সঙ্গতিঃ সজ্জনৈঃ সহ দুর্লভ বস্তু।

আমি—যাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলে দুদণ্ড আলাপ করলে জীবনটা সরস থাকে সেই মনের মানুষগুলি শহরময় ছড়ানো আছে। অথচ দূরত্বের জন্য ও যান-বাহনের ক্রূরত্বের জন্য তাদের সঙ্গতি লাভ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। শুধু সজ্জনৈঃ সহ কেন স্বজনৈঃ সহ সঙ্গতিও সম্ভব হচ্ছে না। আত্মীয় স্বজনদের অধিকাংশই রয়েছেন এই কলকাতাতেই, কিন্তু দেখা সাক্ষাৎ হয় কচিৎ কখনও। আত্মীয় স্বজন কাছাকাছি না থাকলে ক্রমে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে! দূরত্বের জন্য নিকট আত্মীয় পর হয়ে দাঁড়ায়। আবার দূর আত্মীয়ও আপন হয়ে ওঠে। অধিক কি, সামাজিক নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ও অন্যান্য সাধারণ শিষ্ঠাচার দূরত্বের জন্য রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কাছাকাছি হলে হেঁটেই যাওয়া যেত। দূরত্বের জন্য ট্যাক্সি ডাকতে হয়। আত্মীয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে হলে যান-বাহনের খরচ কম পড়ে না। ফলে আত্মীয় স্বজন থেকেও নেই। বিপদে আপদে উৎসবে ব্যসনে তাদের সাহায্য প্রায় আর পাওয়া যাচ্ছে না।

বসন্ত—তাই তো আমার বাবা অল্প দূরের মধ্যে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। তাতে আত্মীয়দের কাছাকাছি আজও পাওয়া যাচ্ছে। ষষ্ঠীপুজো, লক্ষ্মীপুজো, সত্যনারায়ণ পুজোর মতো সামান্য উপলক্ষেও আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে।

কিন্তু চাকরী জিনিসটা সব সময় স্থাবর নয়, অনেক সময় জঙ্গম। তাই আজ অর্ধেক নূতন আত্মীয় সমস্ত ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে পড়েছে চাকরীর প্রয়োজনে।

আমি—তবুও আমাদের অল্পদূরের মধ্যে নতুন আত্মীয়তার বন্ধন রচনা করাই উচিত। যে-সব বালিকার বিবাহ নিকটবর্তী স্থানে ঘটে তারা নিজেদের সৌভাগ্যবতী মনে করে।

আমার এক আত্মীয় কন্যা বলেছিল—মেসোমশাই, আমার স্বামীর ভগিনীরা এবং আমার নিজের ভগিনীরা আমার চেয়ে ঢের ভাগ্যবতী। কারণ তাদের মা, বাপ, ভাই-বোনের থেকে বহুদূরে বারোমাস থাকতে হয় না।

বসন্ত—আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পারিবারিক সুবিধা, অসুবিধা, সামাজিক শিষ্ঠাচার ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করা ইত্যাদি প্রধানত নৈকট্যের উপর নির্ভর করে। একটা একটা করে ধরুন না।

বাজার যদি নিকটে না হয় সাধারণ গৃহস্থের বাজারের জন্য এক ঘণ্টা এমন কি দুঘণ্টা পর্যন্ত সময় যায়। ঠিক সময়ে কর্মস্থানে পৌঁছতে হলে দূরবর্তী বাজারে সবদিন যাওয়াই কঠিন হয়। দূরবর্তী বাজার থেকে বেশি জিনিস কিনে থলে ভর্তি করাও চলে না। চাকর ক'জন গৃহস্থেরই বা আছে যা রাখতে পারে! সাধারণত দেখা যায় যে-সব লোককে নিজ হাতে বাজার করতে হয় তাদেরই কর্মস্থানে পৌঁছতে বিলম্ব হয়। বাজার নিকটে অবস্থিত হওয়াটাকে সৌভাগ্য বলতে হবে।

ছোট ছোট ছেলেরা দূরবর্তী স্কুলে যেতে পারে না। নিকটে ভাল স্কুল না থাকলে নিকটে যে স্কুল আছে সেই স্কুল যেমনই হোক সেই স্কুলেই বাধ্য হয়ে তাদের ভর্তি করতে হয়। লক্ষ্য করে দেখবেন ভাল স্কুলের চারিপাশের লোকালয়ের ছেলেরা ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করে আর যারা নৈকট্যের জন্য অপকৃষ্ট স্কুলে পড়তে বাধ্য হয় পাশ করলে তারা থার্ড ডিভিসনে পাশ করে। যখন তারা একা যেতে পারে তখন অবশ্য দূরবর্তী ভাল ইস্কুলে পড়তে পায় কিন্তু তাতেও যেতে আসতে অনেকটা সময় নষ্ট হয়। কলেজের ছেলেদের ভাল কলেজ দূরবর্তী হলে বেশি ক্ষতি হয় না।

আসতে যেতে পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ি

বাড়ির নিকটে যারা ভাল ডাক্তার পায় না বা ভাল ডিস্‌পেন্সারী পায় না তারাও দুর্ভাগ্য। ডাক্তার যত নিকটে পাওয়া যাবে ততই মঙ্গল বলে জানবেন।

যাদের বাড়ি ট্রাম বাসের টার্মিনাসের নিকটে তারা সৌভাগ্যবান। ট্রাম-বাসের স্টপ বাড়ির নিকটে হলে তাও মন্দের ভাল। তাদের পলদঘর্ম হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে লাফ দিয়ে ট্রামে বাসে উঠে ঝুলে ঝুলে যেতে হয় না। এটা যে সত্য তা প্রত্যহই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

আমি—এই দেখ না—আমাকে প্রায়ই ব্যাঙ্কে যেতে হয়। প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক বাড়ির কাছাকাছি নেই, এই জন্য আমাকে দূরে যেতে হয় ব্যাঙ্কের কাজ থাকলে। চেক পেলে বিরক্ত লাগে। জমা দিতে একবার যেতে হয়, টাকা তুলতে আবার একবার যেতে হয়। সেভিংস ব্যাঙ্কে প্রয়োজন হলে বা ঘন ঘন রেজিস্ট্রি করতে হলে পোস্টাপিসে দুপুর রোদে ছুটতে হয়। পোস্টাপিস কাছে থাকলে যে কত সুবিধা তা অনুভব করে আমার ভাই। কারণ পোস্টাপিসের পাশেই তার বাড়ি। আর আমাকে এক একবার গোছা ভরে ৩।৪ টাকার খাম, পোস্টকার্ড কিনে রাখতে হয়। যখনই দরকার তখনই কেনা সম্ভব হয় না।

যারা ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে তাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ আছে। স্টেশনের নিকটে যাদের বাড়ি বা বাসা তারা কেরাণী হলেও এক হিসেবে ভাগ্যবান।

বসন্ত—সবচেয়ে আমার দুর্ভাগ্য মনে হয় আমার কর্মস্থানের কথা ভেবে। আমার বাড়ি বরিবা কিন্তু আমি যে কলেজে কাজ করি সে কলেজ বারো মাইল দূরে অবস্থিত। যেতে আসতে ট্রেন, ট্রাম, বাস সবেরই সাহায্য নিতে হয়। অধিকাংশ সময় পথেই কাটে। আসতে যেতে পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ি। পড়াশুনা করার কিংবা অন্য কোন কাজ করবার সময় পাই না। আমার চেয়ে আমার ভাই ভাগ্যবান। সেও অধ্যাপক কিন্তু থাকে কলেজের সংলগ্ন একটি বাড়িতে।

আমি—এখনকার নাগরিক জীবন যন্ত্রপাতি ও কলবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য বাড়ির নিকটে নানা শ্রেণীর মিস্ত্রি না থাকলে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির জন্য অনেক ক্ষেত্রে দূর নিকট হয়েছে বটে কিন্তু তার জন্য বহু ব্যয় করতে হয়, সেজন্য অনেক সময় বৈজ্ঞানিক সাহায্যের সুবিধা পেয়েও তা গ্রহণ করার আর্থিক সামর্থ্য আমাদের নেই।

যাদের মোটর নেই, ফোন নেই, ঘন ঘন ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য নেই, ট্রামে বাসে উঠতে যে ভয় করে, তাদের কাছে সকল ক্ষেত্রেই নৈকট্যের বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য হেঁটে যাওয়ার শক্তিটুকু থাকা চাই।

রোগীর পক্ষে হাসপাতাল, ও ডাক্তারখানা, সাহিত্যিকদের পক্ষে পত্র পত্রিকার অফিস ও সাহিত্য পরিষদ, গ্রন্থকারদের পক্ষে কলেজ স্ট্রীট, পঠানুরাগীদের পক্ষে লাইব্রেরী ও পাঠাগার, গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষে গঙ্গা, দেব মন্দির, ধর্মসভা ও ধর্ম প্রতিষ্ঠান, মুসলমান কর্মনিষ্ঠদের পক্ষে মসজিদ, ডেলি প্যাসেঞ্জারদের পক্ষে রেলওয়ে স্টেশন, আইনজীবীদের পক্ষে অদালতগুলি, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনে দ্রব্যাদি কেনার জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সর্বার্থসাধক দোকান যত নিকটে হবে ততই কাজ কর্মের সুযোগ সুবিধা সহজে লাভ করা সম্ভব হয়।

শহরের নানা স্থলে জ্ঞানী-গুণী-শ্রেণী লোক বসবাস করেন। এই সকল লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্রদের সান্নিধ্য নগরবাসীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন আছে। এঁরা নিজেরাই এক একজন কালচারের প্রতিষ্ঠান। এঁদের সাহচর্য ও সাহায্য লাভ করতে যাঁরা চান, দূরত্বের জন্য তাঁদের সাহচর্য ও সাহায্য লাভ সম্ভব হয়ে ওঠে না। যাঁরা তাঁদের নিকটবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা তাঁরাই ভাগ্যবান। আমাদের সময় আমাদের অনেকেই মহাপুরুষদের ঘন ঘন সান্নিধ্য লাভে উপকৃত হয়ে আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেছি।

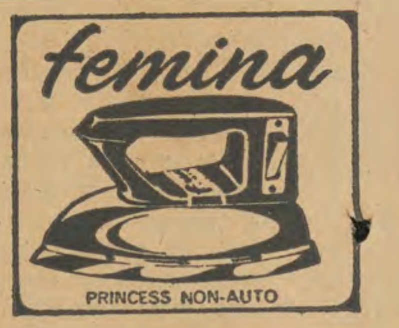

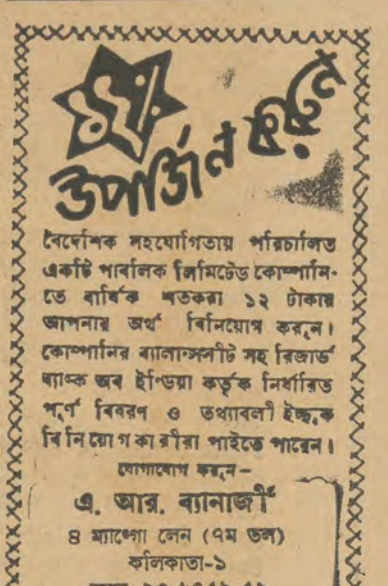

খরিপ খন্দে ফসলের ফলন বাড়ানোর জন্য মালদহ জেলার চাষী ভাইদের করণীয়।

পাট

১। সরকারী খামার, এন, এস, সি বা কোন নাম করা প্রতিষ্ঠানের পাট বীজ ব্যবহার করুন।
২। বীজ বোনা যন্ত্রের সাহায্যে লাইনে বীজ বুনুন। প্রথম দিকে নিড়ানী ও চটা ভাঙ্গার জন্য চক্রবিদা ব্যবহার করুন। এতে নিড়ানীর খরচ অনেক কমবে।
৩। যন্ত্রের সাহায্যে পাট গাছের পাতায় ইউরিয়া স্প্রে করলে খুব ভাল ফলন হয়। গাছ বের হওয়ার ৪০ দিন পর প্রথমবার ৫ কেজি এবং এর ১৫ দিন পর আর একবার ৫ কেজি ইউরিয়া স্প্রে করুন। কীটনাশক ওষুধও এর সঙ্গে মিশিয়ে দিন। যে রকম স্প্রেয়ার যন্ত্র ব্যবহার করবেন, জলের পরিমাণ সে রকম হবে।
৪। রোগ ও পোকার হাত থেকে ফসল রক্ষা করুন।
৫। পরিস্কার জলে পাট ভিজান। এতে পাটের ভাল দাম পাবেন।

ধান

১। আউশের বেশী ফলন পেতে হলে পদ্মা ধান (সি-আর—২৮২৫) চৈত্র মাসে বুনুন। এ জাতের ধান কখনই আমন হিসাবে লাগাবেন না। গম কেটে আউশ হিসাবে পদ্মা ধান লাগান।
২। যে সব এলাকায় রোয়া ধান হয় না (যেমন কালিয়াচক, মানিকচক) অথচ চাষীরা ধান লাগাতে ইচ্ছুক, সে সব এলাকায় বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে আই-আর—৮ বা জয়া ধান বুনুন।
৩। পদ্মা (সি-আর—২৮২৫), আই-আর—৮ বা জয়া ধান বুনতে হলে একর প্রতি ৪০-৫০ কেজি বীজ ব্যবহার করুন। ধান ছিটিয়ে বা লাইনে বুনুন। অধিক ফলনশীল রোয়া ধানের মত বোনা ধানেও সার, কীট ও রোগনাশক ওষুধ ব্যবহার করুন। নিড়ানী অবশ্যই দিতে হবে তবে নিড়ানীর খরচ কমাতে হলে আগাছা ধ্বংসকারী ওষুধ ব্যবহার করুন। আগাছা ধ্বংসকারী ওষুধ অবশ্যই সম্প্রসারণ কর্মীর তত্ত্বাবধানে প্রয়োগ করবেন।
৪। বন্যা প্লাবিত এলাকায় দেশী আউশের পরিবর্তে দুলার ধান ব্যবহার করুন। দুলার ধানের গাছ একটু লম্বা ও তাড়াতাড়ি পাকে। কাজেই বন্যার হাত থেকে আপনার আউশ ধান বেঁচেও যেতে পারে।
৫। দেশী ঝুলন ও মারু ধানের পরিবর্তে মাঝারি জমিতে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আই-আর—৮ বা জয়া ধান রোয়া লাগান। এতে ফলনও বাড়বে আর রবি খন্দে গম বা অন্য রবি শস্য লাগাতে সময়ও বেশী পাবেন।
৬। যে সব জমিতে বেশী জল দাঁড়ায় না এবং সেচের সুবিধা আছে সে সব জমিতে আমন হিসাবে অধিক ফলনশীল ধান রোয়া লাগান। এতে ফলন বাড়বে আর রবি খন্দে গম বা অন্য রবিশস্য লাগাতে সময় বেশী পাবেন।

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার - কৃষি বিভাগ)

বেদনার প্রতিমূর্তি

অসীমা মৈত্র

নীল নয়না সুন্দরী মেয়েটি যখন মঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়ায় তখন তাকে ঘিরে কত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা দেখা দেয়। মনে হয় ও যেন ভঙ্গুর, হাসি কান্নায় মেশানো এক অপূর্ব ভাবমূর্তি। ভাবাবেগের প্রতিমূর্তি। যেন সেই কালকে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে—তার দেহ দিয়ে, মন দিয়ে, আবেগ দিয়ে, এমন কি তার সমস্ত সত্তা দিয়ে। ওকে দেখবার জন্য দর্শকদের মধ্যে সে কী উন্দীপনা! তার বিরহ বেদনার মূর্তিতে কেউ নিয়ে যায় জীবনের বেদনামধুর আনন্দ, আবার কেউবা জীবনের সবচেয়ে বিষাদক্লান্ত স্মৃতিটুকু। ওই ভাললাগার মুহূর্তের জন্য ওর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। দর্শকরা অভিনয় দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে যায়। আরও কিছু পাবার আশায় বসে থাকে।

এ হচ্ছে সেই যুগের কথা, যে যুগে শ্রীমতী সিডন্‌স্ সেকস্‌পীয়রের লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকমন জয় করেছিলেন। শুধু লেডি ম্যাকবেথ কেন—সেকসপীয়রের নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে ইংলণ্ডের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে গেছেন।

সেকস্‌পীয়রকে বাদ দিয়ে যেমন ইংরেজি সাহিত্যের কথা ভাবা যায় না তেমনি শ্রীমতী সিডন্‌স্‌কে বাদ দিয়ে ইংলণ্ডের সংস্কৃতির ইতিহাসকে উপলব্ধি করা যায় না। সেকস্‌পীয়রের নাটকে বিয়োগান্ত নাট্যরসের উপাদানগুলি একদিকে নাটককে যেমন অমর করে রেখেছে, তেমনি চরিত্রগুলি অভিনয়গুণে আমাদের কাছে আরও সজীব, আরও জীবন্ত হয়ে বেঁচে আছে। আসল কথা নাট্যকারের নাট্যরূপ চরম রায় নয়। সৃষ্টি যতোই মহৎ হয়, যতোই জীবন্ত হয়, ততোই সাধারণদৃষ্টিতে খুব সহজ ও সুন্দর লাগে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে তার মধ্যে জীবনের জটিলতার স্বাদ বর্তমান। এখানে নাট্যকারের মনের চেয়েও তার সৃষ্টি বড়ো, আর একথা কেবলমাত্র মহৎ স্রষ্টার সম্পর্কেই বলা যায়। এ কেবল নিজের আবেগের ভিন্নতা, মানসিক গঠনের ভিন্নতা। যাঁরা মহৎ শিল্পী তাঁদের মধ্যে এই বিশিষ্টতা সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীমতী সিডন্‌স্ ছিলেন এমনি এক মহৎ শিল্পী যাঁর অভিনয় ও কলাকুশলতা অভিনয় জগতের এক অবিস্মরণীয় পথচিহ্ন।

শোনা যায় শ্রীমতী সিডনস্ যখন যে চরিত্রে অবতীর্ণ হতেন তিনি তখন নিজেকে সেই চরিত্র-র সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে ফেলতেন যে তখন বাস্তব ও অভিনয়ের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়তো। অভিনয়কালে শ্রীমতী সিডনস্-এর হাসি-কান্না বা উল্লাস প্রকাশে যে রীতি দেখা যেতো—তা তাঁকে বিশিষ্ট কলাকুশলী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। চরিত্ররূপায়ণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে যার প্রকাশ—তা শুধু অভিনব নয়, চিরন্তন শিল্পরীতির এক দৃঢ় পদক্ষেপ। এ সবকিছুই ছিল শ্রীমতী সিডনস-এর বৈশিষ্ট্য। ১৭৫৫ সালে ৫ই জুলাই শ্রীমতী সিডনস-এর জন্ম। মা, বাবা ছিলেন ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার কোম্পানীর মালিক। সে কারণে ছোট বেলা থেকেই শ্রীমতী সিডনস্-এর অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল। ওঁর বয়স যখন আঠারো তখন তিনি উইলিয়াম সিডনস্‌কে বিয়ে করেন। তারপর স্বামী স্ত্রী মিলে ইংলণ্ড আয়ারল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে বেড়াতে লাগলেন। সেকস্‌পীয়রের নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য শ্রীমতী সিডনস্ তখন খ্যাতির শীর্ষস্থানে। ড্রুরি লেন থেকে ডাক পড়লো শ্রীমতী সিডনস্-এর। সে যুগের বিখ্যাত মঞ্চ-অভিনেতা গ্যারিক ও শেরিডান শ্রীমতী সিডনস্-এর মতন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকে দলে পেয়ে যেন আরও নতুন উদ্দীপনায় অভিনয় করতে শুরু করলেন। গ্যারিক ছিলেন থি য়ে টা রে র কর্ণধার। শ্রীমতী সিডনস্‌কে পোর্শিয়ার চরিত্রে নির্বাচন করেছিলেন গ্যারিক, কিন্তু তিনি এই চরিত্রে অভিনয় করে দর্শক মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হননি। এর পরবর্তিকালে শ্রীমতী সিডনস্ নিজেকে আবিষ্কার করলেন বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকারূপে। লেডি ম্যা ক বে থে র ভূমিকায় অভিনয় করে শ্রীমতী সিডনস্ প্রমাণ করলেন তিনি সেকস্‌পীয়রের নাটকের যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। দর্শকরা তাঁর অভিনয় দেখে চোখের জল না মুছে পারতো না। তবু দেখা চাই শ্রীমতী সিডনস্-এর অভিনয়। রঙ্গমঞ্চে তিনি যেন এক বেদনার প্রতিমূর্তি। কাঁদবার জন্য মানুষের সে কী ভীড়! শোনা যায় সম্রাট তৃতীয় জর্জ শ্রীমতী সিডনস্-এর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীমতী সিডনস্ সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী। তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর

সঙ্গে আলাপ করার জন্য সে সময় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মুখর হয়ে উঠতেন। শ্রীমতী সিডনস্ জীবনে অভিনয় ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না। অথচ দেখা যায় ঘরকন্নার কাজ করতে তিনি ভালবাসতেন। একটু সময় পেলে অভিনয়ের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতেন। যে চরিত্র তিনি অভিনয় করবেন, সেই চরিত্র সম্পর্কে তাঁর জানার বুঝি শেষ ছিল না। চরিত্রটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁর কোনোক্রমেই শেষ হত না। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর যে সব নোট পাওয়া যায় তা পরবর্তিকালে সেকস্‌পীয়রের সমালোচকদের কাছে মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। নাটকের নারী চরিত্রগুলিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার তাঁর অপূর্ব ক্ষমতা ছিল। সে কারণে শ্রীমতী সিডনস্-এর অভিমত বহু সমালোচক তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ না করে পারেননি।

শোনা যায় অভিনয়ান্তে শ্রীমতী সিডনস্ এমন এক ঘোরের মধ্যে থাকতেন যে, বাস্তবের কোন কিছুর প্রতি তাঁর হুঁস থাকতো না। লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করার পর সাজঘরে ফিরে এসে তিনি অনেক সময় তাঁর অভিনয়ের আবেশ কাটিয়ে উঠতে পারতেন না। নিজের হাতে সত্যি সত্যি রক্ত লেগে আছে মনে করে—তিনি 'রক্ত' 'রক্ত' বলে চীৎকার ক'রে উঠতেন।

পরিহাস বা সস্তা কৌতুক শ্রীমতী সিডনস্ কখনই পছন্দ করতেন না। শেষ জীবনে অর্থাৎ মৃত্যুর কিছু পূর্বে শ্রীমতী সিডনস্ ডঃ জনসনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ডঃ জনসন তো বাতে পঙ্গু। তিনি থিয়েটারে যেতে পারেন না। শ্রীমতী সিডনস এসেছেন ডঃ জনসনের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরের চারদিকে বইপত্র ছড়ানো, আসবাবপত্র সব এলোমেলো হয়ে আছে। শ্রীমতী সিডনস্‌কে কোথায় বসতে বলবেন তাই ভাবছেন। হঠাৎ তিনি শ্রীমতী সিডনস্-কে পরিহাস ছলে বললেন: আপনার অভিনয় দেখার জন্য এমনি বহু দর্শক কষ্ট ভোগ করে থাকে। আজ আপনি দাঁড়িয়ে থেকে সেই কষ্টটা একটু উপলব্ধি করুন। শ্রীমতী সিডনস্ ডঃ জনসনের এই পরিহাস উপভোগ করেছিলেন।

এই ডঃ জনসন শ্রীমতী সিডনস্-এর লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে লিখেছিলেন:

"Her death should have been deferred to some more peacable hour; had she lived longer, there would have been more convenient time for such a word, for such intelligence. Such is the condition of human life that we always think tomorrow will be happier than today."

এখানে ডঃ জনসন লেডি ম্যাকবেথকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন। শ্রীমতী সিডনস্-এর প্রতিভাদীপ্ত অভিনয় তাঁর আবিষ্কারের পথকে সহজ করে দিয়েছিল। সেকস্‌পীয়রের এই ব্যাখ্যা জীবনরসে সিক্ত। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে এ যেন এক নতুন সংজ্ঞা।

সেকস্‌পীয়র তাঁর নাটকের জন্য এবং শ্রীমতী সিডনস্ তাঁর অভিনয়ের জন্য আমাদের কাছে অমর হয়ে আছেন। একজনের আলোকে অপরজন যে আলোকিত হয়েছিলেন—তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—শ্রীমতী সিডনস্ কি সেকস্‌পীয়রের মানসকন্যা ছিলেন? না 'বেদনার প্রতিমূর্তি' হয়ে শ্রীমতী সিডনস্ আমাদের সেকস্‌পীয়রকে হৃ দ য় ঙ্গ ম করার সুযোগ করে দিয়ে গেছেন? এ প্রশ্নের যাই উত্তর হোক না কেন—১৯৫৫ সালে শ্রীমতী সিডনস্-এর দ্বিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। আজও ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের মানুষ তাঁকে 'বেদনার প্রতিমূর্তি' বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে।

রামায়ণের চরিতাবলী — সুমিত্রা

সুখময় ভট্টাচার্য

সুমিত্রা হইতেছেন—মহারাজ দশরথের দ্বিতীয়া মহিষী। মহর্ষি বাল্মীকি সুমিত্রার পিতৃবংশের কোন পরিচয় দেন নাই। রঘুবংশে কালিদাস বলিয়াছেন যে, সুমিত্রা মগধরাজের কন্যা। কালিদাস অবশ্যই কোন পুরাণ হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

একাধিক স্থানে সুমিত্রাকে মধ্যমা মহিষী বলা হইয়াছে। যদিও কোন কোন জায়গায় কৈকেয়ীর বিশেষণরূপে মধ্যমা শব্দটি দেখা যায়, তথাপি কৈকেয়ী যে মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী—এই বিষয়ে কৈকেয়ীচরিতে আমরা আলোচনা করিয়াছি।

দশরথের প্রধানা তিনজন মহিষীর মধ্যে সুমিত্রা যেন অনেকাংশে উপেক্ষিতা। মহারাজের সহিত তাঁহার সহাবস্থানের কোন দৃশ্য বাল্মীকি অঙ্কন করেন নাই। এমনকি, সুমিত্রার সহিত মহারাজ কোন কথা কহিতেছেন—এরূপ দৃশ্যও দেখা যায় না। সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী।

দেবী সুমিত্রা যেন কৌশল্যার ছায়ামূর্তি। সুখে দুঃখে উৎসবে ব্যসনে—সকল অবস্থাতেই তিনি কৌশল্যার সঙ্গিনী। কৌশল্যা হইতে বিযুক্তরূপে কোথাও সুমিত্রার দর্শন পাওয়া যায় না। রামের সহিত লক্ষ্মণের যেরূপ একাত্মতা, কৌশল্যার সহিত সুমিত্রারও সেইরূপ।

লক্ষ্মণ রামের সহিত বনে যাইবেন—স্থির করিয়াছেন। এই ব্যাপারে লক্ষ্মণ পূর্বে জননীর সহিত কোনরূপ পরামর্শ করেন নাই। যাত্রাকালে জননীকে প্রণাম করিলে পর জননী সুমিত্রা কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণপূর্বক বলিতেছেন—'বৎস, সকল স্বজনের প্রতি তুমি অনুরক্ত থাকিলেও আমি তোমাকে অরণ্যবাসের অনুমতি দিতেছি। তোমার অগ্রজ রাম অরণ্যে যাইতেছেন। তাহার অনুগমন কর। সুখে দুঃখে রামই তোমার একমাত্র আশ্রয়। তোমার জ্যেষ্ঠানুগত্য সাধুসম্মত ধর্ম। তোমার আচরণ এই মহৎবংশের উপযুক্ত।'

সুমিত্রার এই উক্তি হইতে অনুমিত হয়—কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের অতিশয় আসক্তির জন্য দশরথকেও যেন তিনি লক্ষ্মণের আশ্রয় বলিয়া মনে করিতেন না।

অতঃপর প্রিয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া জননী কহিতেছেন—'বৎস, রামকে তুমি তোমার পিতা দশরথের তুল্য মনে করিবে, জানকীকে আমার তুল্য মনে করিবে এবং তোমার

বাসভূমি অরণ্যকে অযোধ্যার তুল্য মনে করিবে। বৎস, তুমি সানন্দে রামের সহিত যাত্রা কর।'

স্বল্পভাষিণী মনস্বিনী জননী সুমিত্রার এই উক্তিটিকে রামায়ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বচনরূপে গণ্য করা হয়। এইভাবে পুত্রকে অরণ্যবাসের অনুমতি দান যেমন—তেমন জননীর কর্ম নহে। এই একটিমাত্র উক্তির দ্বারাই সুমিত্রা অমরতা অর্জন করিয়াছেন।

রামাদির অরণ্য যাত্রার পর কৌশল্যা সকরুণ বিলাপ করিতে থাকিলে ধর্মশীলা সুমিত্রা তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন—'আর্যে, আপনার পুত্র রাম সর্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাহার জন্য রোদন বা বিলাপ করা সর্বথা অনুচিত। আপনার পুত্র পিতার সত্য পালনের নিমিত্ত বনবাসী হইতেছে। এমন ধার্মিক পুত্রের জন্য দুঃখ করিবেন কেন? নিষ্পাপ লক্ষ্মণ ধার্মিক রামের সেবায় নিযুক্ত আছে। অরণ্যবাসের দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত হইয়াই পতিব্রতা বধূ মহাবীর স্বামীর অনুগমন করিয়াছে। অতএব তাহার নিমিত্তও দুশ্চিন্তার কারণ নাই। ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করেন। সূর্য, চন্দ্র ও বায়ু নিশ্চয়ই ধর্মনিষ্ঠ রামের অনুকূল হইবেন। নানাবিধ দিব্যাস্ত্রের প্রসাদে মহাবীর রাম নির্ভয়ে অরণ্যে বিচরণ করিবে। রামের মধ্যে যে শোভা, শৌর্য ও সামর্থ্য রহিয়াছে, তাহাতে কোনরূপ অকল্যাণের আশঙ্কাই হইতে পারে না। ভক্ত লক্ষ্মণ যাহার সহচর, সাধ্বী সীতা যাহার অনুগামিনী, সেই ধার্মিক মহাতেজস্বীর অকল্যাণ আশঙ্কা করিবেন কেন? কল্যাণী, আপনার বীর্যবান পুত্র নির্বিঘ্নে পিতাকে ঋণমুক্ত করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিবে। দেবি, আপনি বিশ্ববরেণ্য পুত্রের জননী, আপনি রত্নপ্রসবিনী, আপনার শোক করা অনুচিত।'

সুমিত্রার সান্ত্বনা বাক্যে কৌশল্যার চিত্ত শান্ত হইয়াছে। মনে মনে থাকিলেও দশরথ বা কৈকেয়ীর উপর সুমিত্রার কোনরূপ ক্ষোভ বা অভিযোগ প্রকাশ পায় নাই। শান্তপ্রকৃতি মধুরভাষিণী জননী আপন পুত্র লক্ষ্মণের জন্যও কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন নহেন। তিনি যেন কৌশল্যার মধ্যে আত্মবিলীন করিয়া নিষ্কামভাবে তাঁহারই সেবায় কালযাপন করিতেছেন। কৌশল্যার স্বর্গপ্রাপ্তির পর সুমিত্রাও স্বর্গতা হন।

মহর্ষি বাল্মীকি সুকোমল তুলিকায় দুই চারিটি রেখার সাহায্যে সুমিত্রার অপূর্ব চিত্রটি পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। এমন স্বার্থত্যাগ ও সপত্নীর আনুগত্য জগতে দুর্লভ।

রোসেটি ও কবিতার খাতা

ইংলণ্ডের প্রি-র‍্যাফেলাইট কবি গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন দান্তে গ্যাব্রিয়েল রোসেটি। কবি হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভের কাহিনীটি বড় বিচিত্র। ১৮৬০ সালে বিবাহ করেন তিনি। কবির স্ত্রী ছিলেন সুন্দরী এবং বিদুষী। বিয়ের মাত্র দু বছর পরেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেই মহিলা। পত্নীর যথাসাধ্য সেবা করলেন কবি। তবু তাঁকে বাঁচানো গেলো না কিছুতেই। অকালে স্ত্রীকে হারিয়ে একেবারে ভেঙে পড়লেন রোসেটি। আসলে ঐ বিদুষী তরুণীই ছিলেন কবির কাব্যচর্চার প্রধান প্রেরণা। বিয়ের পর থেকেই কবিতা লেখায় যেন হাত খুলে গিয়েছিল তাঁর। ঐ সময় লেখা প্রায় প্রতিটি প্রেমের কবিতারই উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। সেই কবিতাগুলো একটা ছোট্ট খাতায় লিখে রোসেটি উপহার দিয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তমাকে।

তাই স্ত্রীর মৃত্যুর পর যখন মৃতদেহটি কফিনের মধ্যে শোয়ানো হচ্ছে তখন সেই কবিতার খাতাটি নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন রোসেটি। তারপর কফিনের মধ্যে পত্নীর বুকের ওপর নামিয়ে রাখলেন সেখানা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন বিমূঢ়ভাবে। অবশেষে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কবির আত্মীয়েরা এরপর বন্ধ করে দিলেন কফিনের ডালা। হাইগেট সমাধি ক্ষেত্রে সমাহিত করা হল কবি-পত্নীকে।

কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। রোসেটির যে দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু পত্নীর উদ্দেশ্যে লেখা সেই কবিতা গুচ্ছ পড়েছিলেন, তাঁরা একে একে সবাই সেগুলো প্রকাশের জন্যে তাগাদা দিতে লাগলেন কবিকে। কিন্তু কোন কপি ছিল না সে সব লেখার। তাই বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হল না কবির পক্ষে। কিন্তু বন্ধুরা নাছোড়বান্দা। কফিনের মধ্যে থেকে খাতাখানা উদ্ধার করার জন্যে তাঁরা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন রোসেটিকে। প্রথমটায় একেবারে না করে দিলেও শেষে নিমরাজী হলেন তিনি।

তাই সাত বছর বাদে এক রাতে কয়েকজন কবি-শিল্পী চুপি চুপি গিয়ে হাজির হলেন হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে তাঁরা খুঁড়ে বার করলেন সেই বাঞ্ছিত কফিন। সেই মুহূর্তে, নির্জনে, এক বন্ধুর বাড়িতে বসে অস্থির মনের সঙ্গে লড়াই করছিলেন রোসেটি।

পরদিন কফিন থেকে উদ্ধার করা সেই জীর্ণ, বিবর্ণ খাতাটা পাঠিয়ে দেওয়া হল কবির কাছে। রোসেটি তাড়াতাড়ি নকল করে নিলেন সেই কবিতাগুলো। তারপর আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন খাতাখানাকে।

কয়েক মাস বাদে প্রকাশিত হল সেই কবিতাগুচ্ছ। পাঠক সমাজ সঙ্গে সঙ্গে স্বাগত জানালেন কবিকে। প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন রোসেটি।

—উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

জল স্থল অন্তরীক্ষ

পৃথিবীর বাইরে অন্যত্র কোথাও প্রাণ আছে কিনা, এই মহাকাশ অনুসন্ধানের যুগে এ প্রশ্ন সবার মনে। আমাদের এই গ্রহে যে বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রাণের বিকাশ হয়েছে, হিসাবে দেখা যায় সে রকম অবস্থা সৌরলোকের বাইরে আরো অসংখ্য গ্রহে থাকা সম্ভব। কিন্তু তারা এত দূরে যে সন্ধান পাওয়া কঠিন। বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেন যে সৌরপরিবারের মধ্যেই অন্যত্র হীন শ্রেণীর প্রাণী থাকতে পারে। সুতরাং কয়েক বছর ধরে এঁরা বিভিন্ন উলকার সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে আসছেন। অধিকাংশ উলকা মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের অন্তর্বর্তী কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে পড়ে।

পার্থিব প্রাণীর আবশ্যিক এক উপাদান প্রোটিন, গোটা কুড়ি অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্নভাবে জুড়ে বিভিন্ন প্রোটিন তৈরি হয়। পরীক্ষায় উলকাতে কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিড ইতিপূর্বে পাওয়া গেছে, কিন্তু সর্বদাই সন্দেহ ছিল যে পতনের পর হয়তো পৃথিবীর মাটি থেকেই উলকা তা সংগ্রহ করেছে। সম্প্রতি মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা-র জীববিজ্ঞানী সিরিল পনামপেরুমা (এঁর জন্ম সিংহলে) এই সন্দেহ প্রায় সম্পূর্ণ দূর করেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় সদ্যপতিত এক উলকা পরীক্ষা করে।

আয়নার ছায়া যেমন উলটো, প্রতি অ্যামিনো অ্যাসিডেরও তেমনি দুই রূপ। পার্থিব অ্যাসিডগুলি প্রায় সবই বামপন্থী, যদিও তাদের দক্ষিণপন্থী প্রতিরূপ রসায়নাগারে সৃষ্টি করা যায়। পনামপেরুমা এবং সহকর্মীরা এই উলকায় দুইই পেয়েছেন প্রায় সমান পরিমাণে, সুতরাং খুবই সম্ভবত এদের উৎপত্তি পৃথিবীর বাইরে। তা ছাড়া, মোট সতেরটি অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে মোটে গোটা ছয় পার্থিব প্রোটিনের অঙ্গ। সুতরাং হয়তো পৃথিবীর কাছাকাছি অন্য কোনো গ্রহ বা গ্রহাণুতে কিছুটা ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর বাস আছে।

*

বহু দিনের বৈজ্ঞানিক স্বপ্ন 'টেস্ট টিউব বেবি', অর্থাৎ কৃত্রিম আধারে মানব শিশুর সৃষ্টি, এখন কিছুটা সফল হয়েছে। ভ্রূণের বৃদ্ধি শুরু হয় একটি কোষ থেকে, তা ভাগ হয়ে হয় দুটি, তারপর চারটি, তারপর আটটি—এই রকম চলে। পি সি স্টেপটো এবং আর জি এডোআর্ডস কৃত্রিম পাত্রে বৃদ্ধি ৬৪ কোষ পর্যন্ত নিতে সক্ষম হয়েছেন। বৃদ্ধির আরম্ভে এক নারীর ভ্রূণ অন্যের জরায়ুতে স্থানান্তরিত করাও অনতিবিলম্বে সম্ভব হবে, তখন কোনো কোনো শ্রেণীর বন্ধ্যাদের সন্তান লাভে বাধা থাকবে না। অবশ্য এ সব পদ্ধতি প্রচলনের আগে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার সমাধান দরকার।

পশু পালনের ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রশ্ন ওঠে না, সুতরাং সে দিকে এর মধ্যে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। সম্প্রতি আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক কৌশল ব্যবহার করে ক্যানাডা ও ব্রিটেন শুধু তিনটি আশ্চর্য শুয়োর-শিশু সৃষ্টি করেনি, ইতিহাসও সৃষ্টি করেছে। ক্যানাডার হাল শহর আর ইংলনডের কেন্দ্রীয় পশু-গবেষণাগারের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৩০০০ মাইল, প্রথমোক্ত স্থান থেকে এক শূকরীর নিষিক্ত (fertilized) অণ্ড বিমানযোগে এনে বিলাতি শূকরীর গর্ভে স্থাপিত হয় মাত্র ১৫ ঘণ্টার মধ্যে। যথাকালে তিনটি সুস্থ বাচ্চার জন্ম হল। বলা বাহুল্য, এদের প্রকৃত বাপ মা কানাডাবাসী এবং বংশগত বৈশিষ্ট্য তদনুরূপ।

এই কাজের উদ্দেশ্য শুধু বিজ্ঞানীর কৌতূহল চরিতার্থ করা নয়। ভাল জাতের পালিত পশু সর্বদা দেশে দেশে আমদানি রপ্তানি হয়; যানবাহনে তারা অনেকখানি জায়গা নেয়, পথে তাদের পরিচর্যা দরকার, তা ছাড়া পশুর সঙ্গে সংক্রামক রোগের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য সব দেশে কড়া আইন আছে—অনেক ক্ষেত্রে খালাসের আগে তাদের বহু দিন আটকে রাখা হয়। জীবাণু-বিবর্জিত অণ্ড অবিলম্বে প্রবেশ করবে, তার ওজনও নগণ্য, আকাশপথে অনেক সময় সংক্ষেপ হবে। হিসাবে দেখা যায় সনাতন রীতিতে শুয়োর আমদানির তুলনায় এই নতুন পদ্ধতির খরচ এক-দশমাংশেরও কম।

*

রাজপথের দু'পাশে জঞ্জাল, মাঝখানে বড় বড় গর্ত—কলকাতার পথিক ও যানবাহনের বিভীষিকা। কিন্তু পাশ্চাত্যেও আবর্জনা ক্রমে পর্বত প্রমাণ হয়ে উঠছে (যদিও তা রাস্তায় জমে না), এবং ঘন ঘন রাস্তা মেরামতের সমস্যাও আছে। মার্কিন এনজিনিয়ার ডগলাস বাইনামের এক প্রস্তাব অনুসারে এক ঢিলে দুই পাখি মারা সম্ভব। তিনি বলেন বর্জিত বস্তুর থেকে রবার, কাঁচ ও প্লাসটিক উদ্ধার করা উচিত; পরীক্ষায় দেখেছেন পাকা রাস্তা তৈরির মালমসলার সঙ্গে এগুলির উপযুক্ত সংমিশ্রণে তা আরো কঠিন ও সংহত হয়। উপরন্তু, জঞ্জাল নিকাশের সমস্যাও অনেক কমল।

—ইন্দ্রনাথ

ত্বকের সাধারণ সংক্রামণরোগ সারাবার জন্য
ভয়োফর্ম ক্রীম
CIBA
CIBA/VIO-69 BN

এইচ এম ভি রেকর্ড প্লেয়ার
কেনাই সুবিধা!

এইচ এম ভি ফিয়েস্টা
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রেকর্ড প্লেয়ার
মাত্র ৩০০ টাকা
(উৎপাদন শুল্ক সহ, স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

এইচ এম ভি ফিয়েস্টার এমন সুমিষ্ট স্বচ্ছ আওয়াজ যে শুনে আপনি মুগ্ধ হবেন। তার কারণ কি জানেন? এই রেকর্ড প্লেয়ারে আছে সলিড স্টেট অ্যাম্পলিফায়ার, খুব হাল্কা পিক-আপ আর্ম আর আছে আলাদা ক্যাবিনেটে একটি স্পীকার যা খুলে নিয়ে ইচ্ছেমত বসানো যায়। শুধু কি তাই! ফিয়েস্টা হচ্ছে পোর্টেবল—স্বচ্ছন্দে নিয়ে চলাফেরা করা যায়। এসি ও ব্যাটারী দুরকম মডেলেই পাবেন।

এইচ এম ভি ক্যালিপ্‌সো
রেডিওর সঙ্গে লাগিয়ে বাজাবার রেকর্ড প্লেয়ার
মাত্র ১৭৫ টাকা
(উৎপাদন শুল্ক সহ, স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

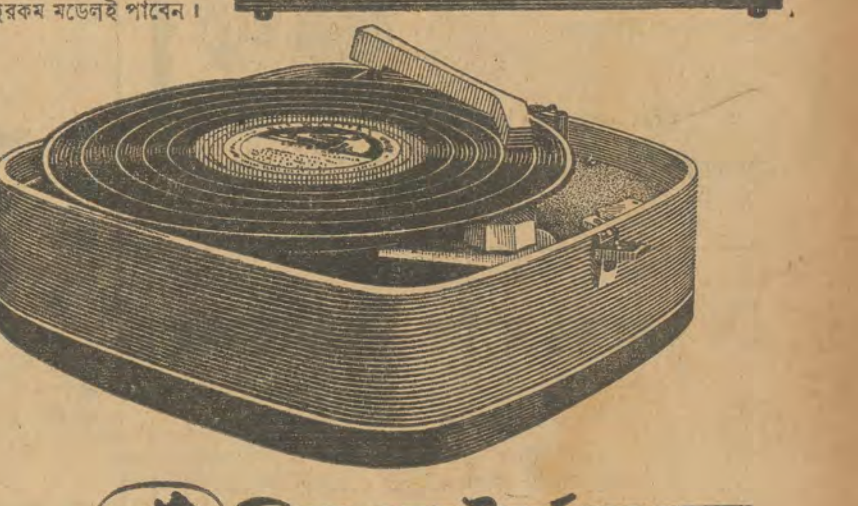

এইচ এম ভি ক্যালিপ্‌সোর প্লাগটি আপনার রেডিওতে লাগিয়ে দিন। ব্যস্, তাহলেই পেয়ে গেলেন রেডিওগ্রাম! হাল্কা পিক-আপ আর্মটি রেকর্ডের গায়ে ছোঁয়ালেই আপনার মনমাতানো সুরে বেজে উঠবে। এসি ও ব্যাটারী দুরকম মডেলেই পাওয়া যায়।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

অনুমোদিত এইচ এম ভি ডীলারের কাছ থেকেই কিনবেন

এইচ এম ভি অ্যাণ্ড কলাম্বিয়া অ্যাসোসিয়েশন অব ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত।

রেহাই নেই!

হ্যাঁ-
কোন ছারপোকারই
ডাল্‌ফ
থেকে রেহাই নেই।
ছারপোকা মারার
অব্যর্থ উপায় অথচ
খরচও কম।

অন্যতম একটি
BAYER বায়ারের কার্য্যকারী কীটনাশক
12-A/822 (721)

রবিবাসরীয়
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ১১ বৈশাখ, ১৩৭৮

প্লাস্টিকের পাত্রে গাঙ্গুরামের দৈ
গাঙ্গুরাম গ্র্যান্ড সন্স
ভবানীপুর * কালীঘাট * চিত্তরঞ্জন এভেন্যু

জানালাটা খুললে সামনের বাড়িটা চোখে পড়ে। সুধীরেন্দু তখন জানালায় দুই কনুই রেখে কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়। বাড়িটার তিনতলার জানালায় তাকিয়ে থাকে। ও বাড়িতে খুব সুন্দর দেখতে একটি মেয়ে এসেছে। ঘর আলো করা মেয়ে। বাড়িটা কতদিন খালি ছিল। বাড়িটায় কতদিন আলো জ্বলেনি। এখন ঘরে আলো জ্বলে। মেয়ে আলো করা ঘর। জানালা থেকে দেখা যায়। কতদিন ওদের জানালাটা বন্ধ ছিল। এখন সেটা খোলা থাকে। জানালার ওপর পর্দা দোলে। পর্দার ওপর ফাঁক। ফাঁকের নীল আলোয় একটি সবুজ মেয়ে। শুধু সবুজ। সে কখনো শুয়ে থাকে। কখনো বসে থাকে পায়ের ওপর পা রেখে। কখনো দাঁড়ায়। কখনো হাঁটে। আহা কি সুন্দর মেয়েটি। কি সুন্দর চুল। কি সুন্দর গাল থুতনি। কি সুন্দর বুক। সুধীরেন্দু শুধু তাকিয়ে থাকে।

সুধীরেন্দু জানালায় কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদিন তার পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে গেল। আর সোজা হল না।

অথচ সুধীরেন্দুর আর কিছু নেই। শুধু একটা জানালা। জানালার এপারে একটা খাটিয়া। খাটিয়ার ওপারে একটা টেবিল। টেবিলের ওপর একটা প্ল্যাক্সোর কৌটো। আর সুধীরেন্দুর নিজের একটা শিরদাঁড়া। আহা সেটাও বেঁকে গেল।

অথচ সুধীরেন্দু খুব ভালো ছেলে। সে কিছু করে না। শুধু খাটিয়ায় কাত হয়ে শুয়ে থাকে। ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা খাটিয়ায় বসে পা দোলায়। টেবিলে কনুই রেখে এক কাপ প্ল্যাক্সো খায়। আর জানালায় দাঁড়িয়ে মেয়ে দেখে। তবু তো এতকাল শূন্য দেখত...।

অথচ সুধীরেন্দু, 'আমি তোমাকে ভালবাসি', এ কথা কোনদিন বলতে পারেনি। কোনদিন কি আর বলতে হবে? হায় কপাল। তার উপর শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। সুধীরেন্দু কোনদিন জানালাও বন্ধ করতে পারবে না। কখনো চোখও বন্ধ করতে পারবে না। কি জ্বালাতন, হৃৎপিণ্ড বন্ধ হলে কি মানুষ বাঁচে? কখনো চোখ টিপতেও পারবে না। মুস্কিল, চোখ টিপলে মেয়েটি কি এখানে এসে পড়বে? ও মেয়ে কখনো ওভাবে আসবে না। এখানে আসবে না। বড় ভালো মেয়ে।

বড় ভালো। দুষ্টুমি করে না। কান্নাকাটি করে না। কারুর দিকে তাকায় না। জোরে কথা বলে না। কখনো চোখ টেপেনি। কখনো জিব দেখায়নি। শুধু মিষ্টি করে হাসে। মিষ্টি গান গায়। আর কেউ এলে মিষ্টি খেতে দেয়। তাছাড়া খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করে। মন দিয়ে সিনেমা-পত্রিকা পড়ে। মন দিয়ে বিনুনি বাঁধে। আর চুপ করে বসে বসে মন দিয়ে নখ খায়।

কিন্তু ও কি জানে, সুধীরেন্দু আজকাল কুঁজো হয়ে ট্রামের মানথলি দেখায় কনডাকটারকে। আগে সোজা হয়ে দেখাত। আপিসের লিফটের সামনে লাইনে দাঁড়ায় কুঁজো হয়ে। আগে সোজা হয়ে দাঁড়াত। এখন সুধীরেন্দু আপিসের ঝাঁক ঝাঁক ফাইলের নীচে কুঁজো হয়ে ঝিমোয়—কেউ তাকে দেখতে পায় না। আগে সবাই দেখতে পেত। আজকাল সে কুঁজো হয়ে কুঁজোর জল ঢক্ ঢক্ করে খায়। আগে ডাবের জল খেত।

তাই সুধীরেন্দু কি আর করবে, সাতপাঁচ ভাববার জন্যে মাঝে মাঝে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে অনেক কিছু ভাবে। যেমন অনেকদিন সে চিঠি পায়নি। যেমন অনেকদিন সে চিঠি দেয়নি। আসলে কে চিঠি দেবে? কাকেই বা সে চিঠি দেবে। চিঠির কথা ভাবতে ভাবতে জি পি ও-র কথা ভাবে। জি পি ও-র কথা ভাবতে ভাবতে জি পি ও-র ঘড়ির কথা ভাবে। সেই ঘড়ির দিকে কত লোক তাকায়। তারা ট্রাম থেকে তাকায়। বাস থেকে তাকায়। হাঁটতে হাঁটতে তাকায়। হঠাৎ দাঁড়িয়ে তাকায়। আসলে তারা আপিস যায়।

সুধীরেন্দু ঝুঁকে পড়ে মেয়েটির চোখের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করল

এমনি করে যারা আপিস যায় সুধীরেন্দু তাদের কথা ভাবে। যারা আপিস যায় ট্রামে বাসে তারা দেশের কথা ভাবে কেন? আর আপিসে কেন শুধু বৌ-এর কথা ভাবে? আপিস থেকে ফিরে তারা যে কোথায় যায়...কি যে করে...। কেউ হয়ত কফি খায়। কেউ হয়ত কফি কেনে। কেউ হয়ত চুমু খায়। কেউ হয়ত মুখ ঝামটা। এইভাবে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে সুধীরেন্দুর অনেক সময় মনে হয় ভাবনা-টাবনা কিছুই হচ্ছে না—শুধুই বিশ্রাম হচ্ছে। তখন সে খাটিয়া ছেড়ে উঠে পড়ে। আসলে সুধীরেন্দু বিশ্রাম করতে চায় না। বিশ্রাম করার এখনই কি সময়?

তখন সে জানালার সামনে দাঁড়ায়। হয়ত দেখে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। কিংবা শুয়ে আছে। কিংবা বসে আছে। কিংবা খুব মন দিয়ে পড়ছে। অথবা প্রেম করছে। যখন পড়ে তখন একটি ছেলে তাকে পড়ায়। যখন প্রেম করে তখন সেই ছেলেটির সঙ্গেই প্রেম করে। যখন প্রেম করে তখন মেয়েটির খুড়িমা জেঠিমা ইত্যাদি ইত্যাদিরা বাড়ি থাকে না। যখন তারা বাড়ি থাকে তখন ছেলেটি মন দিয়ে পড়ায় আর মেয়েটি মন দিয়ে পড়ে। সুধীরেন্দু দেখেছে পড়বার সময় ওরা দু'জন মুখোমুখি বসে। ছেলেটি এক হাতে চায়ের কাপ তুলে ধরে। অন্য হাতটা নেড়ে নেড়ে পড়া বুঝিয়ে দেয়। আর তখন মেয়েটির চোখ একদম নড়ে না। শুধু পেনসিল খুতনিতে ছোঁয়ায়। যখন প্রেম করে তখন ওরা দু'জন পাশাপাশি বসে। ছেলেটি শুধু মেয়েটির হাতে হাত রাখে, মেয়েটির অন্য হাতে ধরা থাকে সূর্যমুখী ফুল। আসলে ছেলেটি তো মেয়েটির মাস্টার মশাই। তাই এই পর্যন্তই মাস্টার মশাইরা পড়ায় আর প্রেম করে। সুধীরেন্দু যা রোজ দেখে। হায়, সুধীরেন্দু কোনদিন প্রেম করার সুযোগ পায়নি। অথচ সূর্যমুখী ফুল হাতে মেয়েটির কত মাস্টার মশাই আসছে আর যাচ্ছে! দেখে দেখে সুধীরেন্দুর চোখ ঝাপসা হয়ে যায়।

চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায়। হতে পারে, নাও হতে পারে। পিচুটিতে চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। নাও হতে পারে। বাইরে খুব কুয়াসা বলে চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। নাও হতে পারে। ছানি পড়ে ঝাপসা হয়ে যায়। ছানি কেন হবে? আসলে চোখের তেজ কমে যাচ্ছে বলে...। সুধীরেন্দুকে দুটো ভারি ভারি লেন্সওয়ালা চশমা পরে কুঁজো হয়ে দাঁড়াতে হল।

কি মুস্কিল! কেন যে এমনটি হচ্ছে? আগে শিরদাঁড়া বেঁকে গেছিল। এখন চোখ ঝাপসা হল। কেন যে এমন হল? সুধীরেন্দু চোখ দিয়ে শুধু দেখে। আর তো কিছু করে না। চোখ দিয়ে সে কোনদিন ইশারা করেনি। চোখ দিয়ে কোনদিন কোন কিছুই খোঁজেনি। চোখ খুলে সে কোনদিন কাঁদেনি। চোখ খুলে কোনদিনই তো কাউকে ভস্ম করতে ইচ্ছে করেনি। হায়, কোনদিনই সে চোখ দিয়ে প্রাণের কথা বলেনি। সে শুধু চোখ দিয়ে দেখেছে, খালি দেখেছে। তবু কেন এমন হল?

কি আর করবে সুধীরেন্দু, অসময়ে খাটিয়ায় বসে পা দোলালো।

দুই কনুই টেবিলে রেখে কুঁজো হয়ে বসল। ভারি লেন্সের চশমা চোখে প্ল্যাক্সোর কৌটো কাত করে ধরল। কৌটোর গায়ে লেখাগুলো পড়ল। এইভাবে ভারি লেন্সের চশমা পরে তাকে খবরের কাগজ পড়তে হবে রেস্টুরেন্ট। তারপর সে কাপের মধ্যে প্ল্যাক্সো গুলতে লাগল। কখনো কখনো সিনেমার অশ্লীল ছবিগুলো ভারি লেন্সের চশমার ওপর স্থির ছায়া ফেলবে। প্ল্যাক্সো খেতে খেতে সুধীরেন্দু ভাবল, এবার হয়ত খোলা গড়ের মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভারি লেন্সের চশমা চোখে খোলা আকাশে তাকিয়ে থাকবে শুধু। যদিও এর কোন মানে হয় না।

খাটিয়ায় শুয়ে সাতপাঁচ ভাবা—এর কোনো মানে হয় না। ঘুম থেকে উঠে খাটিয়ায় বসে পা দোলানো—তারপর টেবিলে কনুই রেখে প্ল্যাক্সো খাওয়া—এসবের কি মানে হয়? আর কখনো সখনো জানালায় দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে দেখা—এর কোন মানে হয় কি? মানে হয় কি মানে হয় না বুঝতে বুঝতে সুধীরেন্দু কখনো চশমা মুছল কখনো আঙুল মটকালো। আর তার সঙ্গে প্রচুর প্ল্যাক্সো খেয়ে ফেলল। খেয়ে প্ল্যাক্সো ফুরিয়ে ফেলল। আশ্চর্য। প্ল্যাক্সোর কৌটো খালি হয়ে গেল। এখন খালি টিনের কৌটো নিয়ে সুধীরেন্দু কি করে? কিছুই করার নেই। তাই ফেলে দেওয়া যাক।

সুধীরেন্দু প্ল্যাক্সোর খালি কৌটো হাতে নিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়াল জানালার সামনে। ভারি লেন্সের চশমা চোখে মেয়েটিকে দেখল। মেয়েটির মুখে তখন একরাশ মোমবাতির আলো নড়াচড়া করছিল। পেছনে ঝলমল করছে লাল নীল বেলুন। একপাশে অজস্র সূর্যমুখী ফুল খাড়াভাবে দাঁড় করানো রয়েছে। অন্যপাশে সোনালি রুপালি বাক্স। মেয়েটি ফু দিয়ে মোমবাতি নেবাচ্ছে। 'হ্যা-হ্যা-হ্যাপি-বার্থ-ডে', কেউ হয়ত গাইছে। হয়ত কেউ নাচছে। কেউ কঙ্গো বাজাচ্ছে। কেউ কেউ হাসছে। আহা মেয়েটি কি করবে বুঝতে পারছে না। এদিক তাকাচ্ছে সেদিক তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে সোনালি রুপালি বাক্স গুনছে। গুনতে গুনতে হাই তুলছে। এমন সময়...

এমন সময় সুধীরেন্দু জানালা দিয়ে প্ল্যাক্সোর কৌটটা ফেলে দিল।

নীচে প্রচণ্ড জোরে শব্দ হল। বিকট খন খন শব্দ। শব্দে যেন সব কিছু চমকে উঠল। কত বাড়ির জানালা খুলে গেল পটাপট। দরজা খুলে গেল। ওপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে কাতারে কাতারে। কত ছেলে মেয়ে যুবক যুবতী কিশোর কিশোরী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া যুগলে যুগলে একলা একলা। জানালার সামনে দাঁড়াল। দরজার সামনে দাঁড়াল। এত জানালা এত দরজা এত লোকের মধ্যে মেয়েটির জানালা আর মেয়েটি কোথায় হারিয়ে গেল। তারা সবাই কেউ উবু হয়ে কেউ ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল অন্ধকারে। 'কিসের শব্দ' অন্ধকারে 'কিসের শব্দ' সোরগোল তুলল। তারপর ঠাস ঠাস জানালা বন্ধ করল। দরজা বন্ধ করল। সুধীরেন্দু দেখল সব জানলা বন্ধ হয়ে গেছে। সব দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। মেয়েটির জানালা খোলা আছে। ভারি লেন্সের চশমাটা ঠিক করে সুধীরেন্দু দেখল মেয়েটি এলানোভাবে সারা জানালা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঘরের ভেতর আলো কমে গেছে। গান থেমে গেছে। হাসি থেমে গেছে। আর সেই লাল নীল বেলুন, সূর্যমুখী ফুল, সোনালি রুপালি বাক্স তারই শরীরে ঢাকা পড়েছে। চশমাটা আবার ঠিকমত সেট্ করে সুধীরেন্দু দেখল মেয়েটির চোখের নীচে চোখের জল।

চোখের জল! চোখের জল কেন? তার কারণ মেয়েটি কাঁদছে। কিংবা মেয়েটির চোখের অসুখ থাকতে পারে। না, ও কাঁদছে কেন? মেয়েটির ভারি দুঃখ। কেন দুঃখ? মেয়েটিকে কেউ ভালবাসেনি। আহা ভালবাসলেই তো হয়। কেউ ভালবাসছে না কেন? কি মুস্কিল। পাছে দুঃখ পেয়ে মেয়েটি মরে যায় এই ভয়ে সুধীরেন্দুর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। খুব তাড়াতাড়ি ওকে ভালবেসে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে করল। এর জন্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার! কুঁজো সুধীরেন্দু ভাবল। ভারি লেন্সের চশমা চোখে সুধীরেন্দু তখন ঝুঁকে পড়ে মেয়েটির চোখের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করল। ভালবাসতে হলে প্রথমে চোখের ভাষা বুঝতে হয়। কিন্তু সে কি বোঝা যায়? সুধীরেন্দু চোখের ভাষায় প্রাণের কথা পড়তে চেষ্টা করল। তাও কি পড়া যায়? এ কি! ভাল করে পড়তে না পড়তেই আস্ত জানালা ভরতি করে দাঁড়ানো মেয়েটি নীচের দিকে নেমে যেতে লাগল। নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে কেন? নেমে যেতে যেতে হারিয়ে যাচ্ছে। নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। আসলে তা নয়। সুধীরেন্দুর নিজের জানালাটাই ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। উঠে যেতে যেতে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। না, তাও নয়। আসলে সুধীরেন্দু খাটো হয়ে যাচ্ছে। খাটো হয়ে যাচ্ছে সুধীরেন্দু। হায় কি কপাল! খাটো কেন? অবশ্য সুধীরেন্দু এর জন্যে বিশেষ একটা মাথা ঘামাচ্ছে না। এখন তো মেয়েটিকে ভালবাসতে হবে। সুধীরেন্দুর পিঠ যে কুঁজো। তাতে কি হয়েছে? চোখ ঝাপসা। তাতে কি? ভারি লেন্সের চশমা পরতে হচ্ছে। কি আছে তাতে? এখন তো মেয়েটিকে ভালবাসতে হবে। আহা ভালবাসার সুযোগ এসেছে সুধীরেন্দুর জীবনে। এখন এর জন্যে আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত অনুচিত ভাবতে ভাবতে সে খাটিয়ার দিকে তাকালো। অত উঁচু খাটিয়ায় সে আর উঠতে পারবে না। খাটিয়া দিয়ে কি হবে? টেবিলটাও নাগালের বাইরে চলে গেছে। টেবিলের আর দরকার আছে কি? সিলিংটা কত উঁচু হয়ে গেছে। কি বিশাল দেয়াল চারদিক ঘিরে।

কিন্তু বেঁটে খাটো সুধীরেন্দু কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেনি। সে কুঁজো হয়ে গুটি গুটি বাজারে গিয়েছিল। ভারি লেন্সের চশমা পরে পছন্দ করতে করতে একটা সূর্যমুখী ফুল কিনেছিল। সেই ফুল হাতে নিয়ে মেয়েটির জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিল প্রেম নিবেদন করবে বলে। মেয়েটি কি বিস্ময় নিয়ে সুধীরেন্দুর দিকে তাকিয়েছিল। তখন বেঁটে-খাটো সুধীরেন্দু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে, ভারি লেন্সের চশমায় বড় বড় চোখে তাকিয়ে সূর্যমুখী ফুলটিকে তুলে ধরেছিল ওর দিকে। আর কি আশ্চর্য, ফুলটা তক্ষুনি রঙিন কাগজের চরকির মত বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগল। আর সেই মেয়েটি ছোট্ট খুকুর মত খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। ছোট্ট একটা হাত নাড়াল খালি।

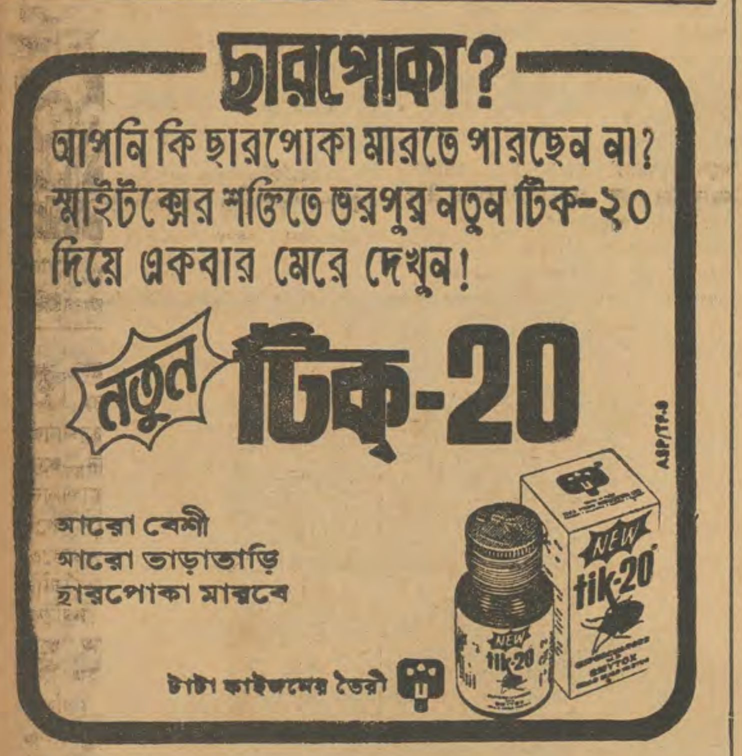

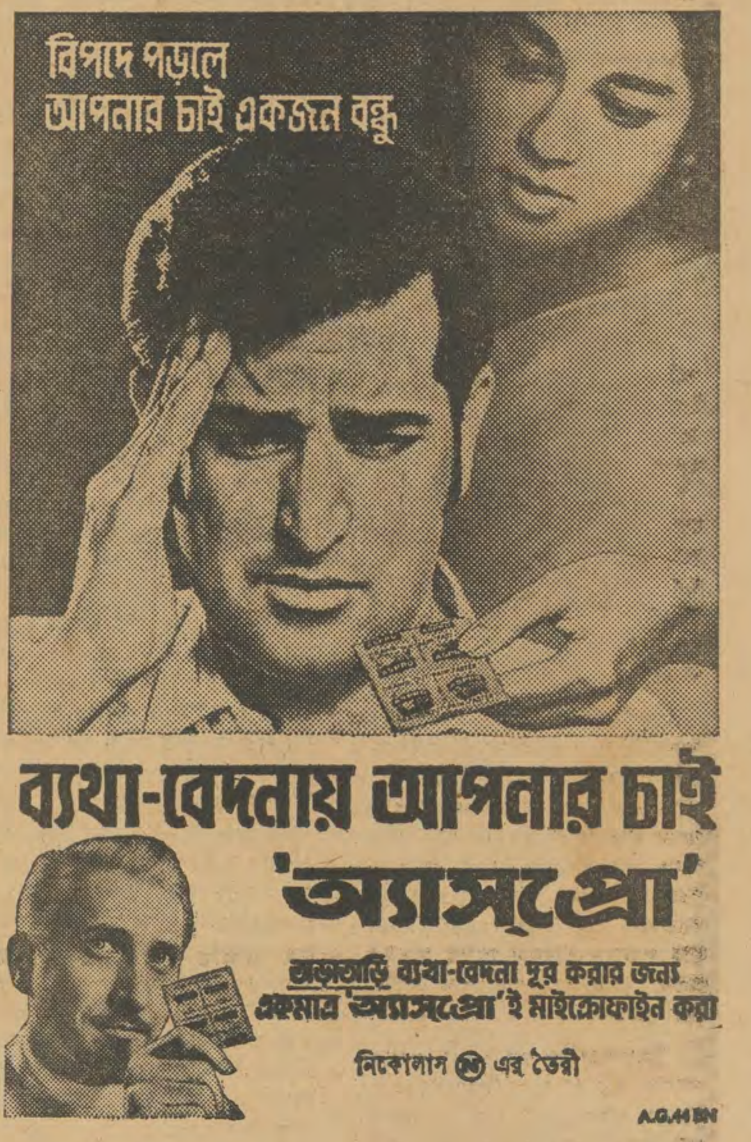

দরজা ছাড়াই শব্দ বন্ধ

কি অবাক কাণ্ড! বাড়িটার ভিতরে কত কথাবার্তা হচ্ছে, অথচ একটা কথাও বাইরে শোনা যাচ্ছে না। অবশ্য মনে হতে পারে, বাড়ির ভিতরে কথাবার্তা হলে সে কথা বাইরে না শোনাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটা যে বিশেষ ধরনের বাড়ি। কোন দরজা নেই এতে। তাই ভিতরের কথা বাইরের থেকে শুনতে পাওয়া উচিত। তবে কেন শোনা যাচ্ছে না?

হ্যাঁ, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার: অথচ সত্যি। মনে হতে পারে, কোন মায়াবিনীর মায়াতে বোধহয় আবদ্ধ হয়ে আছে সে সব কথা। কিন্তু কোন মায়াবিনীর মায়াতে এটা সম্ভব হয়নি; সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানী আর যন্ত্রকুশলীদের বুদ্ধির ভেলকিতে। হামবুর্গ বিমান বন্দরের এই বিশেষ বাড়িটাই সে কথা প্রমাণ করছে।

এ বাড়িটায় বিমানের ইঞ্জিন ও জেট ইঞ্জিনের কলকবজা চালিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এটা তৈরী করার পিছনে ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়াররা। তৈরী করতে খরচ পড়েছে নয় মিলিয়ান মার্ক।

—সুনির্মল রায়

গ্রীস সরকারের বৃত্তি—১৯৭১-৭২

প্রত্নতত্ত্ব এবং একিস্টিকসে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের জন্য ১৯৭১-৭২ সালে ভারত ও গ্রীসের মধ্যে স্কলার বিনিময় কার্যসূচী অনুযায়ী গ্রীস সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত বৃত্তি প্রদানের জন্য ভারতীয় নাগরিক ও সিকিমের প্রজাদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান করা যাইতেছে।

বৃত্তির সংখ্যা : তিন (৩)।

মেয়াদ : ১৯৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৭২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত দশ মাস।

বৃত্তির পরিমাণ : (১) প্রতি মাসে ৩৫০০ ড্রাকমা (৮৭০, টাকা)।
(২) গ্রীস হইতে ভারতে আসার রাহাখরচ।

যোগ্যতাবলী :

প্রত্নতত্ত্ব

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বে অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টারস ডিগ্রী এবং উক্ত যোগ্যতা অর্জনের পর অন্ততঃ দুই বৎসর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা/শিক্ষকতা/ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা।

একিস্টিকস : (মানুষের বসতি স্থাপন, নগর পরিকল্পনা ও স্থাপত্য শিল্পের বিজ্ঞান)

স্থাপত্য বিদ্যা/নগর পরিকল্পনা/সিভিল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাচেলারস ডিগ্রী অথবা স্বীকৃত সমতুল ডিপ্লোমা অথবা অর্থশাস্ত্র/ভূগোল/সমাজ বিজ্ঞানে অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টারস ডিগ্রী এবং উপরোক্ত যোগ্যতা অর্জনের পর কোন টাউন প্ল্যানিং সংস্থায় অন্ততঃ দুই বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা অথবা কোন স্বীকৃত শিক্ষায়তনে টাউন প্ল্যানিং সম্পর্কে সমতুল শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা।

বয়স : ১-৯-১৯৭১ তারিখে ৩৫ বৎসরের বেশী নহে।

শেষ তারিখ : দরখাস্ত ফরম সরবরাহের জন্য—৩১-৫-৭১
দরখাস্ত গ্রহণের জন্য — ৫-৬-৭১

নির্ধারিত ফরম ও অন্যান্য বিবরণের জন্য নিজ নামঠিকানা লেখা, ডাকটিকিটবিহীন খাম (২৩ সি এম × ১০ সি এম) সহ মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন অ্যাণ্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, সেক্সন ইএস-১, শাস্ত্রী ভবন, নয়াদিল্লি-এর নিকট লিখুন। সব দিক দিয়া যথাযথভাবে পূরণ করা এবং পরিষ্কারভাবে হস্তলিখিত বা টাইপ করা দরখাস্ত ১৯৭১ সালের ৫ জুন বা তাহার পূর্বে পাঠাইতে হইবে। খামের উপর **"গ্রীস সরকারের বৃত্তি—১৯৭১-৭২-এর জন্য দরখাস্ত"** কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে।

ডিএভিপি ৭১/৩৭

নন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ লিকাতা—১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার